পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 264 Tuesday, 25 August, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৬৪ সংখ্যা ❋ ৭ ভাদ্র ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

লাগু হল গুন্ডাদমন আইনের বিশেষ অংশ!

ভাঙচুরে চরম শাস্তি, ৩ গুণ সুদে জরিমানা, কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে আরও কঠোর পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। সোমবার থেকেই পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়ে গেল ‘গুন্ডাদমন আইন’-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুখ্যমন্ত্রী-র কড়া বার্তা, আদোলন বা অন্য যেকোনও বাহানায় সরকারি কিংবা জনসম্পত্তি নষ্ট করলে কাউকে সামান্যতম রেয়াত করা হবে না। অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যে অত্যন্ত কড়া হাতে ব্যবস্থা নেবে, সেই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। সোমবার সন্ধ্যায় নবান্নে গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক বৈঠকে সিএএ সার্টিফিকেট প্রদান থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ সহ একাধিক জনকল্যাণমুখী বিষয় নিয়ে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বক্তব্যের মাঝেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সদ্য পাস হওয়া আইন কার্যকর করার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, ‘‘আজ, সোমবার থেকেই গুন্ডাদমন আইনের একটি অংশ কার্যকর করা হল পশ্চিমবঙ্গে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না।’’ নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী আরও

খোলসা করে জানিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে কোনও ধরনের হিংসাত্মক আন্দোলন বা অরাজকতার নামে সরকারি সম্পদ ধ্বংস করা হলে, তার ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল পরিমাণের ৩ গুণ টাকা আদায় করা হবে, এবং তা করা হবে কড়ায়-গণ্ডায় সুদে-আসলে। শুধু সম্পত্তি নষ্টের ক্ষেত্রেই নয়, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের ওপর হামলা চালালেও প্রশাসন বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে অত্যন্ত দ্রুত ও কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, রাজ্য থেকে অপরাধমূলক পরিবেশ নির্মূল করার লক্ষ্যে চলতি বছরের জুলাই মাসের শুরুতেই বিধানসভায় পেশ ও পাস করানো হয়েছিল ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬’। রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে যা সংক্ষেপে ‘গুন্ডা দমন বিল’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। গত বিধানসভা অধিবেশনে শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই এই বিলটি পাস হয়। সেই সময় বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, একটি সম্পূর্ণ ‘গুন্ডামুক্ত বাংলা’ গড়ে তোলাই এই আইনের মূল উদ্দেশ্য। এই নতুন বিলটির পাশাপাশি অসামাজিক কাজ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাজ্যে বিদ্যমান পুরনো একটি আইনি কাঠামো সংশোধন করে পাস করা হয় ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেনটেনেন্স অফ পাবলিক অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬’। এই দুটি বিল একসঙ্গে পাস হওয়ার ফলে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের হাতে ব্যাপক বাড়তি ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায় প্রতিরোধমূলক আটক বা প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের পাশাপাশি অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মতো কড়া বিধানগুলি আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা যাবে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী পূর্বতন তৃণমূল জমানার একাধিক হিংসাত্মক ঘটনার

● এরপর ৬ পাতায়...

‘বিনিয়োগকারীরা ফুটপাথের অবস্থা যানজট দেখলে বিনিয়োগ করবেন?’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ কোনও বেআইনি নির্মাণ হবে না, সরকারের জায়গা দখল করে রাখা যাবে না। পরিস্কার ঝকঝকে-তকতকে রাস্তা থাকবে। এই নির্দেশ আগেই দিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সেই কারণে যথাযথ পদক্ষেপও করছেন তিনি। বেআইনি নির্মাণ সরানো থেকে শুরু করে অবৈধ দখলদারি, সবটাই একেবারে ময়দানে নেমে খতিয়ে দেখছেন। সম্প্রতি, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে এক ফুটপাথবাসী মহিলাকে সরে যেতে বলেছিলেন অগ্নিমিত্রা। ওই মহিলা ব্যস্ত রাস্তার মধ্যে স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ গরম করছিলেন শিশুর বলে দাবি তাঁর। মন্ত্রী সেই মহিলাকে সরে যেতে বলেন সেখান থেকে। আর সেই ভিডিয়ো ব্যাপক ভাবে ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিরোধীরা কটাক্ষ করতে শুরু করে। অবশেষে সেই নিয়ে মুখ খুললেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা। এত বছর ধরে বিরোধীরা কেন উন্নয়ন করেননি সেই প্রশ্ন ছুড়লেন মন্ত্রী। সঙ্গে ঝুপড়িবাসীদের জন্য সরকার যে পদক্ষেপ করতেও শুরু করেছে সেই বিষয়টিও জানালেন। অগ্নিমিত্রা বলেন, ‘‘বিরোধীদের কান্নাকাটি শুনলাম। কেউ সেদিন একবাটি দুধ নিয়ে এগিয়ে যায়নি এই পরিবারের কাছে। সকলে রাজনীতির আগুনে রুটি সেকেছে। ২৮ বছর কংগ্রেস, ৩৪ বছর সিপিএম, ১৫ তৃণমূল মানুষকে ঠকিয়েছে। পয়সা নিয়ে ফুটপাথে হকার বসিয়েছে, দুর্নীতি করেছে তাদের থেকে মানবিকতা শিখব না।’’ রাজ্যের

মন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘‘ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মতো ব্যস্ত রাস্তায় সারাদিন গাড়ি যাচ্ছে। সেখানে ছমাসের বাচ্চা হামাগুড়ি দিচ্ছে। আশপাশে কেউ ছিল না। দূরে তার মা-ঠাকুমা। দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে? মুখ্যমন্ত্রী না সরকার না বিরোধীরা? আজ ফুটপাথে এক গামলা দুধ জাল দেওয়া হচ্ছে, এক গামলা দুধ ছ’মাসের বাচ্চা খাবে? আর স্টোভে আগুন জ্বালানো হয়েছে ব্যস্ত রাস্তায়? যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটবে। কে দায় নেবে?’’ তিনি বুঝিয়ে বলেন, ‘‘আমরা মানবিক। আমাদের সরকার মানবিক। বিরোধীদের থেকে মানবিকতা শিখব না। এই ঘটনার পাঁচদিন আগেই মিটিং হয়েছে। সেখানে ঝুপড়ি উন্নয়ন নিয়ে কথা হয়েছে। আর এই পরিবারকে আগেও বলা হয়েছে, নিজের বাড়ি চলে যান। উনিই তো বলছেন ধাপায় থাকেন। তাহলে পার্কস্ট্রিটের ফুটপাথে কেন জাল দিচ্ছেন?’’ অগ্নিমিত্রার দাবি, ‘‘এই মহিলার ছেলেকে চুরির করার দায়ে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর

● এরপর ৬ পাতায়...

পুতিনের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে জয়শঙ্কর

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, দু’দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা

সংবাদ সংস্থা, মস্কো, ২৫ আগস্টঃ মস্কো সফরে গিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সোমবার আয়োজিত এই বিশেষ বৈঠকে দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। দুই দিনের সরকারি সফরে রবিবারই মস্কো গিয়ে পৌঁছেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর একটি বিশেষ বার্তা আমি আপনাকে দিতে চাই। সম্প্রতি আমরা ভারত-রাশিয়া আন্তঃসরকারি কমিশনের একটি বৈঠক করেছি এবং সার্বিকভাবে আমাদের কাছে আপনাকে দেওয়ার মতো যথেষ্ট ইতিবাচক ও ভাল রিপোর্ট রয়েছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, জ্বালানি ও শক্তি ক্ষেত্র, রাসায়নিক সার সরবরাহ এবং পারমাণবিক শক্তির মতো একাধিক

বৈঠক শুরুর শুরুতেই জয়শঙ্কর পুতিনের হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তা পৌঁছে দেন। দুই দেশের মধ্যে আর্থিক ও অর্থনৈতিক সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে জয়শঙ্কর বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব অভাবনীয় হারে বেড়েছে। বৈঠকে পুতিনকে উদ্দেশ্য করে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রথমেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে বিষদে কথা বলতে পেরে আনন্দিত। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বিগত দিনে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।’’ আসন্ন বিভিন্ন বিশ্বমঞ্চে দুই রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে চলেছে বলেও পুতিনকে মনে করিয়ে দেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, ‘‘আগামী দিনে এসসিও সম্মেলনে

● এরপর ৬ পাতায়...

মহুয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ, নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ আপাতত স্বস্তি মহুয়া মৈত্রর। ৩১ আগস্ট বা পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতে পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। ২৭ আগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। এ দিন, আদালতে পিপি কল্লোল মণ্ডল বলেন, ‘‘১৮ আগস্ট অর্ডার দেয় নিম্ন আদালত।’’ বিচারপতি বলেন, ‘‘প্রি কগ্নিজেন্স স্টেজেই কেন যাননি?’’ মহুয়ার আইনজীবীর দেবাশিস রায়ের সওয়াল, ‘‘ওই আদালতের সেই এক্তিয়ার নেই। এমপি এমএলএ আদালত করতে পারে।’’ বিচারপতি তখন বলেন, ‘‘এটা জামিনযোগ্য অপরাধ। আপনার যাওয়া দরকার।’’ মহুয়া মৈত্রের আইনজীবী বলেন, ‘‘আমি গিয়েছিলাম। কোনও এফআইআর, পুলিশ কেস হয়নি। আমি লিগ্যাল স্টেপ নেওয়ার পর এফআইআর করেছে। আমি এই প্রশিডিং চ্যালেঞ্জ করছি। ১৬ জুন অপরপক্ষের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে।’’ গত ১৯ আগস্ট নদিয়ার কৃষ্ণনগরের তৃতীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই পরোয়ানা জারি করেছিল মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা হয়েছে কৃষ্ণনগরের সাংসদের বিরুদ্ধে। একাধিকবার তাঁকে সমন দেওয়া হলেও, তিনি হাজিরা দেননি বলে অভিযোগ। অভিযোগ, মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২২৪ ধারার প্রক্রিয়া অনুযায়ী, অভিযোগকারীকে আদালতের তরফে একাধিকবার সমন জারি করা হয়েছিল। মহুয়ার বিরুদ্ধে হওয়া

● এরপর ৬ পাতায়...

সাতদিনের মধ্যে মার্কেট খালি করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ ধর্মতলা-জোকা মেট্রোর কাজে বাধা কাটাল কলকাতা হাইকোর্ট। সাতদিনে কাজ শুরু করার সবুজ সঙ্কেত বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের। বিধানচন্দ্র রায় মার্কেটের ৩২১ স্টলকে সাতদিনে শর্ত সরে যাওয়ার নির্দেশ বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের। মেট্রোর কাজ সম্পন্ন হলে ফের পুরনো জায়গায় ফিরবেন ব্যবসায়ীরা। সাতদিনের মধ্যে বি সি রায় মার্কেট খালি করতে হবে। ১৯৫৪ সালের মার্কেট, ৩২১ স্টলকে কাজ চলাকালীন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। বিকল্প জায়গায় স্টলগুলি সরলে, সেখানে জল, শৌচাগার, বিদ্যুৎ, নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলির বন্দোবস্ত করতে হবে। বিকল্প জায়গায় কীভাবে, কোথায় কোন স্টল বসবে তার লে-আউট দিতে হবে। মূলত এই শর্তে কাজের জন্য স্টলগুলি ফাঁকা করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। জোকা-এসপ্লানেড মেট্রো সম্প্রসারণের কাজে বাধা হয়ে রয়েছে বি সি রায় বা বিধান মার্কেট। ধর্মতলায় স্টেশন তৈরি করতে গেলে এই মার্কেটকে অন্যত্র সরাতে হবে। অথচ সেই অনুমতি দেয়নি সেনা। ফলে এই মেট্রো রুট এসপ্লানেড পর্যন্ত হওয়া নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছিল। পরে সেই মার্কেট সরাতে বিকল্প প্রস্তাব দেয় কেএমআরসিএল। কেএমআরসিএলের প্রস্তাব অনুযায়ী, ময়দান মার্কেটটিকে যথাস্থানে রেখে দুধারে অস্থায়ী পাঁচিল দিয়ে ঘিরে তৈরি হবে স্টেশন। মার্কেটের দুপাশে তৈরি হবে স্টেশন। কাজ শেষ হলে পাঁচিলটি ভেঙে দেওয়া হবে।

‘অধিকাংশের ভাতা বন্ধ, বিজেপি ঠিক করবে যোগ্য-অযোগ্য?’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ রাজ্যজুড়ে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে উপভোক্তা মহিলাদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের পারদ চড়তেই এবার ময়দানে নামলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন জেলায় পথ ও রেল অবরোধ এবং স্থানীয় বিজেপি নেতা ও মন্ত্রীদের ঘিরে ক্ষোভপ্রদর্শনের ঘটনার উল্লেখ করে সরাসরি নতুন বিজেপি সরকারকে তোপ দাগলেন তিনি। অন্নপূর্ণা যোজনার যোগ্য-অযোগ্যের বিচার এবং ভাতার টাকা না

মেলা নিয়ে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছেন কালীঘাট তৃণমূল প্রধান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত রাজ্যের যেসব মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পেতেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশের ভাতাই বর্তমানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা আটকে রাখা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও বেশিরভাগ মহলাই যে এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলে জানান তিনি। ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে বিজেপি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, কাজের বেলায় তার ঠিক উল্টো পথ হাঁটছে বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন

● এরপর ৬ পাতায়...

‘যাদবপুরের ঘটনা সাজানো নাটক!’

ক্যাম্পাসে পুলিশ ফাঁড়ির দাবি তুলে রেজিস্ট্রারের গ্রেফতারি চায় এবিভিপি-বিএমএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৯ আগস্ট থেকে ঘটে চলা একের পর এক অশান্তির ঘটনাকে সম্পূর্ণ ‘সাজানো নাটক’ বলল জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সংগঠন এবিআরএসএম, ছাত্র সংগঠন এবিভিপি এবং শ্রমিক সংগঠন বিএমএস। সোমবার যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লাগাতার বিশৃঙ্খলা ও অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে অবিলম্বে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে, সে দিনের সিসিটিভি ফুটেজ বিকৃতি ও অপপ্রচারের অভিযোগে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডলের গ্রেফতারির দাবি তুলেছেন। সাংবাদিক বৈঠকে এবিআরএসএম-এর প্রতিনিধি অধ্যাপক ভাস্কর সর্দার অভিযোগ তোলেন, ১৯ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ নিয়মকানুন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কারা জিবি (সাধারণ সভা) ডেকেছিল, তা অবিলম্বে তদন্ত করে চিহ্নিত করতে হবে। তাঁর প্রশ্ন,

‘‘সেই দিন গভীর রাত পর্যন্ত অরবিন্দ ভবনে যে ভিড় জমা হয়েছিল, তারা কি আদৌ যাদবপুরের ছাত্র? বহিরাগতদের চিহ্নিত করে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।’’ তিনি আরও জানান, চরম উত্তেজনার মাঝে উপাচার্যকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। সম্পূর্ণ ঘটনাটি আগে থেকেই ছকে রাখা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে অধ্যাপক বলেন, ‘‘বিশ্ববিদ্যালয়ে কি আবার অনামিকা কিংবা স্বপ্ননীলের মতো করুণ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর চেষ্টা চলছে?’’ কোনও ছাত্রছাত্রী যাতে মারধর বা হিংসার শিকার না হন, সে জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার দাবি জানান তিনি। ক্যাম্পাসের বিষাক্ত পরিবেশের জন্য কতিপয় চরমপন্থী মতাদর্শকে দায়ী করে ভাস্কর তোপ দাগেন, ‘‘যাদবপুরে কিছু ‘দিমাগি নকশাল’ রয়েছে, যারা কোনও দিনই ক্যাম্পাসে পুলিশ ফাঁড়ি তৈরি হতে দিতে চায় না। কারণ পুলিশ ফাঁড়ি হলে ক্যাম্পাসের ভেতরে অবাধ মদ, বিড়ি ও গাঁজার উন্মুক্ত কারবার এক লপ্তে বন্ধ হয়ে যাবে।’’ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্যের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবিআরএসএম নেতৃত্ব জানতে চায়, কোন যুক্তিতে এবং কত জন শিক্ষার্থীর লিখিত দাবির ভিত্তিতে তড়িঘড়ি পরীক্ষা বাতিলের নোটিস দেওয়া হল? বাম ছাত্র সংগঠনের মিছিলকে সুবিধা করে দিতেই কি এই সিদ্ধান্ত- এই প্রশ্ন তুলে মোট আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রকাশের দাবি জানানো হয়।

● এরপর ৬ পাতায়...

অরুণ জেটলির প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তরুণ চুঘের

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিজেপি নেতা তরুণ চুঘ। সোমবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে তরুণ চুঘ লেখেন, দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, বাগ্মী, বিশিষ্ট আইনজীবী এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণবার্ষিকীতে তাঁকে প্রণাম জানাই। দেশের প্রতি অরুণ জেটলির অঙ্গীকার, তাঁর আদর্শ এবং চিন্তাভাবনা সর্বদা অনুপ্রেরণা জোগাবে। তাঁর অবিস্মরণীয় স্মৃতি সর্বদা মানুষের হৃদয়ে অমলিন থাকবে।উল্লেখ্য, অরুণ জেটলি ভারতীয় রাজনীতিতে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি একাধারে ছিলেন প্রভাবশালী নেতা, পণ্ডিত, বাগ্মী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী। ২০১৯ সালের ২৪ আগস্ট তিনি প্রয়াত হন।

ফের তুমুল বৃষ্টি দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে, স্বস্তি পেল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ ফের তুমুল বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। সোমবার দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। টানা বৃষ্টিতে জাতি রাজধানীর নানা অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে ভোগান্তির শিকার হন দিল্লিবাসী। শ্লথ গতিতে চলাচল করে যানবাহন। তবে, এই বৃষ্টির সৌজন্যে ভ্যাপসা গরম থেকে স্বস্তি পেয়েছেন দিল্লিবাসী।দিল্লিতে ভারী বর্ষণের ফলে দুর্গা বিহার এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ইন্ডিয়া গেট, সংসদ ভবন, সুপ্রিম কোর্ট চত্বরেও মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। খান মার্কেট এলাকাতেই অঝোর বৃষ্টি হয়েছে। সেন্ট্রাল দিল্লির জয় সিং রোড এলাকাতেও প্রবল বৃষ্টি হয়। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে আগামী কয়েকদিন এমনই থাকবে আবহাওয়া। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

২৭ আগস্ট 'খেল কি বাত, পিএম কে সাথ' কর্মসূচির আয়োজন

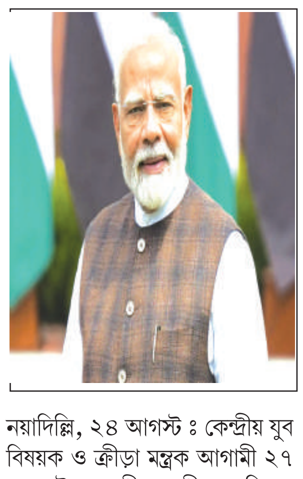

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক আগামী ২৭ আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী 'খেলো ইন্ডিয়া সংবাদ- খেল কি বাত, পিএম কে সাথ' কর্মসূচির আয়োজন করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই উপলক্ষ্যে ভার্চুয়ালি যুবসমাজের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন।কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মানসুখ মাণ্ডবিয়া জানিয়েছেন, এই উদ্যোগে যুবসমাজ, খেলোয়াড় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের এক হাজার পাঁচশোটি স্থানে একত্রিত করা হবে। ২০৩৬ অলিম্পিকের জন্য প্রতিভা গড়ে তোলা, ক্রীড়া পরিবেশকে শক্তিশালী করা এবং যুবসমাজের অংশগ্রহণ বাড়ানো এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত ক্রমাগত উন্নতির নীতিতে বিশ্বাসী, টোকিওতে বার্তা পীযূষের

টোকিও, ২৪ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল সোমবার টোকিওতে 'জাপান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'-এর 'জাপান-ইন্ডিয়া বিজনেস কনসালটেটিভ কমিটি' এবং ভারতীয় দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। এই বৈঠকে তিনি বলেন, আমাদের নেতৃবৃন্দ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বছরটিকে 'ভারত-জাপান শেয়ারড হরাইজনস ইয়ার' (যৌথ দিগন্তের বছর) হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকের চেয়ে ভালো সময় আর হতে পারে না-আগামী দশকে কীভাবে এগোবে এবং আমাদের নেতাদের মধ্যকার শক্তিশালী অংশীদারিত্বকে আরও সুদৃ। করতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগ কীভাবে বৃদ্ধি পাবে, তা নিয়ে আলোচনার উপযুক্ত সময় এটি। ভারতে ইতিমধ্যেই প্রচুর সংখ্যক জাপানি কোম্পানি কাজ করছে। আমার বিশ্বাস, এই দশকে সেই সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ হবে। আমরা 'ক্রমাগত উন্নতির' নীতিতে বিশ্বাসী। ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপনের সময় আমরা যখন ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি থেকে ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যাব, তখন জাপানকে আমাদের সহযোগী হিসেবে পাশে পেতে চাই। এটি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য, তবে ১৪০ কোটি ভারতীয় এটি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আরও বলেন, বস্তুত, বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম তরুণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী আমাদের রয়েছে, যাদের গড় বয়স ৩০ বছরের নিচে এবং আগামী বহু দশক ধরে এই তারুণ্য বজায় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাপানের সাফল্যের একটি উদাহরণ-সুজুকি-এর দিকে তাকালেই গত চার দশকে তাদের অতিক্রান্ত যাত্রাপথটি উপলব্ধি করা যায়। এখন আমরা দেখছি, ভারত থেকে পরিচালিত তাদের কার্যক্রমগুলো অত্যন্ত বিশাল এবং লাভজনক হয়ে উঠেছে। আমাকে জানানো হয়েছে, ভারতে সুজুকির বাজারমূল্য তাদের মূল জাপানি কোম্পানিটির বাজারমূল্যের চেয়েও বেশি। আপনারা যে ১,৫৮০টি কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের ক্ষেত্রেও আমরা এমনটাই ঘটতে দেখতে চাই। আমরা চাই ভারত থেকে ১,৫৮০টি 'সুজুকি'-র মতো সফল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক।

২৪ শে আগস্ট মহীয়সী বিপ্লবী বীণা দাসের শুভ জন্মদিন পালন করা হয়েছে ছিল

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃ ২৪ শে আগস্ট, ১৯১১ সাল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এক নির্ভীক সৈনিক বীণা দাস। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার বেণীমাধব দাসের কন্যা। ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে দেশপ্রেমের বীজ ছিল। তিনি কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। সেখানেই তিনি যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ গ্রহণ করেন।১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় দিন। সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তকালীন বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার জন্য তিনি পাঁচটি গুলি চালান। দুর্ভাগ্যবশত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৯ বছরের জেল হয়।জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তিনি দেশসেবা থেকে বিরত থাকেননি। গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সমাজসেবা ও নারী শিক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যও নির্বাচিত হন।বীণা দাস প্রমাণ করেছেন নারীরাও প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতে পারে, আবার শান্তির কাজেও নিজেদের উৎসর্গ করতে পারে। তিনি ছিলেন সাহস, ত্যাগ ও দেশপ্রেমের প্রতীক।১৯৮৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর এই মহান বিপ্লবী পরলোকগমন করেন। আজ তাঁর শুভ জন্মদিনে বাংলার জনপ্রিয় দুরন্ত বার্তার পক্ষ থেকে এবং বাঁকুড়া জেলার একজন আদর্শ শিক্ষক ও সাংবাদিক হিসাবে জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।জয় হিন্দ! বন্দে মাতরম্!

উচ্চফলনশীল পপকর্ন ভুট্টার হাইব্রিড বীজের সূচনা উপরাষ্ট্রপতি-র

এলুরু, ২৪ আগস্ট ঃ উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুসুনুরুতে 'গুরমেট পপকর্নিকা' দ্বারা উদ্ভাবিত ভারতের প্রথম নন-জিএমও, উচ্চফলনশীল পপকর্ন ভুট্টার হাইব্রিড বীজের সূচনা করেছেন। তিনি একে কৃষিক্ষেত্রে 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেন। আমদানি-নির্ভরতা হ্রাস এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও দেশীয় বীজ উন্নয়নের গুরুত্বের ওপর তিনি আলোকপাত করেন।উপরাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, ' আত্মনির্বর ভারত' গড়ে উঠবে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে-আমাদের কৃষকদের মাটি এবং আমাদের বিজ্ঞানী ও উদ্যোক্তাদের নিখুঁতভাবে তৈরি বীজের ওপর ভিত্তি করে আর এই স্বনির্ভরতা শক্তিশালী হবে প্রতি একর জমির উন্নয়নের মধ্য দিয়ে। এই অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল এস আব্দুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন অন্ধ্রপ্রদেশের মুসুনুরুতে অবস্থিত 'গুরমেট পপকর্নিকা' কারখানা ও কোল্ড স্টোরেজ পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁকে গুণমান নিয়ন্ত্রণ, প্যাকেজিং ও সংরক্ষণ কার্যক্রম-সহ ভুট্টা প্রক্রিয়াজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়া বা ইকোসিস্টেম সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

'বিশ্ব গুজরাটি ভাষা দিবসে' গুজরাটের জনগণকে শুভেচ্ছা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ'বিশ্ব গুজরাটি ভাষা দিবস' উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ গুজরাটের জনগণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।অমিত শাহ সোমবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে লিখেছেন, নরসিংহ মেহতার ভজন থেকে শুরু করে কবি নর্মদের দীপ্তিময় কবিতা- গুজরাটি ভাষা ভারতকে এক অমূল্য সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপহার দিয়েছে। ভক্তি, জ্ঞান এবং লোকজীবনের মাধুর্যের বুননে সমৃদ্ধ এই ভাষা আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী গুজরাটিদের তাঁদের শেকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে।অমিত শাহ এই উপলক্ষে আবেদন জানিয়েছেন যে, আমরা যেন শুধুমাত্র আমাদের মাতৃভাষাই নয়, সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করি।

ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা আইএমডি-র

ভুবনেশ্বর, ২৪ আগস্ট ঃ ওড়িশা আবারও অতি ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় রয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে। লাল সতর্কতার আওতায় রয়েছে পাঁচটি জেলা-কটক, অঙ্গুল, ঢেনকানাল, কালাহান্ডি ও নবরঙ্গপুর। পাশাপাশি, ১৮টি জেলার জন্য 'কমলা সতর্কতা' এবং আরও কয়েকটি জেলার জন্য 'হলুদ সতর্কতা' জারি করা

পুনরায় সক্রিয় হলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তি পেলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অ্যাকাউন্টটি পুনরায় সক্রিয় করার পাশাপাশি ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড সচল করে দেওয়া হয়েছে বলেও আদালতে জানিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। সোমবার সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে।উল্লেখ্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আগে ফ্রিজ করা হয়েছিল। কেওয়াইসি-র তথ্য আপডেট না করায় অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করা হয় বলে জানিয়েছিল ব্যাঙ্ক। অভিষেক তা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেন। এ দিন মামলাটির আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তি করে দেন বিচারপতি। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকেও সতর্ক করে দেওয়া

জাহাজ নির্মাণ শিল্প ভারতের শিল্পোন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ঃরাজনাথ সিং

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ জাহাজ নির্মাণ শিল্প আমাদের শিল্পোন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আশার কথা জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। গত রবিবার কলকাতায় ' গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড' এবং ' ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর বিভিন্ন প্রকল্পের ভূমিপুজো করেন রাজনাথ সিং। এই অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, আমাদের মানসিকতা আর এমন হওয়া উচিত নয় যে ভারতকে বিশ্ববাজার থেকে কী কিনতে হবে বরং আমরা বিশ্বকে কী দিতে পারি, তার ওপরই আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনারা ইতিমধ্যেই দুবার জাহাজ রফতানি করেছেন এবং বেশ কয়েকটি বন্ধুপ্রতিম দেশ তাদের নৌ-জাহাজের চাহিদা মেটাতে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের সামনে আসা এই সুযোগটি কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে মানসম্মত পণ্য সরবরাহের ওপর জোর দিয়েছিলেন। শুরুতে হয়তো লাভের হার কম হতে পারে, কিন্তু বিক্রির পরিমাণ বেশি হলে তা পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব তাই আমাদের এই পদ্ধতিই বজায় রাখতে হবে। গুণমান উন্নত করা এবং সময়মতো পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি আমাদের খরচ ও বিনিয়োগ কমাতে হবে। তবেই আমরা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার মুখে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারব। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন গুণমান অর্জন করা যা বিশ্বব্যাপী আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে-এমন গুণমান যা আস্থা জোগায়, এমন খরচ যা বিশ্বকে আমাদের বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এমন সরবরাহ ব্যবস্থা যা পুনরায় অর্ডার পেতে সহায়তা করে।রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর উভয় ফোর্জিং বা ধাতু-গঠন কেন্দ্র ভারী কামান, নৌ-বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র এবং অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের জন্য উচ্চমানের ধাতু উৎপাদন করবে। এটি সরাসরি আমাদের নৌ-বাহিনীর কর্মতৎপরতা ও সামুদ্রিক যুদ্ধক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। বিনিয়োগ-ভিত্তিক এই প্রকল্পগুলি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত। এগুলো আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। যখন একটি জাহাজ তৈরি হয়, তখন তার সাথে হাজার হাজার স্বপ্নও বাস্তবায়িত হতে থাকে। আমরা যখন নিজেদের জাহাজ তৈরি করব, তখন স্বাভাবিকভাবেই বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। জাহাজ নির্মাণ শিল্প আমাদের শিল্পোন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটি নিশ্চিতভাবেই এমএসএমই-গুলোকে চাঙ্গা করবে এবং বিপুল সংখ্যক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। বাংলার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানকার অর্থনীতিতে এখন নতুন গতি সঞ্চারের প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আমি আপনাদের এ বিষয়ে আশ্বস্ত করতে চাই বলে জানি।

মহাকাশ কর্মসূচির বেসরকারিকরণের পথে মোদী সরকারঃজয়রাম রমেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ঃ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মহাকাশ কর্মসূচির আগ্রাসী বেসরকারিকরণের পথে এগোনোর অভিযোগ তুললেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। তাঁর দাবি, রকেটের উন্নয়ন ও নির্মাণে ইসরোর ভূমিকা সীমিত করার পাশাপাশি সংস্থার একাধিক উপগ্রহ-সংক্রান্ত সম্পদ বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।সোমবার সমাজ মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে জয়রাম রমেশ বলেন, গত কয়েক দিনে দেশের মহাকাশ কর্মসূচিতে ইসরোর ভবিষ্য ভূমিকা নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন খবরে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। গত ছয় দশকে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের নিরলস প্রচেষ্টায় ইসরো যে সক্ষমতা ও দক্ষতা গড়ে তুলেছে, তা দেশের গর্ব বলেও উল্লেখ করেন তিনি।কংগ্রেস নেতা অভিযোগ করেন, পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রের মতো মহাকাশ কর্মসূচিতেও মোদী সরকার আগ্রাসী বেসরকারিকরণের পথে এগোচ্ছে। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।রমেশের অভিযোগ, রকেটের উন্নয়ন ও নির্মাণে ইসরোর উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ভাবে সীমিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি সংস্থার একাধিক উপগ্রহ-সংক্রান্ত সম্পদ বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তামিলনাড়ুতে তৈরি হওয়া দ্বিতীয় মহাকাশ কেন্দ্রের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, এই প্রকল্পে ইসরো প্রায় এক হাজার কোটি টাকা খরচ করছে, অথচ সেটিও কোনও বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার কথা সামনে এসেছে।এই পরিবর্তনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় অবস্থিত ঐতিহাসিক মহাকাশ কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বলে দাবি করেন জয়রাম রমেশ।তিনি বলেন, ইসরো দেশকে গর্বিত করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেও একাধিকবার সংস্থার সাফল্যের কৃতিত্ব নিয়েছেন। মহাকাশ ক্ষেত্রে কাজ করা স্টার্টআপগুলিকে উৎসাহ ও সহযোগিতা করা প্রয়োজন। তবে দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে ফলপ্রসূ অংশীদারিত্ব করে আসা ইসরোর সক্ষমতা দুর্বল করার প্রয়োজন কেন, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।জয়রাম রমেশের দাবি, গত কয়েক মাসে ইসরোর প্রায় ১০০ থেকে ১২০ জন গুরুত্বপূর্ণ পেশাদার সংস্থা ছেড়েছেন। তাঁর অনুমান, সম্ভবত আসন্ন পরিবর্তনের বিষয়টি তাঁরা আঁচ করতে পেরেছিলেন।কংগ্রেস নেতা আরও দাবি করেন, ইসরোর এক প্রাক্তন চেয়ারম্যান, যিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি প্রভাবিত হয়ে ২০১৮ সালের অক্টোবরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন, তিনিও ইসরোকে ঘিরে নতুন বেসরকারিকরণ উদ্যোগ নিয়ে গুরুতর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ইসরোর জীবিত আরও পাঁচ প্রাক্তন চেয়ারম্যান এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন নিজেদের মত জানাচ্ছেন না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

মহিলাদের জন্য 'ভেত্রি পায়ানাম' কর্মসূচির ঘোষণা বিজয়ের

চেন্নাই, ২৪ আগস্ট ঃ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয় মহিলাদর জন্য বিনামূল্যে বাস ভ্রমণ প্রকল্পের সম্প্রসারণ হিসেবে ' ভেত্রি পায়ানাম' কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় মহিলারা মহানগর ও শহরাঞ্চলে চলাচলকারী সরকারি এক্সপ্রেস, এলএসএস এবং ডিলাক্স বাসে বিনামূল্যে ভ্রমণের সুবিধা পাবেন।বিভিন্ন জেলার মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে, মফস্বল ও পাহাড়ি এলাকায় সাধারণ ভাড়ার বাসেও মহিলারা বিনামূল্যে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন।জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২ অক্টোবর থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে আয়ের কোনও ঊর্ধ্বসীমা বা ভ্রমণের সংখ্যার ওপর কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না। এছাড়া, রূপান্তরকামী ব্যক্তিরাও এই প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে ভ্রমণের সুবিধা পাবেন।তামিলনা।ু সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে, চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে পারান্দুরে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনাটি বাতিল করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বিজয় জানিয়েছেন, এমন একটি স্থানে নতুন বিমানবন্দরের প্রস্তাব করা হবে যেখানে স্থানীয় জনগণের কোনও বিরোধিতা থাকবে না। তিনি বলেন, ' অন্নপূরণী সুপার সিক্স' প্রকল্পের আওতায়, আগামী ১৪ জানুয়ারি পোঙ্গল উৎসব থেকে তামিলনা।ুর প্রতিটি পরিবারকে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া হবে। তামিলনা।ু সরকার তিনটি সিলিন্ডারের সমপরিমাণ অর্থ সরাসরি গ্রাহকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে। আগামী জানুয়ারি মাসে পোঙ্গল উৎসব থেকে এই প্রকল্পটি কার্যকর করা হবে এবং এর জন্য প্রতি বছর প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। বিজয় আরও জানান, বার্ষিক আয় ২.৫ লক্ষ টাকার কম এমন পরিবার, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সদস্যবিশিষ্ট পরিবার এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত বা অসহায় শ্রেণির মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

হাওড়ায় প্রথমবার বাবা বাগেশ্বর সরকার, লিলুয়া ওয়ার্কশপ গ্রাউন্ডে ভক্ত সমাগমের প্রস্তুতি

হাওড়া, ২৪ আগস্ট ঃ হাওড়ার লিলুয়া ওয়ার্কশপ গ্রাউন্ডে আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর তিন দিনব্যাপী বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো বাবা বাগেশ্বর সরকারের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ হাজার বা তারও বেশি ভক্তের সমাগম হতে পারে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে।অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার লিলুয়া ওয়ার্কশপ গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেন বালি বিধানসভার বিধায়ক সঞ্জয় সিং। তিনি জানান, রেল প্রশাসনের অনুমোদন পাওয়ার পর মঙ্গলবার থেকেই মাঠ প্রস্তুতির কাজ জোরকদমে শুরু হবে। বর্ষার কারণে মাঠে কিছু কাজ বাকি রয়েছে। দ্রুত সেই কাজ শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগমের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান বিধায়ক। হাওড়া সিটি পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কার্ড বা পাসের মাধ্যমে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকবে। ডিজিটাল মাধ্যম, অ্যাপ বা গুগল লিঙ্কের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন করেও প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা যাবে। অনুষ্ঠান সফল করতে স্থানীয় বাসিন্দা ও রেল প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছেন বিধায়ক।

অমরাবতীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিসের

অমরাবতী, ২৪ আগস্ট ঃ মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে জেলা মহিলা হাসপাতালে ভয়াবহ আগুনে ৩ সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছে, এই ঘটনার জন্য দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্য সরকার মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া, আহত শিশুদের সরকারি খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য অমরাবতীর জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সোমবার ভোররাতে জেলা মহিলা হাসপাতালের নবজাতক নিবি। পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউ) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনটি নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ভোররাত সাড়ে ৩টে নাগাদ হাসপাতালের তৃতীয় তলায় অবস্থিত নবজাতক ইউনিটের একটি ভেন্টিলেটরে বিস্ফোরণের ফলে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন এবং ওয়ার্ড থেকে বেশ কয়েকজন নবজাতককে নিরাপদে সরিয়ে আনতে সক্ষম হন। উন্নত চিকিৎসার জন্য ৬টি নবজাতককে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানি।

প্রাচীন পুথি সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশনে শান্তিপুরে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগ

শান্তিপুর, ২৪ আগস্ট ঃ দেশের প্রাচীন জ্ঞান-ঐতিহ্য ও অমূল্য পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে শান্তিপুরে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল কলকাতার দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের ৫৪০ কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্পের আওতায় শান্তিপুরের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রাচীন পুথি সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশন নিয়ে সচেতনতা সভা এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।সম্প্রতি প্রকল্পের ক্লাস্টার সেন্টার হিসেবে এশিয়াটিক সোসাইটির একটি প্রতিনিধি দল শান্তিপুরে আসে। সেখানে শান্তিপুর পুরাণ পরিষদ, শ্যামচাঁদ মন্দির ও সাহিত্য পরিষদ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়। পুথির সংরক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।উদ্যোগ নিয়ে স্থানীয়দের উদ্বেগ দূর করতে জানানো হয়েছে, পুথির আইনি মালিকানা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির হাতেই থাকবে। পুথি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে না। প্রথম পর্যায়ে পুথির সমীক্ষা, ক্যাটালগিং ও মেটাডাটা তৈরি করে 'জ্ঞান ভারতম' পোর্টালে আপলোড করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে পুথির ডিজিটাইজেশন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে ভৌত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।প্রকল্পের কাজে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যুক্ত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতী-সহ প্রায় ১০টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরও এই কাজে সহযোগিতা করছে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জীবনে নতুন শক্তির সঞ্চার হবে। এই দিনটি আপনাকে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।
বৃষঃ আজকের দিনটি সাধারণভাবে ইতিবাচক থাকবে। আজকের কাজে আপনার ধৈর্য ও স্থিরতা আশীর্বাদের মতো কাজ করবে। আজ আপনি নিজের কঠোর পরিশ্রমের ফল আরও বেশি অনুভব করবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।
মিথুনঃতেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনাকে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
কর্কটঃঅত্যিক উত্তেজনা এবং বিস্ফোরক নেশা আপনার স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। এটি এড়াতে আপনার আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন। সংসারে শান্তি হবে
সিংহ ঃ আজ আপনার জন্য আলো ও শক্তিতে ভরপুর একটি দিন হবে। আজ আপনার অন্তর্নিহিত আত্মবিশ্বাস সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে এবং আপনি নিজের চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।
কন্যাঃ আজ আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন হবে। আজ আপনার বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা আরও শক্তিশালী থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে আরও ভালোভাবে সমন্বয় করতে পারবেন, যা দলের ফলাফলকে উন্নত করবে। শুভদিন
তুলাঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। যে লোকেরা জমি কিনেছিল এবং এখন এটি বিক্রি করতে চায় তারা আজ একজন ভাল ক্রেতার কাছে আসতে পারে এবং এর জন্য খুব ভাল পরিমাণ অর্জন করতে পারে। প্রেম আসবে।
বৃশ্চিকঃ আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। মন হল জীবনের প্রবেশদ্বার কারণ ভালোমন্দ যাই হোক না কেন মনের মাধ্যমেই আসে।। প্রেম হবে।
ধনুঃ আজ আপনার জন্য একটি ইতিবাচক দিন। আপনি শক্তিতে ভরপুর থাকবেন, যা আপনাকে নিজের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।।
মকরঃআজ আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পাবে, যা আপনাকে নতুন শক্তি দেবে। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় থাকবে এবং দলগত কাজের মাধ্যমে বড় লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন।
কুম্ভঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। শুভদিন
মীনঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। যদিও অর্থ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবে এর প্রতি এত সংবেদনশীল হয়ে উঠবেন না যে এটি আপনার সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে। স্ত্রীর সাথে ঝগড়া মানসিক উদ্বেগের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অহেতুক চাপ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সংসারে শান্তি হবে।

আবহাওয়া

মঙ্গলবার দুই বঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, ভারী বৃষ্টির সর্তকতা রয়েছে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দুই দিনাজপুরে।বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সর্তকতা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলায়। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকবে। ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরের উপরের দিকে পাঁচ জেলায় মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হবে। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টি কিছুটা কম থাকবে। শনিবার পর্যন্ত এই জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭১শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৪মনিট এবং রাত ০৯টা ৫১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫৭মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

শহর ও শহরতলী

ফের কলকাতার স্কুলে সাপের আতঙ্ক, মিত্র ইনস্টিটিউশনে খুদে পড়ুয়াকে ছোবলের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ কলকাতার একের পর এক স্কুলে সাপের আতঙ্ক ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবকদের মধ্যে। এবার ভবানীপুরের ঐতিহ্যবাহী মিত্র ইনস্টিটিউশনের মর্নিং সেকশনে প্রথম শ্রেণির এক পড়ুয়াকে সাপে কামড়ানোর অভিযোগ উঠল। সোমবার সকালে টিফিনের সময় এই ঘটনা ঘটে বলে পরিবারের দাবি। ঘটনার পর দ্রুত শিশুটিকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন সে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত পড়ুয়ার নাম দৃপ্ত পাল। টালিগঞ্জের বাসিন্দা দৃপ্ত ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ স্কুলে টিফিনের বিরতি চলছিল। সেই সময়ই তাকে সাপে ছোবল দেয় বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই স্কুল চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্কুলকর্মীদের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে দ্রুত শিশুটির পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। এরপর তাকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা শুরু হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটির শরীরে বিষের প্রভাব রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করতে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পরই বিস্তারিত বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। শিশুটির মা জানিয়েছেন, আপাতত দৃপ্তর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তবে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে

রাখা হয়েছে তাকে। ঘটনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। স্কুল চত্বরে সাপের উপস্থিতি কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি নিরাপত্তা বিষয়েও তৎপর হয়েছে কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই বনদপ্তরের কর্মীদের স্কুলে ডাকা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্কুলের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে। মিত্র ইনস্টিটিউশনের ঘটনার আগে কলকাতার আরও একটি নামী বেসরকারি স্কুলে সাপের কামড়ের অভিযোগ সামনে এসেছিল। গত মঙ্গলবার স্কুলের শৌচাগারে তৃতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়াকে সাপে কামড়ায় বলে জানা যায়। ক্লাস চলাকালীন ওই পড়ুয়া শৌচাগারে গিয়েছিল। সেখানেই সাপের কামড়ের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় অভিভাবকদের একাংশের অভিযোগ ছিল, স্কুলে বিষয়টি জানানো হলেও পড়ুয়াকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি। যদিও স্কুলের অধ্যক্ষ সীমা সাপ্রু সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, পড়ুয়া স্কুলে সাপে কামড়ানোর বিষয়টি জানায়নি। বাড়ি ফিরে সে পরিবারের সদস্যদের ঘটনাটি জানায়। এরপর পরিবারের তরফে স্কুল কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। অধ্যক্ষ আরও জানিয়েছিলেন, সাপটি বিষধর ছিল না। পড়ুয়ার একাধিকবার রক্ত পরীক্ষা করা হয় এবং বর্তমানে সে সুস্থ রয়েছে বলেও স্কুলের তরফে জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি ঘটনার পর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। এক সপ্তাহের ব্যবধানে কলকাতার দুই স্কুলে সাপের কামড়ের অভিযোগ সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে স্কুল চত্বরে শিশুদের নিরাপত্তা, ঝোপঝাড় পরিষ্কার রাখা এবং সাপ বা অন্য কোনও প্রাণীর প্রবেশ রুখতে নিয়মিত নজরদারি কতটা হয়, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। মিত্র ইনস্টিটিউশনের ঘটনায় এখন শিশুটির চিকিৎসার পাশাপাশি স্কুল চত্বরে সাপের উপস্থিতির কারণ খতিয়ে দেখার দিকেই নজর রয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের সৃজনের আলোয় উদিত ‘অরুণোদয়’

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ ঃ কলমে ফুটল স্বপ্ন, হাসনাবাদ চকপাটলী বিদ্যালয়ে প্রকাশিত হলো বিদ্যালয় পত্রিকা ‘অরুণোদয়’ সাহিত্যচর্চায় পড়ুয়াদের উৎসাহ, সৃজনশীল ভাবনা প্রকাশের নতুন মঞ্চ পেল ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যচর্চা ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনার বিকাশে বড় উদ্যোগ নিল প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার চকপাটলি হাই স্কুল। দীর্ঘ ১২ বছর থমকে থাকার পর ফের প্রকাশিত হলো বিদ্যালয়ের নিজস্ব পত্রিকা অরুনোদয়। পত্রিকা প্রকাশকে ঘিরে বিদ্যালয় জুড়ে দেখা গেল উৎসাহ-উদ্দীপনা। ছাত্র-ছাত্রীদের মনের ভাবনা, কল্পনা ও সৃজনশীল প্রতিভাকে লেখার মাধ্যমে প্রকাশের সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ। শিক্ষানুরাগীদের কথায়, দীর্ঘদিন পর বিদ্যালয় পত্রিকার প্রকাশ নতুন প্রজন্মের পড়ুয়াদের কাছে এক নতুন ভাবনার দরজা খুলে দিল। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয় পত্রিকার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খান আশফাক জামান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, প্রাক্তন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি মুকুল গাইন, বিদ্যালয় পত্রিকার সম্পাদক তৃনাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য শিক্ষকশিক্ষিকারা। পড়ুয়াদের কথায়, এতদিন মনের মধ্যে থাকা ভাবনা, অনুভূতি ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা প্রকাশের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি উল্লেখযোগ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিল। পাঠ্য বইয়ের পঠন পাঠনের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে।বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় পড়াশোনার মধ্যে যান্ত্রিকতা ক্রমশ বাড়ছে। সেই যান্ত্রিকতার বাইরে বেরিয়ে পড়ুয়াদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। আর সেই জায়গা থেকেই চকপাটলি হাই স্কুলের বিদ্যালয় পত্রিকা এই প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নতুন এক সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল মত অভিভাবক দের। দীর্ঘ ১২ বছর পর থমকে যাওয়া ইতিহাস আবার সচল হওয়ায় খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই।

চিকিৎসা করাতে এসে মর্মান্তিক পরিণতি, এসএসকেএমে গাছ পড়ে মৃত রোগীর পরিজন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বরে আচমকা গাছ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। সোমবার সকালে ঝড়বৃষ্টির সময় হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের বহির্বিভাগের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাছের নীচে বসে থাকা ওই মহিলা এবং তাঁর এক আত্মীয় আহত হন। দ্রুত তাঁদের হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা এক মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম রহিদা বিবি। বয়স প্রায় ৪৬ বছর। তিনি বীরভূমের নলহাটির বাসিন্দা। নিজের এক আত্মীয়কে চিকিৎসা করাতে নিয়ে এসেছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালে। ওই আত্মীয় আকলিমা বিবি ইউরোলজি বিভাগে ভর্তি রয়েছেন। তাঁকে দেখাতেই নলহাটি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন রহিদা। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হতে হবে, তা কল্পনাও করতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা। রবিবার থেকেই নিম্নচাপের প্রভাবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সোমবার সকালেও কলকাতার একাধিক এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি চলছিল। সেই সময় এসএসকেএম হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের ওপিডির সামনে কয়েকজন বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রহিদা বিবি এবং তাঁর আত্মীয়। হাসপাতাল চত্বরে থাকা একটি কংক্রিটের বেঞ্চে তাঁরা বসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। হঠাই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে একটি বড় গাছ ভেঙে তাঁদের উপর পড়ে যায়। গাছের আঘাতে রহিদা এবং তাঁর সঙ্গে থাকা আত্মীয় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দুর্ঘটনার পরপরই হাসপাতালের কর্মী এবং আশপাশে থাকা লোকজন ছুটে আসেন।

আহত দু'জনকে দ্রুত উদ্ধার করে ট্রমা কেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা রহিদা বিবিকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর সঙ্গে থাকা আত্মীয়ের চিকিৎসা শুরু হয়। ঘটনায় আরও দু'জন আহত হয়েছেন বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। কীভাবে গাছটি ভেঙে পড়ল, গাছটির অবস্থা আগে থেকে বিপজ্জনক ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও এই বিষয়ে বিস্তারিত কোনও কারণ জানানো হয়নি। ঝড়বৃষ্টির সময় গাছটি ভেঙে পড়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগই প্রাথমিক কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মৃতার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, ঝড়বৃষ্টির সময় হাসপাতাল চত্বরে থাকা গাছগুলির নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। চিকিৎসা করাতে আসা রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের নিরাপত্তার জন্য হাসপাতাল এলাকায় থাকা পুরনো বা ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলি নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় কি না, সেই বিষয়টিও সামনে আসছে। তবে এই দুর্ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপের কথা এখনও জানানো হয়নি। চিকিৎসার জন্য দূরবর্তী নলহাটি থেকে কলকাতায় এসে হাসপাতাল চত্বরে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতার পরিবারে। একদিকে ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগ, অন্যদিকে হাসপাতাল চত্বরে গাছ ভেঙে পড়ে প্রাণহানি-এই ঘটনায় রোগী ও তাঁদের পরিজনদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

স্ত্রীর চোখের সামনে বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, বারুইপুরে চাঞ্চল্য

উজ্জ্বল বঙ্গেদ্যাপাধ্যায়, বারুইপুর ঃ পুজো কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের জেরে এক বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল বারুইপুরে। মৃতের নাম বাপি প্রামাণিক, বয়স ৪৫। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বারুইপুর থানার ট্যাঙ্গারবেড়িয়া এলাকায়। মৃতের পরিবার ও বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরাই তাঁকে মারধর করে খুন করেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাপি প্রামাণিক তৃনমূল হার্মাদ বাহিনীর দাপটে প্রায় ১৮ বছর ঘরছাড়া ছিলেন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়ির সামনে গত একমাস আগে একটি মুদিখানা দোকান করে সে।রবিবার রাতে এলাকায় বিজেপি কর্মীদের একটি বৈঠক হয় অভিযোগ,সেই বৈঠকথেকে ফেরার সময় কয়েকজন বিজেপি কর্মীর উপর হামলা চালানো হয়। সেই সময় বাপি সেখানে ছিলেন না।পরে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার খবর পেয়ে বাপির কাছে ফোন আসে। খবর পাওয়ার পর তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। অভিযোগ, রাস্তায় বেরোনোর পরই তাঁর উপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। প্রথমে তাঁকে মারধর করা হয় এবং পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলেও অভিযোগ। স্ত্রীর চোখের সামনেই রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন বাপি।স্থানীয়রা ও পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। হাসপাতালে পৌঁছনোর পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের ছেলে জানান, রবিবার রাত সাড়ে

১০টা থেকে ১১টার মধ্যে তাঁর বাবার কাছে একটি ফোন এসেছিল। ফোন পাওয়ার পর বাবা-মা দু'জনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। পরে রাতে তাঁকে ফোন করে ঘটনার কথা জানানো হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। প্রাক্তন আই পি এস তথা বিজেপির বিধায়ক দেবাশিস ধর বলেন, বারুইপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ করা উচিত। বারুইপুরে যাঁরা আমাদের কর্মীদের উপর অত্যাচার করতেন, তাঁদের গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠছিল। তার জন্যই এই বাড়বাড়ন্ত। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজো কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে মারামারি হয়। সেই সংঘর্ষেই বাপি প্রামাণিক গুরুতর জখম হন। প্রাথমিক ভাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস। তিনি জানান, বারুইপুর থানার ট্যাঙ্গারবেড়িয়া এলাকায় পুজো কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি হয়। সেই সময় বাপি প্রামাণিক গুরুতর জখম হন এবং বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চলছে বলে জানান তিনি।দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পুজো কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিবাদ কীভাবে প্রাণ-ঘাতী সংঘর্ষে পরিণত হল এবং এই ঘটনায় কারা জড়িত, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ফের গ্রেপ্তার তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর হুগলি, ২৪ ঃ জমি জালিয়াতি, হুমকি, বন্দুক নিয়ে ভয় দেখানো-সহ একাধিক অভিযোগে সপ্তাহ দেড়েক আগে গ্রেপ্তার হন উত্তম কুণ্ডু। ফের গ্রেপ্তার তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু। যদিও পরের দিনই জামিন পান। ফের তারকেশ্বর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। শনিবার রাতে কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় উত্তম কুণ্ডুকে। রবিবার তাঁকে চন্দননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। কলকাতার এক ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১২ অগস্ট উত্তম কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কলকাতার ব্যবসায়ীর থেকে তোলা আদায়, জমিয়ে হাতিয়ে নেওয়া এবং খুনের হুমকির অভিযোগে গত বুধবার কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার হন তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু। বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে জামিনে মুক্তিও পেয়ে যান। তবে নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় তারকেশ্বর থানায়। শনিবার রাতে কলকাতা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। এর আগে কলকাতার এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তোলা আদায়, জমি হাতিয়ে নেওয়া ও খুনের হুমকির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি।চেয়ারম্যান থাকাকালীন ৮৫ কাঠা জমি ও ধর্মশালার বিল্ডিং মাত্র ৩ কোটি টাকায় কেনার অভিযোগ উঠেছে বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা বলে দাবি। ধর্মশালা কিনে ব্যবসায়িক লজ, উত্তমের বিরুদ্ধে নালিশ থানায় অভিযোগ ওঠে, উত্তম কুণ্ডু পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন প্রভাব খাটিয়ে এক চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ধর্মশালার প্রাসাদোপম বিল্ডিং-সহ ৮৫ কাঠা জায়গা কেনেন। ৩ কোটি টাকায় তা কেনেন। অথচ ওই সম্পত্তির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। পাশাপাশি, বেচাকেনার ক্ষেত্রেও বিস্তর আইনি গরমিলের অভিযোগ ওঠে। বিজেপির প্রবীণ নেতা তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি গণেশ চক্রবর্তী তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভোররাতে যশোর রোডের গাড়ির শোরুমে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে ছাই ২২টি গাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ সোমবার ভোরে ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কলকাতায়। কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে যশোর রোড সংলগ্ন বাঁকড়া এলাকায় একটি গাড়ির শোরুম ও সার্ভিস সেন্টারে ভয়াবহ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে একাধিক গাড়িতে। দমকলের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় অন্তত ২২টি গাড়ি। আগুনে আরও আটটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান দমকলের। জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরে আগুন লাগার সময় সার্ভিস সেন্টারটি কার্যত ফাঁকা ছিল। ভোরের আলো ফোটার আগেই গোটা এলাকায় ধোঁয়া এবং আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলকর্মীরা। প্রথমে পাঁচটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে নামে। আগুনের তীব্রতা এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে পরে আরও তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আনা হয়। মোট আটটি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণ ধরে চেষ্টা চালানোর পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল সূত্রে খবর, ভোর প্রায় ৪টা ৪৫ মিনিট নাগাদ আগুন লাগতে পারে। মধ্যমগ্রাম-বিরাটি জোন থেকে খবর পাওয়ার পর দমকলের ইঞ্জিনগুলি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ততক্ষণে গোটা সার্ভিস সেন্টারে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। সার্ভিস সেন্টারে একটি মাত্র প্রবেশপথ থাকায় আগুন নেভানোর কাজে দমকলকর্মীদের সমস্যার মুখে পড়তে হয় বলেও জানান এক দমকল আধিকারিক। অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সার্ভিস সেন্টারে গাড়ি রাখা একাধিক মালিক। তাঁদের মধ্যে একজন জানান, তাঁর বাণিজ্যিক গাড়িটি মেরামতির জন্য ওই সার্ভিস সেন্টারে দেওয়া ছিল। ভোরে ফোনে আগুন লাগার খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখেন তাঁর গাড়ি আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এত বড় ক্ষতির কথা তিনি কখনও ভাবেননি। নতুন গাড়িটি কার্যত সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিপূরণ কীভাবে পাওয়া যাবে, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। অগ্নিকাণ্ডের পর সার্ভিস সেন্টারের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দমকল আধিকারিকদের দাবি, আগুন লাগার সময় সার্ভিস সেন্টারের কোনও কর্মী বা কর্তৃপক্ষের কাউকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। ফলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান করা হলেও, আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। সার্ভিস সেন্টারে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তাবিধি যথাযথভাবে মানা হয়েছিল কি না, তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে। বিপুল সংখ্যক গাড়ি পুড়ে যাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও যথেষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শ্রাবণী মেলা ’২৬-এর ২৫তম দিনে, বিপুল ভিড়ের পূর্ব রেলের মসৃণ পরিষেবা নিশ্চিত

কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে, আসানসোল ডিভিশনের শ্রাবণী মেলা ’২৬-এর পরিচালন রিপোর্ট অনুযায়ী ২৫তম দিনে (২৩ আগস্ট, ২০২৬, বিপুল ভিড়ের রবিবার) মোট ১,০১,০৯৬ জন পুণ্যার্থীর বিপুল সমাগম সফলভাবে সামাল দিয়েছে পূর্ব রেল। এর মধ্যে জসিডি স্টেশন ছিল প্রধান কেন্দ্র, যেখানে সর্বাধিক ৬৩,৪৬৬ জন পুণ্যার্থীর যাতায়াত হয়। গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে দেওঘর স্টেশনে ১৭,৭৭০ জন পুণ্যার্থীর নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত বজায় ছিল। বাসুকিনাথ স্টেশনে ১৪,৪৩৪ জন পুণ্যার্থীর উল্লেখযোগ্য সমাগম হয়, যা সামগ্রিকভাবে উচ্চ যাত্রীচাপ সামলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তুলনামূলকভাবে যাত্রীসংখ্যা কম হলেও গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ ও প্রস্থান কেন্দ্র হিসেবে বৈদ্যনাথধাম স্টেশন ৫,৪২৬ জন পুণ্যার্থীকে পরিষেবা দেয়। এই বিপুল যাত্রীচাপ সামলাতে আসানসোলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সংগ্রহ মৌর্যের তত্ত্বাবধানে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে শক্তিশালী ট্রেন পরিচালনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। জসিডিহ স্টেশনে মোট ১৪৭টি ট্রেন পরিচালিত হয়, যার মধ্যে ১১৭টি নিয়মিত এবং ৩০টি বিশেষ ট্রেন।

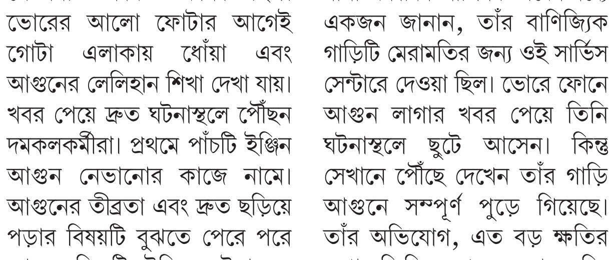

দেওঘর স্টেশনে মোট ৪৬টি ট্রেন চলাচল করে-২২টি নিয়মিত এবং ২৪টি বিশেষ ট্রেন। বাসুকিনাথ স্টেশনে মোট ২২টি ট্রেনের মধ্যে ১২টি নিয়মিত ও ১০টি বিশেষ ট্রেন এবং বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে মোট ২৬টি ট্রেনের মধ্যে ২০টি নিয়মিত ও ৬টি বিশেষ ট্রেন পরিচালিত হয়। এই ট্রেন পরিচালনা ও যাত্রী পরিষেবার মাধ্যমে ২৫তম দিনে মোট ৪৯.২৭ লক্ষ টাকা টিকিট রাজস্ব অর্জিত হয়। যাত্রীকল্যাণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রেলকর্মীরা মোট ৫৮১ জন যাত্রীকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেন। এর মধ্যে ৫৭১টি চিকিৎসা-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সহায়তা করা হয় এবং ১০ জন যাত্রীকে হুইলচেয়ার পরিষেবা দেওয়া হয়। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, আসানসোল ডিভিশনের আমাদের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা সমস্ত পুণ্যার্থীর জন্য নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন পরিষেবা, নিরাপত্তা ও চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করতে দিনরাত কাজ করেছেন। শ্রাবণী মেলা ’২৬-এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক পুণ্যার্থীর আরামদায়ক, নিরাপদ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত যাত্রা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেল অঙ্গীকারবদ্ধ।

গাড়ুলিয়ায় প্রাক্তন বিধায়কের আপ্তসহায়ককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, প্রকাশ্যে সিসিটিভি ফুটেজ

নিজস্ব সংবাদদাতা,গাড়ুলিয়া , ২৪ আগস্ট ঃ নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গাড়ুলিয়া পুরসভা এলাকায় প্রাক্তন বিধায়কের আপ্তসহায়ককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মৃতের নাম শেখর চৌধুরী ওরফে বান্টি। বয়স প্রায় ৩০ বছর। বুধবার রাতে স্থানীয় একটি ক্লাবের কাছে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে বচসার পর তাঁর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ইট দিয়ে মাথায় ও শরীরে একাধিকবার আঘাত করা হয় বলে দাবি পরিবারের। গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে তাঁকে বারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। রবিবার গভীর রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই হামলার ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ফুটেজে এক ব্যক্তিকে ঘিরে কয়েকজনের হামলার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের। পুলিশ সেই ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় অভিযুক্ত কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে শেখরের বাড়ির কাছেই একটি ক্লাবে কয়েকজন যুবক মদ্যপান করছিলেন। বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানান শেখর। এরপরই তাঁকে কেন্দ্র করে বচসার সূত্রপাত বলে অভিযোগ। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় শেখরের উপর চড়াও হয় কয়েকজন যুবক। তাঁকে ইট দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করা হয়। মাথা ও শরীরে গুরুতর আঘাত লাগে তাঁর। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং এবং তাঁর ছেলে আদিত্য। রক্তাক্ত অবস্থায় শেখরকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে বারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই রবিবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সোমবার সকালে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গাড়ুলিয়ায় পৌঁছন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরিবারের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণও শোনেন তিনি। ঘটনার পর এলাকায় প্রকাশ্যে আসা

সিসিটিভি ফুটেজকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ফুটেজে হামলার যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। হামলার পিছনে শুধুমাত্র ক্লাবে মদ্যপান নিয়ে প্রতিবাদই কারণ ছিল, নাকি অন্য কোনও পুরনো বিবাদ বা অপরাধমূলক যোগ রয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, ঘটনার পিছনে এলাকায় বেআইনি মাদক ব্যবসার যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং। তাঁর দাবি, গাড়ুলিয়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হেরোইন বিক্রির রমরমা রয়েছে। কেন এই বিষয়ে পুলিশ আরও কঠোর পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। যদিও তাঁর এই অভিযোগের সত্যতা এখনও পুলিশের তদন্তে প্রমাণিত হয়নি। পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। শেখরের মৃত্যুর ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, হামলার প্রকৃত কারণ কী এবং মাদক ব্যবসার অভিযোগের সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে কি না, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। ঘটনায় এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশের নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।

KHATOD INVESTMENTS & FINANCE CO LTD

CIN: L65993WB1990PLC084695

Registered Address: 1, Ramesh Mitra Road Third Floor, Kolkata - 700025

Email: khatodinv@gmail.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা,বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স...-এর ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)... **খাতোদ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোং লিমিটেড** (কোম্পানি)-এর বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-এর বিজ্ঞপ্তিতে (বিজ্ঞপ্তি) উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য সভাটি ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪.০০টায় দ্য আরিয়ানস স্কুল, ১৪৯, বি.টি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৮-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০১ ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর রেগুলেশন ৩৬ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (তৎসহ বর্তমানে বলব আইনি সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন)-এর বিধান অনুযায়ী, ৩৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত পদ্ধতিতে সকল শেয়ারহোল্ডারের কাছে পাঠানো হয়েছে। উল্লিখিত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.khatodinv.com, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL)-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর ওয়েবসাইটেও (যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত) পাওয়া যাচ্ছে।কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা এবং সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (তৎসহ বর্তমানে বলব আইনি সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন)-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ আলোচিতব্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ’রিমোট ই-ভোটিং’-এর সুবিধা প্রদান করছে।

এই রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সোমবার সকাল ৯০ূ০টায় (ক্ষ্ক্ষ) শুরু হবে এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। ...অপরাহ্ন (আইএসটি)। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে আর রিমোট ই-ভোটিং-এর সুযোগ থাকবে না। এই সময়কালে, ’কাট-অফ তারিখ’ বা ’রেকর্ড তারিখ’ (অর্থাৎ ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬)-এ কোম্পানির শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং-এর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হয়েছেন এবং ’কাট-অফ তারিখ’ (অর্থাৎ ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬)-এ শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ’ইউজার আইডি’ (User ID) ও ’পাসওয়ার্ড’ (Password) চেয়ে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কোনো ব্যক্তি যদি ’কাট-অফ তারিখ’-এর আগেই কোম্পানির সদস্যপদ হারিয়ে থাকেন এবং এই বিজ্ঞপ্তিটি পেয়ে থাকেন, তবে তিনি এটিকে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য গণ্য করবেন। সভায় উপস্থিত যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাদের জন্য কোম্পানি এজিএম (AGM)-এ পোলিং পেপার বা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করছে। তবে, যেসব সদস্য এজিএম-এর আগেই রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারলেও পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

যদি কোনো সদস্য উভয় পদ্ধতিতেই (অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ পোলিং পেপারের মাধ্যমে) ভোট দেন, তবে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটটিই গ্রাহ্য হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে দেওয়া ভোটটি বাতিল বলে গণ্য হবে। রিমোট ই-ভোটিং এবং ব্যালট-এর মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মিস পূজা বাছাওয়াত (ACS52835)-কে ’স্ক্রুটিনাইজার’ (যাচাইকারী) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এজিএম (AGM)-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে... ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিষয়ে, আপনি www.evotingindia.com-এর ’হেল্প’ (help) বিভাগে উপলব্ধ ’সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী’ (FAQs) ও ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ই-মেইল করতে পারেন।

খাতোদ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোং লিমিটেড-এর পক্ষে

কৃষ্ণ গোপাল হালদার

সিএফও

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ২৪শে আগস্ট, ২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ ভাদ্র, ১৪৩৩

স্বাধীনতা সংগ্রামী কামা

১৯০৭ সালের ২২ আগস্ট জার্মানির স্টুটগার্ট। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের মঞ্চে হঠাৎ উঠে এল একটি ভারতীয় পতাকা। পতাকা হাতে এক পারসি নারী; ভিকাজি কামা। তাঁর এই দৃশ্য শুধু প্রতীকী ছিল না, এর পিছনে ছিল দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম। বোম্বেতে জন্ম নেওয়া এই নারী প্রথমে প্লেগ আক্রান্ত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। পরে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে গিয়ে দাদাভাই নওরোজি, শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হন। প্যারিসে বসে তিনি বিপ্লবীদের সংগঠিত করেছেন, সংবাদপত্র প্রকাশে সাহায্য করেছেন এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের নজরদারি, নির্বাসন এবং দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতাও তাঁকে থামাতে পারেনি। প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় বিদেশে কাটানোর পর ১৯৩৫ সালে তিনি ভারতে ফেরেন। আজ তাঁর নাম হয়তো অনেকের কাছে শুধু একটি পতাকার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু তাঁর অবদান ছিল তার চেয়েও অনেক বিস্তৃত; সংগঠন, সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক প্রচার এবং ব্যক্তিগত ত্যাগের এক দীর্ঘ ইতিহাস। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে কিছু নাম শুধু একটি ঘটনার জন্য মনে রাখা হয়। ভিকাজি রুস্তম কামা তাঁদের মধ্যে নন। ১৯০৭ সালের ২২ আগস্ট জার্মানির স্টুটগার্টে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের মঞ্চে একটি ভারতীয় পতাকা তুলে তিনি যে বার্তা দিয়েছিলেন, তার পিছনে ছিল প্রায় দুই দশকের সমাজসেবা, রাজনৈতিক প্রচার, বিপ্লবীদের সংগঠিত করা এবং বিদেশের মাটিতে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার দীর্ঘ ইতিহাস। ১৮৬১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বোম্বের এক সচ্ছল পারসি পরিবারে ভিকাজির জন্ম। ছোটবেলা থেকেই ভাষা ও পড়াশোনায় তাঁর আগ্রহ ছিল। ১৮৮৫ সালে রুস্তমজি কামার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর সক্রিয়তা এবং দাম্পত্য মতপার্থক্যের কারণে তিনি ধীরে ধীরে নিজের পথ বেছে নেন। ১৮৯৬ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে দুর্ভিক্ষের পর বুবোনিক প্লেগ ছড়িয়ে পড়লে তিনি আক্রান্ত মানুষের সেবায় যোগ দেন। রোগীদের পরিচর্যা ও টিকাদানের কাজে যুক্ত থাকতে গিয়ে নিজেও প্লেগে আক্রান্ত হন, যদিও পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য তিনি ব্রিটেনে যান। লন্ডনে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায় দাদাভাই নওরোজির সঙ্গে পরিচয়ের পর। নওরোজির চিন্তাধারা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং তিনি ভারতীয় স্বরাজের পক্ষে সক্রিয় প্রচারে যুক্ত হন। শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ও লালা হরদয়ালের মতো জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ তৈরি হয়। ইংল্যান্ডে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে তিনি স্বরাজের পক্ষে পুস্তিকা ছড়াতে শুরু করেন এবং পরে আমেরিকাতেও বক্তৃতা দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেন। ১৯০৫ সালে তিনি প্যারিসে চলে যান। সেখানে সরদারসিংহ রানা ও মুঞ্চেরশাহ বুর জোরজি গোদরেজের সঙ্গে মিলে প্যারিস ইন্ডিয়ান সোসাইটি গড়ে তোলেন। এই সংগঠন দ্রুত বিদেশে থাকা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ভিকাজির প্যারিসের বাড়িও বিপ্লবীদের যোগাযোগ ও আশ্রয়ের জায়গা হয়ে উঠেছিল। ১৯০৯ সালে লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের উপর ব্রিটিশ দমন শুরু হলে প্যারিসের এই নেটওয়ার্ক পালিয়ে আসা বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিল। ভিকাজির আরেকটি বড় অস্ত্র ছিল সংবাদপত্র। প্যারিস থেকে তিনি 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশে যুক্ত হন।

শিক্ষক অশীন দাশগুপ্ত

২২ অগাস্ট ১৯৩২। জন্ম অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্তের। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ, ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী এবং জনপরিসরের এক গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হিসেবে তিনি আমাদের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে আজও স্মরণীয়। তাঁর গবেষণামূলক জ্ঞানচর্চার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল পনেরো থেকে আঠারো শতকের ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিবরণ ও বিশ্লেষণ। তাঁর একনিষ্ঠ গবেষণার ফলেই সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় ভারত মহাসাগরের ইতিহাস একটি প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁর প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের অনুপ্রেরণায় ভিন্ন দৃষ্টির এই ইতিহাসচর্চা অশীন দাশগুপ্ত শুরু করেন ১৯৫০-এর দশকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর প্রথম বই, Malabar in Asian Trade, ১৭৪০,১৮০০, প্রকাশিত হয় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দ্বিতীয় বই, Indian Merchants and the Decline of Surat– ১৭০০,১৭৫০, প্রকাশিত হয় জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পেশাদারি ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, দেশকাল ও সমকালীন নানা প্রসঙ্গ নিয়েও তিনি নিয়মিত লিখেছেন। তাঁর লেখালেখি যেমন ছিল গবেষণানির্ভর, তেমনই ছিল সাধারণ পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের আশ্চর্য ক্ষমতা। শুধু দলিল বা তথ্য সংগ্রহে তাঁর অনুসন্ধান থেমে থাকত না; তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি অতীতের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনকে বোঝার চেষ্টা ছিল তাঁর ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অতীত যে সবসময় সম্পূর্ণ স্পষ্ট বা সহজে ধরা দেয় না, সেই সংশয় ও জটিলতাকেও তিনি তাঁর ভাবনার মধ্যে জায়গা দিতেন। কোনও বাহুল্য বা অলংকারের আশ্রয় না নিয়েও তাঁর লেখার মধ্যে থাকত গভীরতা, সূক্ষ্মতা এবং চিন্তার বহুমাত্রিক স্তর। তাঁর সংযত মেদহীন অথচ তীক্ষ্ণ লেখনভঙ্গিই তাঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। অশীন দাশগুপ্তের জন্মদিনে তাই একটি বিশেষ আনন্দের খবর ভাগ করে নিতে চাই। দীর্ঘদিন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর অগ্রন্থিত লেখাগুলি এবার একত্রে পাঠকের হাতে পৌঁছবে। তাঁর চিন্তা, মনন ও লেখকসত্তার আরও পরিসর আসবে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

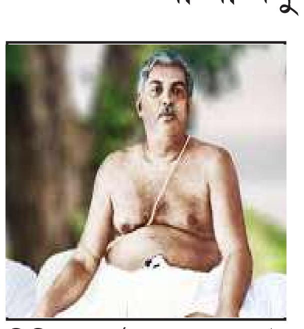

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন, কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

প্রথম শহিদ কি প্রফুল্ল চক্রবর্তী ?

রবীন্দ্রকুমার শীল

তৃতীয় পর্ব

প্রফুল্ল দেহকে ঘিরে সবাই বনের ফুল দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল। পরে খানিকটা মাটি নিয়ে এসে দেহের ওপরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উল্লাসকর দত্তের ক্ষতবিক্ষত দেহকে কাপড়ে জড়িয়ে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। কলকাতার কোন হাসপতালে দেওয়া যাবে না। গোপনে তাঁর সেবা শুশ্রুষা করতে হবে। ডাক্তারের খুবই প্রয়োজন।

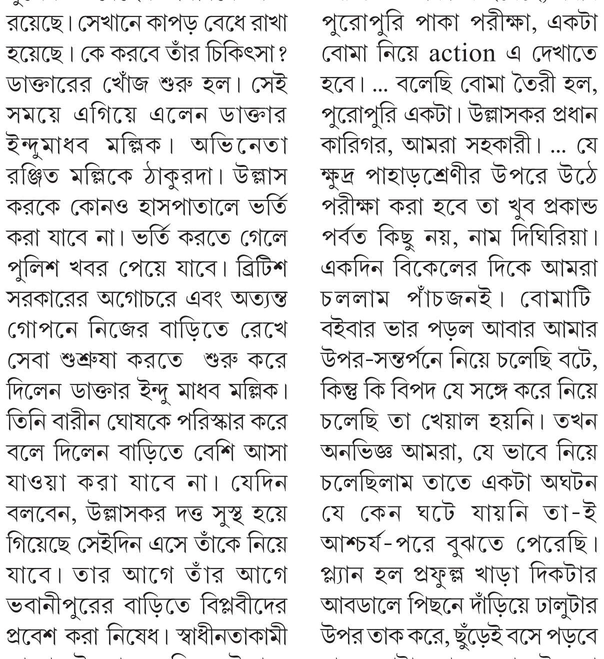

বহু স্থানে ক্ষত এবং পুড়ে গিয়েছে। মুখের ও দেহের চারদিকে ক্ষত রয়েছে। সেখানে কাপড় বেধে রাখা হয়েছে। কে করবে তাঁর চিকিৎসা? ডাক্তারের খোঁজ শুরু হল। সেই সময়ে এগিয়ে এলেন ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক। অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকে ঠাকুরদা। উল্লাসকরকে কোনও হাসপাতালে ভর্তি করা যাবে না। ভর্তি করতে গেলে পুলিশ খবর পেয়ে যাবে। ব্রিটিশ সরকারের অগোচরে এবং অত্যন্ত গোপনে নিজের বাড়িতে রেখে সেবা শুশ্রুষা করতে শুরু করে দিলেন ডাক্তার ইন্দু মাধব মল্লিক। তিনি বারীন ঘোষকে পরিস্কার করে বলে দিলেন বাড়িতে বেশি আসা যাওয়া করা যাবে না। যেদিন বলবেন, উল্লাসকর দত্ত সুস্থ হয়ে গিয়েছে সেইদিন এসে তাঁকে নিয়ে যাবে। তার আগে তাঁর আগে ভবানীপুরের বাড়িতে বিপ্লবীদের প্রবেশ করা নিষেধ। স্বাধীনতাকামী ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এইভাবে বিপ্লবীদের পাশে এসে দাঁড়ান। রাজা সুবোধ মল্লিক সেই সময়ে ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিকের নাম স্মরণ করেছিলেন। তিনিই ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিককে রাজি করিয়েছিলেন গুরুতর আহত উল্লাসকর দত্তকে চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলার জন্য। প্রায় একটি মাস গেলে গিয়েছিল উল্লাসকর দত্তের সুস্থ হতে।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিপ্লবী নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর রচিত 'স্মৃতির পাতা' বইটিতে লিখেছেন, " কাল -১৯০৭ সালের শেষ এবং ১৯০৮-এর আরম্ভ। আমার বয়স ১৭/১৮- কলেজী জীবনে ইস্তফা দিয়েছি। পাত্র-(১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (২) উল্লাসকর দত্ত (৩) প্রফুল্ল চক্রবর্তী, (৪) বিভূতিভূষণ সরকার (৫) নলিনীকান্ত গুপ্ত। কর্ম হল- বোমা তৈরী। এযাবৎ কেবল প্রাথমিক অনুসন্ধান গবেষণা প্রচেষ্টা চলছিল। এখন উল্লাসকর বললেন, Eureka - সব ঠিক হয়েছে, এবার পুরোপুরি পাকা পরীক্ষা, একটা বোমা নিয়ে action এ দেখাতে হবে। ... বলেছি বোমা তৈরী হল, পুরোপুরি একটা। উল্লাসকর প্রধান কারিগর, আমরা সহকারী। ... যে ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণীর উপরে উঠে পরীক্ষা করা হবে তা খুব প্রকান্ড পর্বত কিছু নয়, নাম দিঘিরিয়া। একদিন বিকেলের দিকে আমরা চললাম পাঁচজনই। বোমাটি বইবার ভার পড়ল আবার আমার উপর-সন্তর্পনে নিয়ে চলেছি বটে, কিন্তু কি বিপদ যে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি তা খেয়াল হয়নি। তখন অনভিজ্ঞ আমরা, যে ভাবে নিয়ে চলেছিলাম তাতে একটা অঘটন যে কেন ঘটে যায়নি তা-ই আশ্চর্য-পরে বুঝতে পেরেছি। প্ল্যান হল প্রফুল্ল খাড়া দিকটার আবডালে পিছনে দাঁড়িয়ে ঢালুটার উপর তাক করে, ছুঁড়েই বসে পড়বে যাতে ফাটার পরে কোন টুকরো গায়ে না লাগে। বোমা তো ফাটবে ঢালুর গায়ে পাথরের উপর পড়লে- ঘর্ষণের ফলে। উল্লাস থাকবে প্রফুল্লর পাশে সব পর্যবেক্ষণ করবার জন্য- আর ছোড়বামাত্র দুজনেই ডুব দেবে পাথরটার পিছনে। আমি রইলাম একটু দূরে একটা গাছের উপরে যাতে সব দৃশ্যটা আমার নজরে থাকে। বারীনদা ও বিভূতি এদিক ওদিক স্থান গ্রহণ করলেন।

অপেক্ষা করছি- আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি পাথরটার দিকে-হঠাৎ দেখি সেখনে একটা আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠল- খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে কি বিকট আওয়াজ। ...এমন আওয়াজ শুনিনি কখনো আর। আমি তো পুলকিত উল্ল সিত, সহর্ষে গাছ থেকে নেমে দৌড়ে উপস্থিত হলাম ঘটনাস্থলে- সাক্‌সেসফুল, সাক্‌সেসফুল, সাক্‌সেসফুল বলতে বলতে। কিন্তু একি? একি বীভৎস দৃশ্য? প্রফুল্লর দেহ এলিয়ে পড়েছে উল্লাসের বুকের উপরে, উল্লাস দু হাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। আস্তে আস্তে শুইয়ে রাখা হল-দেখা গেল কপালের একটা পাশ চৌচির, তার ভিতর খানিকটা ঘিলু বের হয়ে পড়েছে- চোখে দেখা যায় না। আমরা বসে পড়লাম চার পাশে-সব চুপচাপ। বারীনদা বললেন- সব শেষ, কোন আশা নেই। নিঃসাড় নিস্পন্দ দেহ। চক্ষু নিমীলিত- প্রশান্ত মুখমণ্ডল।...বারীনদা বল লেন, "কিছু করবার দরকার নেই- ওভাবেই রেখে চলে যাওয়া যাক। এটা যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রথম সৈনিক তার দেহ দান করল- আমাদের এই প্রথম casualty। এতক্ষণ সকলের দৃষ্টি মৃতের উপর নিবদ্ধ ছিল, হঠাৎ কে বলে উঠল, উল্লাসও তো আহত- তার জামায় কাপড়ে শত ছিদ্র এবং রক্তের দাগ সব জায়গায়। কাপড়-চোপড় খুলে যথাসম্ভব দেখা হল। বারীন বললেন, " একে এখন দেখা একান্ত প্রয়োজন। যে গিয়েছে সে গিয়েছে- একন একে বাঁচানোর দরকার, সুতরাং তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। মৃতের দেহ নিয়ে কি করা যাবে, তা বিবেচনা করবার সময় নেই। আজই ফিরতে হবে কলকাতায়, ডাক্তার দেখানোর জন্য।" আমাদের বিপ্লবীদের বিশেষ একজন ডাক্তার ছিলেন- নাম করা বিখ্যাত ইন্দুমাধব মল্লিক। .. বারীনদা ও উল্লাস সেই রাত্রিতেই কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন।" ('স্মৃতির পাতা', নলিনীকান্ত গুপ্ত, পৃষ্ঠা-৩৩ -৩৭)

চক্রবর্তীকে নিয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা করার সম্ভব হচ্ছে না তার একটি মাত্র কারণ তাঁর পারিবারিক তথ্য পাওয়া দুস্কর হয়ে পড়েছে। তাঁর উপরে যেভাবে তিনি শহিদ হয়েছেন তা কিন্তু সবার অগোচরে। কেউ জানতে পারেনি যে প্রফুল্ল চক্রবর্তী কীভাবে মারা গিয়েছিলেন। এই নিয়ে বারীন ঘোষ কাউকে কোনও কিছু বলতেন না। বোমা পরীক্ষার সময়ে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মুখ থেকেও কোনও কথা প্রকাশ পায়নি। ফলে অল্প সময়ে মধ্যে বিপ্লবী দলের সদস্যরা প্রফুল্ল চক্রর্তীকে ভুলে গিয়েছিল। তবে বোমা পরীক্ষা হয়েছিল একেবারে যুগান্তর বিপ্লবী সমিতির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে যখন 'যুগান্তর' (১৯০৬) পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে জাতীয় জাগরণের পাশাপাশি অস্ত্র জোগাড়ের ওপরে জোর দিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন অর্থের। সেই অর্থ কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা ডাকাতি করে অর্থ জোগাড় করার বিরোধী ছিলেন। তিনি গুপ্ত সমিতির ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করাকে সমর্থন করেননি। এমনকী তিনি তখন বন্দুক বোমা ব্যবহার করার ওপরে আপত্তি করতে থাকেন। তিনি বারবার গুপ্তসমিতির নেতাদের বোঝাতে থাকেন যে এখনও সশস্ত্র সংগ্রাম করার সময় আসেনি। কিন্তু বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, ... বিপ্লবী দলের সদস্যরা অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তারা দ্রুত সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ভাবতে থাকেন। বিপ্লবী অরবিন্দও এত দ্রুত সশস্ত্র সংগ্রাম করার পক্ষে ছিলেন না। তিনিও ভগিনী নিবেদিতাকে সমর্থন করতে থাকেন। কিন্তু বারীন ঘোষ, নলিনী কান্ত গুপ্ত, বিভূতি ভূষণ সরকার মতো সিনিয়র সদস্যরা অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তার একটি মাত্র কারণ গুপ্তসমিতির সদস্যরা যখনও কোনও আলোচনা সভা থেকে শুরু করে লাঠি ও ছুরি খেলা প্রদর্শনীর আয়োজন করতো তাতে নিষেধাজ্ঞা এসে উপস্থিত হতো সরকারের কাছ থেকে। এমনকী যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশের উপরেও ছিল সরকারের কড়া নজর। চন্দননগর গুপ্তসমিতির ওপরে বিশেষ নজর রাখতেন সেখানকার ফরাসি মেয়র তার্দিভেল। তিনি আবার সভা সমিতি করার পক্ষে সায় দিতেন না। ফলে বহু গুপ্তসমিতির বহু সভা পণ্ড হয়ে গিয়েছিল সেখানকার পুলিশের কড়া নজর দারির ফলে। চন্দন নগরের ফরাসি প্রশাসন কোনও সময়ে ব্রিটিশ সরকারকে চটিয়ে কোনও কাজ করতো না। গোপনে ফরাসি সরকার বিপ্লবীদের সাহায্য করতো। চন্দননগরে বহু বিপ্লবীরা গা ঢাকা দিয়ে থাকতেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার থেকে কোনও লোককে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার আদেশ আসলে ফরাসি প্রশাসক সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে কলকাতার পুলিশে তাঁকে ধরিয়ে দিত। ফলে চন্দননগরের ফরাসি প্রশাসকের ওপরে রাগ ছিল বিপ্লবীদের। তবে কে প্রথম শহিদ তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যদিও ক্ষুদিরামকে প্রথম শহিদ বলা হয়।

বাংলার সংস্কৃত জীবনের মন্ত্রদাতা ছিলেন হরপ্রসাদ

শঙ্করলাল কর্মকার

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি। যে কোনো বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় হাতে নিয়েছেন, তাকে সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না। বিদ্যার সংগ্রহ অধ্যবসায়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ করে তোলা ধী-শক্তির কাজ। এই জিনিষটি বড়ো বিরল।

সেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অতি মূল্যবান একটি অভিভাষণকে ইতিহাস খুঁড়ে তুলে এনেছেন আমাদের বন্ধু রাজীব চক্রবর্তী। সম্প্রতি তাঁর সম্পাদনায় সূত্রধর থেকে প্রকাশিত হয়েছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'সংস্কৃত বাংলার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী' গ্রন্থটি। এর দীর্ঘ ভূমিকায় রাজীব খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন যে আজকাল বাঙালি অস্মিতার কথা খুব আলোচনা হচ্ছে চারিদিকে। বাঙালি হিসেবে আমরা প্রতিবাদ-প্রতিরোধে মুখর হচ্ছি বাঙালি জাতির যেকোনও রকম হেনস্তার প্রতিক্রিয়ায়। কিন্তু একটা ভাষাগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন যে ভাষা, আমাদের শিক্ষায়, ব্যবহারে, উপযোগিতার প্রশ্নে আমরা কি সে ভাষার শিক্ষা এবং উত্তরাধিকারকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক নির্মোহতায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি? পারছি কি আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠন এবং চর্চাকে বিশ্বতোমুখী করতে? নাকি অযথা অহেতুক অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যে ভাষা-সাহিত্যের এলাকাটাকে জঞ্জালে ভারাক্রান্ত করে তুলছি! এইরকম একগোছা প্রশ্ন আজ থেকে ১১১ বছর আগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তুলেছিলেন অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন-এর সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সেই অভিভাষণের আলাদা পাঠ মিলিয়ে তাকে যথার্থ চেহারায় আমাদের সামনে হাজির করেছেন রাজীব। তবে, শুধু এই অভিভাষণ নয়, তারও তেত্রিশ বছর আগে ১৮৮১ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরই নূতন কথা গড়া নামের একটি প্রবন্ধ এর সঙ্গে সংযোজনী হিসেবে রয়েছে এই গ্রন্থে।

আজকাল অনেক সম্পাদনার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রাশি রাশি অপ্রয়োজনীয় টীকা যোগ করে, অকারণ কলেবর বাড়ানো হয় বইয়ের। কিন্তু রাজীব স্পষ্টভাবেই তার বিরোধী। তাই এ বইয়ের ভূমিকায় তিনি লেখেনও যে টীকা তৈরির ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য রেখেছি একালের পাঠক যাতে সহজে হরপ্রসাদের বক্তব্যকে বুঝতে পারেন, সেদিকে। তাই আমাদের বিবেচনায় যেকটি প্রসঙ্গে টীকা প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে শুধু সেকটিই দিয়েছি, 'রবীন্দ্রনাথ', 'বঙ্কিমচন্দ্র', বঙ্গদর্শন, 'বুদ্ধদেব', 'পাণিনি' ইত্যাদির মতো অহেতুক টীকা জুড়ে বইয়ের কলেবর বাড়ানো অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে আমাদের। পাঠকের পাঠস্বাচ্ছন্দ্য যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বইয়ের মূল পাঠে আমরা কোনও টীকা, পাদটীকা বা বাড়তি মন্তব্য যোগ করিনি দুটি ক্ষেত্র ছাড়া। এই বইয়ের উৎসর্গটিও অভিনব। শতবর্ষীয় তরুণ ওডিবিএল-কে। আসলে শুধু তো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নয়, ভাষাতত্ত্বের এক নিবিড় ছাত্র হিসেবে, বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন হয়েছে যাঁদের যাঁদের কাজে, তাঁদের সকলের কাজের বিষয়েই উন্মুখতা আছে রাজীবের। ফলে ওই সূত্রধর থেকেই আরেকটি গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন রাজীব ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় নামে গৌরঙ্গ গোপাল সেনগুপ্তর লেখা অতি সুখপাঠ্য একটি জীবনী। এই লেখাটি একসময়ে আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত সমকালীন পত্রিকায় (২৭ বর্ষ, মাঘ ১৩৮৬) প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটির সম্পাদনা প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন যে, গৌরাঙ্গবাবুর লেখায় কোনও ধরনের পরিবর্তন করা হয়নি, যে কয়েকটি জায়গায় তথ্যের অপ্রতুলতা বা ভ্রান্তি আছে সেসব জায়গায় সম্পাদকীয় টীকা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। লেখার শেষে সুনীতি কুমারের যে বই এবং প্রবন্ধের তালিকা রয়েছে, পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠে সেখানে প্রচুর ভ্রান্তি ছিল- সেটি আদ্যন্ত সংশোধন করা হয়েছে। সুনীতিকুমারের জীবনীর সঙ্গে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ও অগ্রন্থিত লেখার এই সুদীর্ঘ বিস্তারিত তালিকাটি এই বইয়ের বিরাট এক সম্পদ। এরপরেও সুনীতিবাবুকে নিয়ে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন রাজীব। আমরা তাঁর এই যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে আছি আরও নতুন নানা মণিমাণিক্য পাওয়ার আশায়। ইতিহাস খুঁড়ে দেখলে যে শুধু রাশি রাশি দুঃখের খনিই মেলে, এমন নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস খুঁড়ে দেখলে যে রাশি রাশি মুক্তো আর মণিও পাওয়া যায়, তা প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন রাজীব।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম একন কজনই বা জানেন ! ভাবতে অবাক লাগে যে বাঙালিরা সব কি ভুলে গেছে?

মঞ্চ জগতে নতুন চেতনায় শম্ভু মিত্র

ডঃ সুবীর মুখোপাধ্যায়

নাট্যকার শম্ভু মিত্র(১৯২৫-১৯৯৭) তাঁর প্রিয় রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাননি কখনও। সত্যের সন্ধানে শম্ভু মিত্র সারা জীবন পাড়ি দিয়েছিলেন।

তার চোখে স্বপ্ন ছিল সাগরের মত। আর সেই সাগরে নৌকোর নাম ছিল 'বহুরূপী'। তাইতো সব সৃজন শীলতা রেখে তিনি চলে গিয়ে ছিলেন নীরবে নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে কাউকে কিছু না জানিয়ে। তেমনি ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করে ছিলেন মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পূর্বে তাঁর 'ইচ্ছাপত্র' -এ প্রিয় কন্যার কাছে। বলেছিলেন, একাধিকবার, আমাকে নিরবে যেতে দিও।

১৯৯৭ সালের ১৮ই মে রাত ২টো বেজে১৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাংলা তথা ভারত বর্ষের নাট্য জগতের নক্ষত্র নির্দেশক ও অভিনেতা শম্ভু মিত্র। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কন্যা শাঁওলী মিত্র নশ্বর দেহ নিয়ে যায় সিরিটি শ্মশানে। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে তার দেহ বিলীন হবার পর ঘরে ফিরে এসে কন্যা সকলকে জানিয়ে ছিলেন মৃত্যু সংবাদ। শ্মশানের এক কর্মচারী মৃতদেহটির মুখ দেখে চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইনি কি সেই শম্ভু মিত্র? অভিনেতা শম্ভু মিত্র? উত্তর আসেনি কিছুই। শুধু নীরবতা। উত্তর আসার কথাও ছিল না, কারণ স্বয়ং শম্ভু মিত্র শেষ ইচ্ছাপত্র লিখে গিয়েছিলেন,আমি সামান্য মানুষ, জীবনে অনেক কিছু এড়িয়ে চলেছি, তাই মরবার পরেও আমার দেহটা যেন তেমনি নীরবে, একটু ভদ্রতার সাথে, সামান্য বেশে, বেশ একটু নির্লিপ্তির সঙ্গে পুড়ে যেতে পারে। এ তো তার জীবনের শেষ অধ্যায়ের কথা। তার আগে নাটক আর থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে কত গল্প রয়ে গেছে মিনার্ভা, রংমহল, নাট্য নিকেতন, গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী ঘিরে।

শম্ভু মিত্রের জন্ম ১৯১৫ সালের ২২ শে আগস্ট, কলকাতার ডোভার রোডে। বাবা শরৎকুমার মিত্র, মা শতদলবাসিনি দেবী। তিন ভাই আর পাঁচ বোনের সংসার। এক বোন শৈশবেই মারা যান। শম্ভু মিত্রের পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলি জেলার কলাছড়া গ্রামে। শরৎকুমারের পূর্বপুরুষ ছিলেন হুগলি জেলার চন্ডীতলার কলাছড়া গ্রামে জমিদার মিত্ররা। যা এখনও কলা ছড়ায় মিত্র বাড়ি বা অপভ্রংশে মিত্তির বাড়ি বলে পরিচিত। যদিও শরৎকুমারের সাথে জমিদারির কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি তখনকার দিনে ছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একজন গ্রন্থাগারিক। অবসর গ্রহণের পর হয়েছিলেন উত্তর প্রদেশ এর লখনৌ এবং এলাহাবাদ বাসি। মা শতদলবাসিনী ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার আদিনাথ বসুর কন্যা।তথ্যানুসন্ধানে শতদলবাসিনি দেবীর বিবাহের দিন হবু বরের অকাল মৃত্যুতে পিতার আদেশে শতদলবাসিনি শরৎকুমারকে বিবাহ করেন। মেয়ে এবং জামাই এর বসবাসের জন্য ডোবার রোডে একটি বাড়ি যৌতুক দিয়েছিলেন ডাক্তার আদিনাথ বসু। সেই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন শম্ভু মিত্র। শম্ভু মিত্রের মা এর অকাল প্রয়াণ হলেও তিনি ছিলেন পুত্র শম্ভু মিত্রের কাছে আদর্শ। মাতৃভক্ত শম্ভু মিত্রের জীবনে মায়ের প্রভাব এতটাই ছিল যে, কোনদিন সরল পথ থেকে বাঁকা পথে তিনি হাঁটতে শেখেন নি। মা ছিল তাঁর কাছে জীবনের ধ্রুবতারা। মায়ের প্রসঙ্গ এলেই তিনি বলতেন, মা আকাশ থেকে সব দেখছেন।

১৯৩১ সালে শম্ভু মিত্র প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করলেন। পাস করার পরে বাবা তাকে উপহার দিলেন একটি ফাউন্টেন পেন সাথে কালির দোয়াত। পরবর্তীকালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেও পড়াশোনা আর এগোয়নি। বাবার সাথে দুই ভাই চলে যান উত্তর প্রদেশ। এখানে প্রথমে লাখনৌ, পরে এলাহাবাদ। আর এলাহাবাদে এসেই শুরু হয় শম্ভু মিত্রের দিনরাত লাইব্রেরীতে পড়াশোনা আর নাট্য চর্চা।

১৯৩৭ সালে ফিরে এলেন কলকাতায়। বসবাস শুরু করলেন জ্যোতিনাথ ঘোষ প্রিয় জ্যোতি দাদার ল্যান্সডাউনের বাড়িতে। জ্যোতি দাদার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন। এই বাড়িই তাকে ধীরে ধীরে পরিণত করলো নাট্যকার শম্ভু মিত্র নামে। ১৯৩৯ সালে রংমহল থিয়েটারে শুরু হল তাঁর যাত্রা। দেখা পেলেন গুরু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সাথে। যাকে তিনি ডাকতেন মহর্ষি বলে। পরম স্নেহে মহর্ষি কাছে টেনে নিয়ে ছিলেন শম্ভু মিত্রকে। তাঁদের এই গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অটুট ছিল সারা জীবন। রংমহল বন্ধ হয়ে যেতে শম্ভু মিত্র যোগদান করলেন মিনার্ভা থিয়েটারে। জয়ন্তী নাটকে পেলেন বড় চরিত্র। কিন্তু এখান থেকেও কিছুদিন পরে বেরিয়ে আসতে হল। কারণটা ছিল নাট্যগুরু মহর্ষিকে অপমান। এলের নাট্য নিকেতনে। সেখানে তখন চলছে তারাশংকরের কালিন্দী নাটকে শম্ভু মিত্র পেলেন মিস্টার মুখার্জীর চরিত্র। নাট্য নিকেতন উঠে গেল। নতুন নামে প্রখ্যাত নাট্যকার শিশির ভাদুড়ীর নেতৃত্বে নাম হল শ্রীরঙ্গম। মহর্ষির হাত ধরে পরিচয় হল শিশির ভাদুড়ীর সাথে শম্ভু মিত্রের। অবাক চোখে শম্ভু মিত্র দেখতেন শিশির ভাদুড়ের অভিনয়। সেখানেও বেশি দিন পথ চলা হল না। আরো দু-একটা থিয়েটার ঘুরে ক্রমশ অস্থির শম্ভু মিত্র। শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ। অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট এসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হলেন শম্ভু মিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে যখন কলকাতা জনমানব শূন্য তখন চরম একাকিত্বে তিনি লিখলেন তার প্রথম নাটক উলুখাগড়া। বাম মতবাদে বিশ্বাসী মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় জন্ম নিল গণনাট্য সংঘ। যোগ দিলেন শম্ভু মিত্র। ১৯৪২ ৪৩ এ বিনয় ঘোষের ল্যাবরেটরি, বিজন ভট্টাচার্যের আগুন মঞ্চস্থ হল। তারপর জবানবন্দি ও বিখ্যাত নবান্ন। নবান্ন এর পরিচালক ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র। এই নাটক বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক নতুন নাট্যধারার জন্ম দিয়েছিল শম্ভু মিত্রের সার্থক নাট্য চিন্তার মধ্যে দিয়ে। সেই সময় লোকের মুখে মুখে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীর গলি লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

বিজন ভট্টাচার্যের আগুন নাটকে সদ্য আলাপ হয়েছে তৃপ্তি ভাদুরীর সাথে। জবানবন্দি নাটকের হিন্দি অনুবাদ 'ধরতি কা লাল' পরিচালনা এবং অভিনয় করার জন্য দুজনে পাড়ি দেন মুম্বাই এ। সেখানে খাজা আহমদ আব্বাসের বাড়িতে দুজনে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। আব্বাস সাহেবের বাড়ির নাম ছিল 'সমুদ্র তরঙ্গ'। অনেক কমিউনিস্ট পার্টির নেতা উপস্থিত ছিলেন এই বিয়ের অনুষ্ঠানে।

১৯৪৮ সালে গণনাট্য এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন শম্ভু মিত্র। সাথে বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সহ অনেকে। তবুও বামপন্থার প্রতি বিশ্বাস থেকে তাঁরা বিচ্যুত হলেন না। ১৯৪৯ সালে জন্ম নিলে নতুন নাট্য সংস্থা 'বহুরূপী'। নামকরণ করলেন মহর্ষি। প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হল নবান্ন। নাসিরুদ্দিন রোডের ফ্ল্যাটে একদিকে দুজনের সংসার, অন্য দিকে ওখানেই বহুরূপী নাট্য সংস্থার রিহাসাল। প্রচন্ড দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল দুজনের স্বপ্ন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস 'চার অধ্যায়'কে নাট্যরূপ দিলেন শম্ভু মিত্র। তুমুল আলোড়ন উঠল। নকশাল পন্থী নাট্যকার অভিনেতা অমল রায় বলেছিলেন, প্রত্যেকবার দেখার সময় আমি মনে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে হলে ঢুকতাম, কিন্তু বেরিয়ে আসতাম বুকের মধ্যে কাউকে না বলতে পারা এক আশ্চর্য যন্ত্রণা নিয়ে। তারপর 'রক্তকরবী' । বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তৎকালীন সময় প্রথম দুটি উপস্থাপনার পর নাটকটি বন্ধ করে দিয়েছিল। নতুনভাবে শম্ভু মিত্র আলোকপাত করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিকে। বিসর্জন, ডাকঘর, একের পর এক রবীন্দ্র সৃষ্টিকে মঞ্চস্থ করলেন।

শম্ভু মিত্র যখন ডাকঘর নাটকে ফকিরের ভূমিকায় তখন এই নাটকে অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন চৈতি ঘোষাল। কথা প্রসঙ্গে তাকে শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, ভালো কাজ করতে গেলে আগে একজন ভালো মানুষ হওয়া দরকার। বহুরূপীতে তার শেষ অভিনয় পুতুল খেলা নাটকে।

১৯৭৮ সালের ১৫ ই আগস্ট একাডেমিতে শম্ভু মিত্র পাঠ করেন চাঁদ বণিকের পালা। এটিকে অনেকেই তার আত্মজীবনী বলে মনে করেন। কবিগুরুর মতো তিনিও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি কখনো। উদাত্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন 'প্রস্তুত সবাই? হৈ-ঈ-ঈ-য়াঃ। কত বাঁও জল দেখ। তল নাই? পাড়ি দেও, এই আঁধারে চম্পক নগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে। পাড়ি দেও,পাড়ি দেও।'

সত্যের সন্ধানে সারা জীবন এভাবেই পাড়ি দিয়েছেন শম্ভু মিত্র। একটার পর একটা নৌকো থেকে আরেকটা নৌকায় পাড়ি দিতে দিতে তিনি 'বহুরূপী'র সাগরে নাট্য সাধনার পূর্ণতায় পৌঁছেছিলেন। তবুও অভিমান, কত কিছু বাকি রয়ে গেল। অপূর্ণ থেকে গেল জাতীয় নাট্যশালা, আরো কত কিছু। শেষবার তিনি মঞ্চস্থ করেন ১৯৮০ সালের ১৮ই নভেম্বর। গ্যালিলিও গ্যালিলি নাটকে নাম ভূমিকায়। বাংলার নাট্য জগতে এক অনন্য ধারার পথপ্রদর্শক নাট্যকার অভিনেতা শম্ভু মিত্র। নীরবে তার চলে যাওয়া কেন? কেন মৃত্যুর পর হাজার হাজার প্রিয় দর্শক এবং নাট্যকর্মীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারলো না? মৃত্যুর পর তিনি কি কারো কাছে তার নশ্বর শরীর দেখাতে চান নি? ইচ্ছাপত্রে কন্যাকে দেহ দাহ করার পর সকলকে খবর দেওয়ার অভিপ্রায় লিখে গিয়েছিলেন। যাতে তার জীবন্ত সব অভিনয়গুলো প্রাণবন্ত হয়ে থাকে? নাকি অনাড়ম্বর চলে যাওয়া? সবটাই কি সাবলীল? নাকি তার মধ্যেও কোন নীরব অভিমান। এক অস্থিরতা... অপূর্ণতা আর বেদনা? এরকম হাজারো প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেছে।

তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে থেকেই আগামী প্রজন্ম হয়ত খুঁজবে উত্তর। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি এবং অভিনয়ের মাঝে। উদ্ভাসিত জীবন মঞ্চে।

সংযোজন ঃ আসলে যাঁরাই প্রকৃত ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরাই সব সময়ে নিজেদের সকলের আড়ালে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছেন। মঞ্চাভিনেতা এবং পরিচালক শম্ভু মিত্র তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি কাউকে জানান না দিয়ে চলে গেলেন মানেই সকলের কাছে নিজেকে অমরত্ব দান করে গেলেন।

গঙ্গা ভাঙনে বন্ধ স্কুল বাড়ি, শিক্ষিকাই নিজের বাড়িতে পড়াচ্ছেন কচিকাঁচাদের, কুর্নিশ জানালেন সকলে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৪ আগস্ট ঃ 'নদীর পাড়ে বাস, চিন্তা বারো মাস' সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচন্ড গ্রামের মানুষের কাছে এই

প্রবাদ যেন ধ্রুব সত্য। প্রতি বছর গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে যায় রাস্তা, বসতভিটে, চাষের জমি। ভাঙা সংসার নতুন করে গড়ার লড়াই চলে বছরভর। এবার সেই ভাঙনের গ্রাসে পড়তে চলেছে উত্তর চাচন্ড গ্রামের একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। সরেজমিনে দেখা গেল, বর্তমানে গঙ্গা থেকে ওই স্কুল ভবনের দূরত্ব মাত্র এক থেকে দুই ফুট। নদীর একেবারে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুলটি। বর্ষা শুরু হওয়ায় যে কোনও মুহূর্তে গঙ্গার গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে গোটা স্কুল বাড়িটি। আর এই আতঙ্কেই ১১০ জন শিশুর ভবিষ্যত আজ অনিশ্চিত। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নড়েচড়ে বসেছে শিক্ষা দপ্তর ও ব্লক প্রশাসন। পড়ুয়াদের সুরক্ষার কথা ভেবে স্কুল ভবন থেকে পঠন- পাঠন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকারই এক শিক্ষিকার বাড়িতে চলছে ক্লাস এবং মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরেই গঙ্গা নদীর ভাঙন মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সামশেরগঞ্জ ব্লকের শিবপুর, চাচন্ড, প্রতাপগঞ্জ, ধানঘড়া সহ একাধিক এলাকা গত কয়েক বছরে গঙ্গা নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গৃহহীন হয়ে পড়েছে কমপক্ষে এক হাজারের বেশি পরিবার। উত্তর চাচন্ড শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের এক সহায়িকা জানান, গঙ্গা নদীর একদম লাগোয়া আমাদের স্কুল। আমরা প্রতিদিন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি। যদি কোনও বাচ্চা দুর্ঘটনাবশত গঙ্গায় পড়ে যায়, বা বর্ষায় হঠাৎ ভাঙনে স্কুল বাড়ি ভেঙে পড়ে, তাহলে বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে। বাচ্চাদের সুরক্ষার কথা ভেবেই আমরা এলাকার এক দিদিমণির বাড়িতে স্কুল করার ব্যবস্থা করেছি। তিনি আরও বলেন, যদিও ১১০ জন ছাত্রছাত্রীকে একসঙ্গে এখানে পড়ানোর সুযোগ নেই, তবুও আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব পঠন-পাঠন চালু রাখার। পাশাপাশি এখানেই মিড-ডে মিলের ব্যবস্থাও করছি। সামশেরগঞ্জের বিডিও সমীরণ কৃষ্ণ মন্ডল জানান, বাচ্চাদের সুরক্ষা আমাদের প্রথম প্রাধান্য। তবে তাদের পঠন-পাঠন যাতে বন্ধ না থাকে, সেটাও দেখতে হবে। তাই সাময়িকভাবে এলাকার এক শিক্ষিকার বাড়িতেই ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন এবং মিড-ডে মিল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গঙ্গা থেকে ১-২ ফুট দূরত্বে ওই স্কুল ভবন। এখন যেভাবে গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছে, যে কোনও মুহূর্তে এই ভবন গঙ্গায় তলিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ১১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জীবন বিপদের মধ্যে থাকবে, যা কখনওই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি অতি দ্রুত গঙ্গা ভাঙন রোধ করে পুরনো স্কুলের জায়গায় বা অন্য নিরাপদ জায়গায় পঠন- পাঠন ফের শুরু করাতে। তবে প্রশাসনের এই অস্থায়ী ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ কিছু অভিভাবক। তাঁদের অভিযোগ, জায়গার অপ্রতুলতার কারণে একসঙ্গে সব ছাত্র- ছাত্রীর ক্লাস হচ্ছে না। ১১০ জন পড়ুয়ার মধ্যে মাত্র ১০ থেকে ২০ জনকে নিয়ে শিক্ষিকার ছোট বাড়িতে ক্লাস চলছে। ফলে বাকিদের পড়াশোনা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তবে অনেকে আবার ওই শিক্ষিকার ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেন, বিপদের দিনে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয়ে যায় তার জন্য শিক্ষিকা যে ভূমিকা নিয়েছেন তার জন্য কোনও প্রশংসা যথেষ্ট নয়। আনিকুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক জানান, গত প্রায় ১০ মাস ধরে এই স্কুল বন্ধ রয়েছে। এক দিদিমণির বাড়িতেই কয়েকজন বাচ্চাকে পড়ানো হচ্ছে। যেখানে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ১১০ জন, সেখানে দিদিমণির বাড়িতে ১০ - ২০টি বাচ্চা যেতে পারছে। সেখানে কোনওদিন মিড-ডে মিল দেওয়া হয়, আবার কোনওদিন হয় না। আমাদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত পুরনো স্কুল পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করুক। না হলে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।

স্পোর্টস সুইমিং প্রশিক্ষণ শিবির

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ২৪ আগস্ট ঃ ক্রীড়াভারতী, হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকের উদ্যোগে স্পোর্টস সুইমিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো ধুলাগড়ি গ্রামে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের নেশামুক্ত, ও মোবাইল এডিকশন থেকে রক্ষা করতে, সাঁতার প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এবং সাঁতারু তৈরী ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে ক্রীড়াভারতী এই উদ্যোগ গ্রহণ করে।

S. E. RAILWAY – TENDER

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফে, ডেপুটি সিইই (ইআরএস-পিওএইচ) কেজিপিডব্লিউ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আইটেমগুলির জন্যে উল্লিখিত তারিখে ১৫:০০ টার পূর্বে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:** ই-এসএল ৩০-২০২৬-২০২৭, তারিখ: ২২/০৮/২০২৬; **কাজের নাম:** ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের স্মুথিং রিয়্যাক্টর এসএল-৩০ -এর রিকন্ডিশনিং এবং রিহ্যাবিলিটেশন; **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ₹ ২,২২,৪৫,৮৯৩.১০ (১৮% জিএসটি সহ); **পরিমাণ:** ৩০টি; **বায়না মূল্য:** ₹ ৪,৪৪,৯০০.০০; **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৫/০৯/২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায়; **ওয়েবসাইট বিবরণ:** www.ireps.gov.in; আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **(PR-659)**

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com
NIT No. 03/LGP/2026-27, Memo No-127(7)/LGP/2026-27, Date-20/08/2026
Sale of Tender form 21/08/2026 to 31/08/2026. Last date of Dropping Tender Paper- 01/09/2026 (up to 1.00 PM). Opening of Tender 01/09/2026 (at 2.30 PM.).
Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

SHRIRAM Finance
শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড
পাবলিক নোটিশ
এতদ্বারা আমাদের গ্রাহক ও সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, **আসানসোল শাখা,** ঠিকানা- দ্বিতীয় তল, ৬৯, জি.টি. রোড, সনি ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং, ভাঙাপঞ্চিল, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩০৩, ২৬শে নভেম্বর, ২০২৬ তারিখ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে নতুন ঠিকানা তৃতীয় তল, প্লট নং ৭১, লক্ষ্মী নারায়ণ এভিনিউ, মুরগাসোল, আসানসোল ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের কাছে, উষাগ্রাম, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৩০৩-এ কার্যক্রম শুরু করবে।
গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় প্রয়োজনে নতুন কার্যালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
আঞ্চলিক বিজনেস হেড

আমি, মিনি খৈতান, পিতাঃ স্বর্গীয় বিমল কুমার খৈতান, ঠিকানাঃ ২৮ /১, শেক্সপিয়র সরণি, থানাঃশেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০০১৭, মাননীয় প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)-এর সম্মুখে ২২.০৭.২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হলফনামা নং ৭৫৩৫-এর মাধ্যমে এতদ্বারা সগৌরবে নিশ্চিত ও ঘোষণা করছি যে, আমি 'প্রিয়াঙ্কা খৈতান' নামেও পরিচিত। মিনি খৈতান এবং প্রিয়াঙ্কা খৈতান-উভয় নামেই আমি একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল সঞ্জয় নাগপুরিয়া, অশোক কুমার নাগপুরিয়া, পিতা- জগদীশ প্রসাদ নাগপুরিয়া ও রাকেশ আগরওয়াল পিতা- রাম নিবাস আগরওয়াল গত ইংরাজী 30.07.24, 13.09.24, 27.12.24, 03.06.26 তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-8187/24, 10008/24, 13858/24,6012/25 নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনি বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে (১) শ্রী রঞ্জিত প্রসাদ গুপ্তা, পিতা-রাম নারায়ন গুপ্তা, (২) রাম কুমার গুপ্তা, পিতা-পবিত্র গুপ্তা নিকট হইতে চকপাড়া মৌজা হাল ৬৫৪ নম্বর দাগে হাল 5316, 5317, 5319, 5318 নম্বর খতিয়ানে কমবেশী ৪৯ শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয় কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L.& L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বিগত ইংরাজী ১১.০৩.২০২৪ তারিখে জামালপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে সম্পাদিত ও প্রত্যায়িত এককেত আমমোক্তার নামা রেজিষ্টীকৃত I-821/24 নম্বর দলিল বলে ১। কল্পনা দত্ত (পিতা- করালী কিঙ্কর দত্ত) স্বামী- শৈলেন্দ্র দত্ত ২) মৌনিশ মিত্র (মাতা- অর্চনা মিত্র) পিতা- দীনবন্ধু মিত্র উভয়ের ঠিকানাঃ সাং- ঘোষপাড়া পোঃ ইছাপুর থানা- নপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা ৩। জুঁই গুহ (মাতা অর্চনা মিত্র) স্বামী - রঙ্গন কুমার গুহ সাং. ৮৫১ টাইপ ৪. পোঃ স্লিট ক্যাম্পাস, থানাঃ লংগোয়াল, জেলাঃ সাংগরুর রাজ্য পাঞ্জাব ৪) প্রবাল কুমার ঘোষ পিতা- কালি কিংকর ঘোষ ৫৬এ / ১০ ব্যানার্জী পাড়া রোড পোঃ পশ্চিম পুটীয়ারী থানাঃ হরিদেবপুর জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৫) স্নিগ্ধা রায় পিতা -কালি কিংকর ঘোষ) স্বামী- সুদীপ্ত রায় সাং ও পোঃ জামালপুর থানাঃ জামালপুর জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান ৬) বাসবী ঘোষ স্বামী -প্রশান্ত কুমার ঘোষ ৭) পলাশ কুমার ঘোষ পিতা- প্রশান্ত কুমার ঘোষ উভয়ের ঠিকানাঃ ১৫৬ বি.এল.সাহা রোড পোঃ - নিউ আলিপুর থানাঃ বেহালা জেলাঃ দক্ষিন ২৪ পরগনা ৮) পারমিতা দে ঘোষ (পিতা- প্রশান্ত কুমার ঘোষ) স্বামী - তারকনাথ দে সাং ও পোঃ -জামালপুর থানা- জামালপুর প্রদ্যোত কুমার ঘোষ পিতা- ৺কালি কিংকর ঘোষ সাং ও পোঃ- অবুঝহাটী থানাঃজামালপুর পূর্ব বর্ধমান, কে আমমোক্তর নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া গত ইং ১৭।০৫।২০২৪ তারিখে জামালপুর রেজিস্ট্রী I- 1495/2024 নম্বর কোবলা দলিল দ্বারা সত্যজিত চট্টোপাধ্যায় কে বিক্রয় করেন। যাহার পূর্ব বর্ধমান জে.এল.নং. ১১১ মৌজাঃ আবুজহাটী অবস্থিত হাল খতিয়ান নং. ৭৭৬, ১৫৯, দাগ নং ২১৩৫ শালি ১ আনায় ০.০৬ শতকের মধ্যে ০.০৬ শতক সম্পতি। সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় গত ইং-২৭.০২.২০২৬ তারিখে জামালপুর রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৭৪০ নং. দলিল মূল্যে সুমন মন্ডল পিতা- সুদেব মন্ডল সাং + পো ঃ বলাগড়, থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী অনুকূলে হস্তান্তরিত হইয়াছে। হইতে কহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশর তারিখ হইতে ৩০ (তিরিশ) দিবস কালের মধ্যে জামালপুর বি.এল.এন্ড এল.আর ও অফিসে আপত্তি করিবেন অন্যথায় আইন আমনে আসিবেক।
Md Zahedul Islam
Advocate, Burdwan
Judges Court

SNIT No - WBIW/EE/KMD/SNIT-02/2026-27
On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, Kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura invites tender for the Electrical Works:- 1) **Amount Put to Tender Rs:** 4,54,032.00(Mechanical). Last date of application of tender 01.09.2026 to 16.30 Hrs. Details information are available from the office of the undersigned and departmental website **www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- T. Dey.
Executive Engineer,
Kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura.

NEW TOWN KOLKATA DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTICE INVITING ONLINE ITEM RATE TENDER NO.: WBNKDA/14/ EE-E/ IT-SEC/NKDA OF 2026-27 e-Tender has been invited for the following Name of Work: **Supply and Maintenance of Google Workspace Email Service Subscription Licenses for a period of one year** Amount: to be quoted. Last date & time of submission of technical and financial bid (On-line): 03/09/2026 up to 15.05 P.M. Details available on Website: **https:// wbtenders.gov.in** & **www.nkdamar**. org and the office notice board of NKDA.
Sd/-
Executive Engineer (Electrical)
New Town Kolkata Development Authority

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল মিনারা বেগম মোল্লা স্বামী- বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা সাং, পোষ্ট ও থানা -সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। ১) রাজেক আলি তরফদার, ২) সাদেক আলি তরফদার, ৩) আমিরুল ইসলাম তরফদার, সকলের পিতা- মরহুম গোলাম রসুল তরফদার, সাং, পোষ্ট ও থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, ৪) রিজিয়া বেগম স্বামী- রায়হান আলি মোল্লা, সাং ও পোষ্ট- বিকি হাকোলা, থানা - পাঁচলা, জেলা- হাওড়া, ৫) মনোয়ারা বেগম স্বামী- মোস্তাক আলি মোল্লা, সাং- পাঁচপাড়া (মাঝেরপাড়া), পোষ্ট- রাধাদাসী, জেলা- হাওড়া, ৬) তামিজা বেগম লস্কর স্বামী- তাজ মহম্মদ লস্কর, সাং ও পোষ্ট- ধুলাগড়ী, জেলা- হাওড়া, এর নিকট হইতে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০০০০৮ / ২০১৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা পিতা- মরহুম আব্দুল অদুত মোল্লা সাং, পোষ্ট ও থানা - সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট হইতে থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- সাঁকরাইল, জে.এল. নং ২০, হাল ৩২১৭, ৪০১৮, ৩২২১, ৩২১৯ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ১৬০ নং দাগে অবস্থিত ১৪.৮২৩৫ শতক শালি জমি ০৫০৩০৬৭০৪ / ২০২৫, ০৫০৩০০০৯৩/ ২০২৬, ০৫০৩০০৭২০/ ২০২৬ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিস্ট্রি করিয়া নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।
Pervez Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judge's Court
Enr. No.-F-2070/2138/2017

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল সাবরিন পারভিন স্বামী- ইমরান খাঁন, সাং ও পোষ্ট- বানীপুর, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া পিন- ৭১১৩০৪। মিনারা বেগম মোল্লা স্বামী- বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা, সাং + পোষ্ট + থানা -সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০১৩৩১ /২০২১ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা এবং ইমরোজ নাওয়াজ মোল্লা পিতা- বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা, সাং+ পোষ্ট + থানা - সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০ ১৩৩২ / ২০২১ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা এনাদের নিযুক্ত আমমোক্তার বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা পিতা- মরহুম আব্দুল অদুত মোল্লা সাং, পোষ্ট ও থানা - সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, উক্ত আমমোক্তার এর নিকট হইতে থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- সাঁকরাইল জলা, জে.এল. ২১ এল.আর. খতিয়ান নং ৩৬৭৫, ৩৬৭৬ এল.আর. দাগ নং ১৮৩১ এ অবস্থিত ৩.৩০ শতক জমি ০৫০৩০৫২১৩ / ২০২৫ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।
Pervez Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judge's Court
Enr. No.-F-2070/2138/2017

ABRIDGED TENDER NOTICE
SNIT No. : 1/SNIT/EE-I/LDCD/IWD of 2026-2027 Dtd. 24-08-2026
Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of W.B. from the bonafide agencies for 1 no. Emergent restoration of Wooden Bridge at Munsidanga over Howrah Drainage Channel in GP-Bankra-II, Block & PS-Domjur, Dist.-Howrah [Amount: Rs. 3,18,052.00 & E.M.D. Rs. 6,361.00]. Last date of application for Tender is: **27.08.2026 upto 3.00 p.m.** Other details may be seen in the website: **www.iwd.wb.gov.in** and also in the office of the undersigned.
Sd/-
Executive Engineer-I
Lower Damodar Construction Division
Fuleshwar, Uluberia, Howrah-711316

UTI SWATANTRA India Invest Karo
UTI Mutual Fund
Haq, ek behtar zindagi ka
NOTICE OF INVESTORS AWARENES PROGRAMME (IAP)
UTI Mutual Fund invites you for an Investor Awareness Program to be conducted on **August 26, 2026 at 6.00 pm at Maa Tara Anusthan Bhavan, Rampurhat-731224, Birbhum.** We request your warm presence. Admission open for all.
Information Classification: UTI AMC - Public
August 25, 2026 ■ Toll Free No.: 1800 266 1230 ■ www.utimf.com
REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn'Block, Bandra Kurla Complex. Bandra (E), Mumbai- 400051 Phone: 022-66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.coin. (CIN-L65991MH2002PLC137867).
An Investor education & awareness initiative of UTI Mutual Fund. To know about the KYC documentary requirements and procedure for change of address, phone number, bank details, etc. please visit https://www.utimf.com/servicerequest/kyc. Please deal with only registered Mutual funds, details of which can be verified on the SEBI website under "Intermediaries/market Infrastructure Institutions" All complaints regarding UTI Mutual Fund can be directed towards service@uti.co.in and/or visit https://scores.sebi.gov.in (SEBI SCORES portal) or to escalate investor may visit https://smartodr.in/login Online Dispute Resolution Portal (ODR Portal).
Mutual Fund Investments are subject to marketrisks, read all scheme related documents carefully.

পাটের গুদামে আগুন, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ আগস্ট ঃ মধ্যরাতে শান্তিপুরের হরিপুর পঞ্চায়েতের চাঁদকুড়ি এলাকায় একটি পাটের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার রাত প্রায় ১টা নাগাদ ব্যবসায়ী হাসিবুল শেখের পৈতৃক পাটের গুদামে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। চাপাকল থেকে বালতিতে জল এনে এবং বাড়ির পাম্পের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন তাঁরা। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর দমকলের একটি ইঞ্জিন। আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় রানাঘাট থেকেও একটি ইঞ্জিন ও দমকলকর্মীদের একটি দল ঘটনাস্থলে আসে। প্রায় ছয় ঘণ্টার লাগাতার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পাটের গাঁটের ভিতরে আগুন ও ধোঁয়া থাকায় সকাল পর্যন্ত জল দিয়ে আগুন সম্পূর্ণ নেভানোর কাজ চলে। সোমবার সকালে ব্যবসায়ী দাবি করেন, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় পাঁচ লরি পাট পুড়ে গেছে। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৭০ লক্ষ টাকা। তাঁর দাবি, রাতে বিদ্যু সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল, তাই শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা কম। তিনি নাশকতার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। মাঝেমধ্যেই গুদাম থেকে পাট চুরির অভিযোগও করেছেন তিনি। শান্তিপুর থানার পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ-সহ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।

চিনির মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ নজরদারি

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ উৎসবের মরশুমের আগে চিনির কৃত্রিম সঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যৌথ নজরদারি চালাবে। চিনির অবৈধ মজুতদারি না হয়, তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রক। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বিশেষ নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে অভিযান চালাবে বলেও জানানো হয়েছে। মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি সুরেশ কুমার নায়েকের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, কনফেকশনারি, সফট ড্রিঙ্কস প্রস্তুতকারক, বড় মিষ্টির দোকান এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থার মতো যেসব ব্যবসায়ীর বেশি পরিমাণ চিনি প্রয়োজন, তারা একটানা ১৫ দিনের বেশি ১০ মেট্রিক টনের বেশি চিনি মজুত রাখতে পারবেন না। নিয়ম ভাঙলে ন্যূনতম তিন মাসের কারাদণ্ড এবং আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে। রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের মাঠে নেমে স্টক পরীক্ষা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষকতার মঞ্চ থেকে কংগ্রেসের রাজপথ-স্বপন বিশ্বাসের দীর্ঘ পথচলা

রতন দে, বালুরঘাট, ২৪ আগস্ট ঃ ৩৫ বছরের বেশি শিক্ষকতা বিতর্ক ও বক্তৃতায় একাধিক সাফল্য পুরসভা থেকে জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব বালুরঘাটের শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে বহুমুখী অবদান। কখনও হাতে চক কখনও মাইক্রোফোন। কখনও শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান কখনও বিতর্কের মঞ্চে যুক্তির লড়াই। আবার কখনও রাজনৈতিক সভায় সংগঠনের দায়িত্ব। শিক্ষকতা সংস্কৃতি বিতর্ক এবং রাজনীতি-চারটি আলাদা ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময় সক্রিয় থেকেছেন স্বপন কুমার বিশ্বাস। ৩৫ বছরেরও বেশি সময় শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি পুরসভার জনপ্রতিনিধি থেকে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। তাঁর কর্মজীবনে ধরা পড়েছে বালুরঘাটের শিক্ষা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও কংগ্রেস রাজনীতির কয়েক দশকের এক দীর্ঘ অধ্যায়। স্বপন কুমার বিশ্বাসের জন্ম ১৯৪৭ সালের ২১ অক্টোবর তাঁর বাবা সুবল চন্দ্র বিশ্বাসও শিক্ষক ছিলেন। বালুরঘাটের প্রাচ্যভারতী রোডের বাসিন্দা তিনি। পড়াশোনাতেও ছিল বৈচিত্র্য। বি.কম এবং বি.এড করার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে এম.এ উড়িয়া ভাষায় ডিপ্লোমা এবং স্কাউট মাস্টার ট্রেডের প্রশিক্ষণ নেন। কর্মজীবনের বড় অংশ কাটিয়েছেন বালুরঘাট প্রাচ্যভারতী বিদ্যাপীঠে। সেখানে সহকারী শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং কিছু সময় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। সব মিলিয়ে ৩৫ বছরেরও বেশি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। শিক্ষকতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও ছিল তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি। প্রাচ্যভারতী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত আছেন বহু বছর এই পুজো কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। বিজয়া সম্মিলনী রবীন্দ্র প্রণাম ও বুদ্ধ প্রণাম অনুষ্ঠানে আবৃত্তি

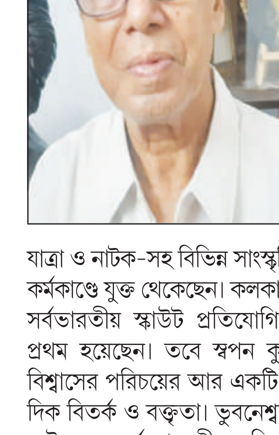

যাত্রা ও নাটক-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকেছেন। কলকাতায় সর্বভারতীয় স্কাউট প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। তবে স্বপন কুমার বিশ্বাসের পরিচয়ের আর একটি বড় দিক বিতর্ক ও বক্তৃতা। ভুবনেশ্বর ও কটকে সর্বভারতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন। কলকাতায় বিদ্যালয় পর্যায়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একাধিকবার প্রথম স্থানাধিকারী হয়েছেন। প্রবন্ধ রচনায় জেলা ও রাজ্য পর্যায়েও একাধিকবার প্রথম হয়েছেন । নির্ধারিত বিষয় এবং তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি মালদা ও কলকাতাতেও নির্ধারিত বিষয় এবং তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয়তা দীর্ঘদিনের। পঁয়ষট্টি বছরেরও বেশি সময় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি। ১৯৬৬ সালে বালুরঘাট কলেজের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বি.এড কলেজের সম্পাদক ভুবনেশ্বরের কেন্দ্রীয় ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রের সভাপতি এবং ১০ বছর পুরসভার জনপ্রতিনিধি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অন্যতম রাজ্য সদস্য এবং প্রাচ্যভারতী বিদ্যাপীঠের ১০ বছরের বেশি সময় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেসের সাংগঠনিক দায়িত্বেও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। বালুরঘাট ব্লক কংগ্রেস সভাপতি থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি একাধিক দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে ১০ বছরের বেশি সময় জেলা কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। সর্বভারতীয় স্তরেও কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন স্বপন কুমার বিশ্বাস। সারাভারত কংগ্রেস সম্মেলনে রাজ্যের প্রতিনিধি তথা জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিয়েছেন। হায়দ্রাবাদ কংগ্রেস সমাবেশে অংশগ্রহণের পাশাপাশি এআইসিসি অধিবেশনেও একাধিকবার জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা হায়দ্রাবাদ ও দিল্লির বিভিন্ন কর্মসূচিতেও জেলা কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে অংশ নিয়েছেন। চিন্তন শিবিরে বক্তা এবং রায়পুরে আইএনটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবেও অংশ নিয়েছেন। শিক্ষকতা দিয়ে যে পথচলা শুরু তা গড়িয়েছে বিতর্কের মঞ্চ সাংস্কৃতিক পরিসর পুরসভা এবং কংগ্রেসের জেলা ও প্রদেশ স্তরের নেতৃত্বে। স্বপন কুমার বিশ্বাসের কর্মজীবনে তাই ধরা পড়ে বালুরঘাটের শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে কয়েক দশকের এক নিবিড় যোগাযোগের ছবি।

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LTD
Regd. Office: "Mercantile Building" Block -E, 2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street, Kolkata-700 001
Corporate Office: Jajodia Tower 4th Floor, Room No. D-8, 3, Bentinck Street Kolkata 700001
Email: info@scintilla.co.in; **Website:** www.scintilla.co.in
CIN: L65191WB1990PLC048276
Notice of Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Shares
Notice is hereby given that pursuant to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026 ("SEBI Circular"), a Special window is open for a period of one year, from February 05, 2026 to February 04, 2027 to facilitate transfer and dematerialization of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. Investors who have missed the earlier deadline are encouraged to take advantage of this opportunity.
During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Listed Company/RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer- cum-demat requests.
The eligible investors can submit their requests along with requisite documents to the Company: Kaushal Investments Limited at Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata-700001, E-mail: info@scintilla.co.in. For further details, please refer SEBI Circular available at Company's website www.scintilla.co.in
For Scintilla Commercial & Credit Limited
Sd/-
Priyanka Mohta
Company Secretary & Compliance Officer
Date : 25.08.2026
Place: Kolkata

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Annual Maintenance contract for Five nos. movable Compactors (WB39B2783, WB39B2784, WB39B7029, WB39B7021, WB39A2258) & one hook loader (WB39B3685) under Durgapur Municipal Corporation for one year
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-05 of 26-27 (2ND Call)
Tender ID : 2026_MAD_5019925_1
2) Name of the Work : Annual Maintenance contract for two nos. stationary Compactors under Durgapur Municipal Corporation for one year
e-Tender No. : WBDMC/ AUTO/E-EOI-06 of 26-27 (2ND Call)
Tender ID : 2026_MAD_5019945_1
3) Name of the Work : Yearly maintenance work of Green Gallery, Lawns, Plants at Sahid Bhagat Singh Stadium and front side of the Bhagat Singh Stadium
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/COMM/NIT-28/26-27 (2ND Call)
Tender ID : 2026_MAD_5019956_1 ● Est. Amount : Rs. 19,39,386.00
Last Date : **08-09-2026, 5:00 PM**
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৭৫, তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৭৬-আর। কাজের নাম ঃ** হরিণসিং-এর সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ - দুমকা প্রান্তে ক্রশিংওভার পয়েন্ট নং. ৫৩এ/বি -এর অপসারণ এবং বর্ধনশীল সিএএল/সিএসআর -এর জন্য লাইন নং ২ (মেন লাইন)-এর ৫৪এ/বি ক্রশিংওভার পয়েন্ট ছাড়িয়ে তার পুনর্স্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৯৮,৪৭৩.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৬,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩৬৯-আর৩। কাজের নাম ঃ** (১) এইএন/ ব্যাণ্ডেল-এর অধীনে ব্যাণ্ডেল (০৩টি), মেমারী (০১টি) ও বৈঁচি (০১টি) -তে পাইপলাইন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ওভারহেড ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (২) এইএন/ বর্দ্ধমান-এর অধীনে বর্দ্ধমানে (০৪টি) পাইপলাইন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ওভারহেড ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। (৩) ডিইএন/১/হাওড়ার অধীনে লিলুয়া (০২টি), শেওড়াফুলি (০১টি) ও তারকেশ্বরে (০১টি) -তে পাইপলাইন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক দ্বারা স্টিল ওভারহেড ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩০,৬৫,৬৫৫.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৬১,৩০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬৮০। কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে ৬৯টি এটিভিএম এবং ৬৭টি এসএমসি টার্মিনাল সংগ্রহ সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৯,২৮,৫৩৭.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৩৮,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬৭১। কাজের নাম ঃ** হাওড়া স্টেশনে অতিরিক্ত সিসিটিভি বসানোর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৬,৫০,১৮১.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৫৩,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৫। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩০০-আর৩। কাজের নাম ঃ** এইএন /বর্দ্ধমানের অধীনে খানা এবং শক্তিগড় স্টেশনে স্ট্যান্ডবাই বোরিং সহ ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট সমেত কামনারা, খেতিয়া, চামারদিঘি, কর্জনা গ্রাম, আমারুন-এ গভীর নলকূপ (২০০ মিমি x ১৫০ মিমি)-এর ব্যবস্থার সম্পর্কিত পাম্প মোটর সেট বসানোর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৮৮,৯৯১.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪৯,৮০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৬। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬৮১। কাজের নাম ঃ** এইএন / আজিমগঞ্জের অধিক্ষেত্রের অধীনে মিঞাগ্রাম, বাজারসৌ, কাজীপাড়া, চৌরীগাছা, কাঁঠালিয়া রোড, কর্ণসুবর্ণ, জীবন্তী, খাগড়াঘাট রোড, নিয়ালিশপাড়া, লালবাগ কোর্ট রোড, ডাহাপাড়া ধাম, আজিমগঞ্জ জংশন, আজিমগঞ্জ সিটি, গোঁসাইগ্রাম, বারালা, সাগরদিঘি, মোরগ্রাম, লোহাপুর এবং তকিপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩১,২৫,৬৩৯.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৬২,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৬-এর জন্য ১০.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে । টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-295/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following work:
NIT No. : XI/114/004/26-27/R
Name of work : **Improvement of sewer line along with some ancillary works at Duckbill By Lane from H/O Anupam Sarkar to Parul Apartment and H/O Somenath Roy to H/O Avijit Banik in Ward-114, Br-XI**. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 2,82,193.75.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Time of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **01.09.2026 - 12 noon.** Date and time of opening of bid: **03.09.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2026 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in**
The **Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/08/2026-2027/D
Name of work : **Restoration of footpath/ passages (P.B. & I.P.) at 16/D, 36/A Ritchie Rd., 12A, 27/3 Chakraberia Lane etc disturbed by various PU Agencies & Natural Wear & Taer in WD-69**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,818.84.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **07.09.2026 - 12 noon.** Date of opening of tender : **09.09.2026 - 12 noon.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/03/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of sewer line at 8/3 Ahiripukur 1st Lane, 7/H/15 Ahiripukur 2nd Lane, 39 B Beltala Rd etc in Ward No. 069.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,49,539.61.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **120 Days**. Last date and time of submission of bid : **14.09.2026 - 12 noon.** Date of opening of tender : **16.09.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **27.08.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1) and **03.09.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).
The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:
1. NIT No. : X/099/002/2026-2027
Name of work : **Maintenance of asphaltum road near 23/5 DPP Road, I/66 Baghajatin etc in Ward-099, Br-X**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,97,816.24.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **07.09.2026 - 5 p.m.** Date and time of opening of bid : **09.09.2026 - 5 p.m.**
2. NIT No. : EEC/093/006/2026-2027
Name of work : **Painting on kerb stone near Prem. Nos. 361, 306, 317, 120, 532, 19A Jodhpur Park in Ward No.-093 Br-X.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 1,69,473.51.** Earnest Money : **Rs. 3,400.00.** Time of Completion : **45 Days.**
3. NIT No. : EEC/092/011/2026-2027
Name of work : **Levelling of asphaltum road surface at different places of Jheel Road, Sahid Nagar Rd., Selimpore Rd and Bye Lane etc in Ward No.-092 Br-X.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 1,95,139.93.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Time of Completion : **90 Days.** Last date and time of submission of bid : **05.09.2026 - 5 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3). Date and time of opening of bid : **08.09.2026 - 5 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3).
4. NIT No. : X/095/002/2026-2027
Name of work : **Repairing of asphaltum Rd disturbed by P.U. Agency near 1/29, 1/93 Azadgarh, 57/4A PGH Shah Road, etc in WD-95 Br-X.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs. 1,57,763.41.** Earnest Money : **Rs. 3,160.00.** Time of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **08.09.2026 - 1 p.m.** Date and time of opening of bid : **10.09.2026 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.08.2026 (from 5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The website **www.tenders.wb.gov.in** (for Sl. No. 1) / **https://etender.nic.in** (for Sl. No. 2 & 3) and **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 4).
The **Executive Engineer (Civil)/Br-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EEC/I/003/12/2026-2027
Name of work : **Repairing of IPS, paver block, asphaltum pavements etc at 33, 36/1A, 27R/1 etc Jiban Krishna Mitra Road and other places in Ward No.003.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,87,344.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**
2. NIT No. : KMC/EEC/I/003/13/2026-2027/US
Name of work : **Maintenance of drainage system at 1/6A, 1/7Q/1 etc J. K. Ghosh Road and other Uttaran Areas in Ward No.-003.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,97,654.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
3. NIT No. : KMC/EEC/I/004/05/2026-2027
Name of work : **Restoration of asphaltum road at Chandranath Simlai Lane, Rani Branch Road and other areas in Ward No.-004.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,92,942.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**
4. NIT No. : KMC/EEC/I/005/06/2026-2027
Name of work : **Repairing of asphaltum road at 1/3J, 1/C, 34/B etc Nilmoni Mitra Row and other surrounding areas in Ward No.-005.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,78,012.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**
5. NIT No. : KMC/EEC/I/005/112/2025-2026/US
Name of work : **Repairing of collapsed uttaran UG sewer at GD Bustee (68 BT Rd) in Ward No.-005.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,99,655.00.** Earnest Money : **Rs. 8,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**
6. NIT No. : KMC/EEC/I/006/14/2026-2027
Name of work : **Maintenance of Geetanjali Community Hall in Ward No.-006 under Br-I, KMC.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,80,087.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
7. NIT No. : KMC/EEC/I/007/06/2026-2027
Name of work : **Restoration of asphaltum pavements at 6, Annada Neogi Lane and other places in Ward No.-007.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,85,560.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**
8. NIT No. : KMC/EEC/I/009/07/2026-2027/US
Name of work : **Replacement of broken door of latrine and other ancillary civil works at 1, 2, Raja Debandra Narayan Deb Lane, 2/4A, Banomali Sarkar Street and different Uttaran Area in Ward No.-009.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,49,891.00.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **08.09.2026 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 8). Tender will be opened on: **10.09.2026 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **25.08.2026 (6 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 8).
395/26-27

গৃহস্থালি

রান্নায় নুন বেশি হয়ে গিয়েছে? স্বাদ ঠিক করতে কাজে লাগবে এই ৬ উপকরণ

রান্না শুধু স্বাদের বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পরিমাপ, ভারসাম্য এবং অভিজ্ঞতা। কতটা মশলা, কতটা তেল কিংবা কতটা নুন-সঠিক অনুপাতে ব্যবহার করলেই রান্নার স্বাদ জমে ওঠে। কিন্তু রান্না করতে গিয়ে কখনও হাত ফসকে বেশি নুন পড়ে যেতেই পারে। কখনও আবার ভুল করে একই পদে একাধিকবার নুন দেওয়া হয়ে যেতে পারে। আর তখনই বিপদ। কারণ নুন বেশি হয়ে গেলে সেই রান্না মুখে তোলা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তবে নুন বেশি হয়ে গিয়েছে মানেই রান্না ফেলে দিতে হবে, এমনটা একেবারেই নয়। কয়েকটি সহজ উপকরণের সাহায্যে অনেকটাই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। রান্নার ধরন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন নিচের ছয়টি উপকরণ।

১. বাড়তি সবজি ও জল-রান্নার মাঝপথেই যদি বুঝতে পারেন নুন বেশি হয়ে গিয়েছে, তাহলে প্রথমেই রান্নার পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। তরকারির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরও কিছুটা সবজি যোগ করুন। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প জলও দেওয়া যায়। এতে নুনের ঘনত্ব কমে গিয়ে স্বাদ অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসবে। তবে একসঙ্গে বেশি জল না দিয়ে ধীরে ধীরে মেশানো ভালো।

২. গুড় বা চিনি-কিছু রান্নায় সামান্য মিষ্টি স্বাদ নোনাভাবের তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে। ডাল, চিঁড়ের পোহা, আলুর দম কিংবা বিভিন্ন ধরনের সবজির চচ্চড়িতে এক

চিমটি গুড় বা চিনি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এর পরিমাণ নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বেশি গুড় বা চিনি দিলে রান্নার আসল স্বাদই বদলে যেতে পারে। তাই অল্প করে মিশিয়ে স্বাদ দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও যোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৩. লেবুর রস-ভাজা সবজি, শুকনো তরকারি বা মাখোমাখো রান্নায় নুন বেশি হয়ে গেলে সামান্য লেবুর রস কাজে লাগতে পারে। লেবুর টক স্বাদ খাবারের নোনাভাবের অনুভূতিকে কিছুটা ভারসাম্যপূর্ণ করে। অল্প লেবুর রস দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করলে স্বাদ আরও সু ঃ দরভাবে মিশে যেতে পারে। তবে কোন পদে লেবুর টক স্বাদ মানাবে, সেটিও মাথায় রাখা জরুরি।

৪. টক দই বা ফ্রেশ ক্রিম-মাছ, মাংস কিংবা এমন কোনও ঝোল বা গ্রেভি যাতে হালকা টক বা ক্রিমি স্বাদ মানায়, সেখানে টক দই বা ফ্রেশ ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে নোনাভাবের তীব্রতা কমার পাশাপাশি ঝোল ঘন ও মসৃণ হয়ে উঠবে। তবে দই সরাসরি খুব গরম রান্নায় ঢেলে দিলে কেটে যেতে পারে। তাই আগে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়ে অল্প আঁচে মেশানো ভালো।

৫. টোম্যাটোর পিউরি-মাছের ঝোল, ডিমের ঝোল, আলুর তরকারি বা বিভিন্ন গ্রেভিতে টোম্যাটোর পিউরি ব্যবহার করেও স্বাদের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা যায়। টোম্যাটোর টক-মিষ্টি স্বাদ নোনাভাবকে অনেকটাই সামলে দেয়। তবে রান্না একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেলে কাঁচা টোম্যাটোর পিউরি সরাসরি ঢেলে দেওয়া ঠিক নয়। আলাদা পাত্রে কিছুক্ষণ রান্না করে নিয়ে তারপর মূল তরকারিতে মেশালে স্বাদ ভালোভাবে মিশবে।

৬. সেদ্ধ আলু-নুন বেশি হয়ে গেলে অনেক রান্নায় সেদ্ধ আলু যোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কয়েক টুকরো সেদ্ধ আলু ঝোল বা তরকারিতে দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করা যেতে পারে। আলু রান্নার অতিরিক্ত তরল ও নুনের কিছুটা শোষণ করতে পারে। পরে আলু তরকারিতে রেখে দেওয়া যায়, অথবা প্রয়োজন হলে তুলে নেওয়া যায়।তবে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি-নুন বেশি হয়ে গেলে কোনও একটি উপকরণই সবসময় ম্যাজিকের মতো সমস্যার সমাধান করবে না। রান্নার ধরন ও পরিমাণ অনুযায়ী উপকরণ বেছে নিয়ে অল্প অল্প করে যোগ করাই সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি। প্রতিবার কিছুটা মেশানোর পর স্বাদ দেখে নেওয়া উচিত। তাহলেই রান্না ফেলে না দিয়ে সহজেই ফিরিয়ে আনা যাবে তার স্বাভাবিক স্বাদ।

চারলাপল্লি-গোরখপুর-চারলাপল্লি স্পেশাল ট্রেনটিকে অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস হিসাবে চালাবে

গোরখপুর, ২৪শে আগস্টঃ যাত্রীদের সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন ০৭০৭৫০৭০৭৬

চারলাপল্লি-গোরখপুর-চারলাপল্লি স্পেশাল ট্রেনটিকে নিয়মিত ট্রেন নম্বর ২২০৭৫২২০৭৬ চারলাপল্লি-গোরখপুর-চারলাপল্লি অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস হিসাবে চালাবে। এই ট্রেনটি ২রা অক্টোবর, ২০২৬ থেকে প্রতি শুক্রবার চারলাপল্লি থেকে এবং ৪ঠা অক্টোবর, ২০২৬ থেকে প্রতি রবিবার গোরখপুর থেকে নিম্নরূপভাবে চলাচল করবে।২২০৭৫ চরলাপল্লী - গোরখপুর অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ০২ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে প্রতি শুক্রবার ২১.৪৫ ঘন্টা চার্লাপল্লী ছেড়ে যাবে এবং কাজীপেট পৌঁছবে ২৩.৩০ টায়, পেদ্দাপল্লী পরের দিন ০০.২৫ টায়, মানচিরিয়াল ০২.০০, ০২.০০ টায়। ০৩.৩৭ টায় চন্দ্রপুর, ০৬.৩০ টায় নাগপুর, ০৯.১০ টায় বেতুল, ১২.১৫ টায় ইটারসি, ১৩.৪৫ টায় ভোপাল, বিনা জং। ১৬.১০ টায়, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি জং। এটি লখনউ থেকে ১৮.০৩ ঘটিকায়, ওরাই থেকে ১৯.২০ ঘটিকায়, পুখরায়ন থেকে ১৯.৫৭ ঘটিকায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ২৩.০৫ ঘটিকায়, তৃতীয় দিনে আইশবাগ থেকে ০০.৫৮ ঘটিকায়, লখনউ সিটি থেকে ০১.০৭ ঘটিকায়, গোমতি নগর থেকে ০১.২৬ ঘটিকায়, বারাবাঁকি থেকে ০২.০৫ ঘটিকায় এবং গোন্ডা থেকে ০৩.২৫ ঘটিকায় ছেড়ে ০৬.২৫ ঘটিকায় গোরখপুর পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ২২০৭৬ গোরখপুর-চারলাপল্লি অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনটি ০৪ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে প্রতি রবিবার ০৮.৩০ ঘটিকায় গোরখপুর থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং গোন্ডায় ১০.৪৫ ঘটিকায়, বারাবাঁকিতে ১২.১০ ঘটিকায়, গোমতি নগরে ১২.৫২ ঘটিকায়, লখনউ সিটিতে ১৩.১৫ ঘটিকায়, আইশবাগে ১৩.৪০ ঘটিকায়, কানপুর সেন্ট্রালে ১৫.০৫ ঘটিকায়, পুখরায়ণে ১৬.১০ ঘটিকায়, ওরাইতে ১৬.৪৬ ঘটিকায়, বীরঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি জংশনে ১৮.৩৩ ঘটিকায় এবং বিনা জংশনে যাত্রা শেষ করবে।

সেপ্টেম্বরে ৪ দিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক, টানা ছুটিতে বিপাকে গ্রাহকরা

২৪ আগস্ট ঃ দুর্গাপুজোর আগে সেপ্টেম্বরেই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নিয়ে বড়সড় সমস্যার আশঙ্কা। একাধিক দাবিতে সেপ্টেম্বর মাসে দফায় দফায় ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস । সংগঠনের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে মোট চার দিন ধর্মঘট হতে পারে। এর পাশাপাশি অক্টোবর মাসে দাবিগুলি পূরণ না হলে লাগাতার ধর্মঘটের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের পরিষেবা পেতে সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।ব্যাঙ্ক কর্মীদের সংগঠনগুলির মূল দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ এবং দু'দিন ছুটির ব্যবস্থা চালু করা। বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলিতে প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছুটি থাকে। কর্মীদের দাবি, নির্দিষ্ট দু'টি শনিবারের পরিবর্তে মাসের প্রতিটি শনিবার ছুটি ঘোষণা করতে হবে। এছাড়াও পারফরম্যান্স লিঙ্কড ইনসেন্টি ভ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে সংগঠনগুলি। কর্মীদের বক্তব্য, ইনসেন্টি ভ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের বৈষম্য থাকা উচিত নয়। কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে সমস্ত কর্মীকেই ন্যায্য ও সমান সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠেছে। এই দাবিগুলিকে সামনে রেখেই আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ধর্মঘটের ডাক রয়েছে। এর পর ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার এবং ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার। ১৪ সেপ্টেম্বর গণেশ চতুর্থীর ছুটি। ফলে ধর্মঘট এবং সাপ্তাহিক ও উৎসবের ছুটি মিলিয়ে টানা চার দিন বহু ব্যাঙ্কের শাখায় স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহেও রয়েছে ধর্মঘটের কর্মসূচি। ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর টানা তিন দিন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ফলে মাসের শেষদিকে ফের ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে নগদ লেনদেন, চেক সংক্রান্ত কাজ, ঋণ ও অন্যান্য শাখাভিত্তিক পরিষেবা নিয়ে গ্রাহকদের সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির তরফে আরও জানানো হয়েছে, দাবিগুলি নিয়ে সমাধানসূত্র না বের হলে অক্টোবর মাসে আংেদালন আরও বড় আকার নিতে পারে। ২৬ অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ফলে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে ফেলা না গেলে উসবের মরশুমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নিয়ে বড়সড় অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। এই ধর্মঘটের প্রভাব মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন সরকারি ব্যাঙ্কের শাখায় পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে। এটিএম পরিষেবা, নগদ জমা ও উত্তোলন, চেক ক্লিয়ারেন্স এবং অন্যান্য লেনদেনেও এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে ধর্মঘটের সময় এটিএম পরিষেবা সর্বত্র বন্ধ থাকবে কি না, তা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক ও পরিষেবা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করবে।

অন্যদিকে, প্রথম সারির অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাঙ্ক এই কর্মসূচির আওতায় নেই। ফলে তাঁদের শাখায় সাধারণ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সরকারি ব্যাঙ্কগুলির উপর নির্ভরশীল গ্রাহকদের আগে থেকেই প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ, অনলাইন লেনদেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং কাজের পরিকল্পনা করে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।সেপ্টেম্বরের পর অক্টোবরেও যদি ধর্মঘটের পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে দুর্গাপুজোর আগে এবং উৎসবের সময় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়তে পারে। এখন নজর আলোচনার মাধ্যমে কর্মী সংগঠনগুলির দাবির সমাধান হয় কি না, সেদিকে।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করে জঙ্গি হুমকি, উপত্যকায় ফের আতঙ্ক

জম্মু , ২৪ আগস্ট ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে ফের উদ্বেগের আবহ। উপত্যকায় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরে ফেরানোর প্রক্রিয়া যখন নতুন করে গতি পেয়েছে, ঠিক সেই সময় তাঁদের নিশানা করে প্রকাশ্যে এল জঙ্গি হুমকির চিঠি। অভিযোগ, ওই চিঠিতে কয়েকজন কাশ্মীরি পণ্ডিতের নাম, ঠিকানা এমনকি বাড়ির নম্বর পর্যন্ত উল্লেখ করে তাঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ফলে নব্বইয়ের দশকের আতঙ্কের স্মৃতি আবারও ফিরে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে উপত্যকায়। প্রকাশ্যে আসা দুটি চিঠিতে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সরাসরি সতর্ক করা হয়েছে। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, যারা কাশ্মীর ছেড়ে যাননি, তাঁরা নিরাপদেই রয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। কিন্তু যাঁরা উপত্যকা ছেড়ে গিয়েছেন এবং বর্তমানে ফিরে এসে আরএসএসের বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশেই এই সতর্কবার্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে আরও দাবি করা হয়েছে, ওই ব্যক্তিদের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখা হচ্ছে। চিঠিতে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। আহমেদ বিলাল নামে এক ব্যক্তির স্বাক্ষর রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হুমকির চিঠিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় ও ঠিকানা প্রকাশ্যে চলে আসায় স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। বিষয়টি সামনে আসার পরই তদন্ত শুরু করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের হাতে যে তথ্য এসেছে, তাতে এই হুমকির পিছনে ' লিবারেশন কাউন্সিল'-এর নাম উঠে এসেছে। তদন্তকারীদের সংেদহ, সংগঠনটি লস্কর-ই-তইবার একটি ফ্রংট হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি করে তাঁদের ফের উপত্যকা ছাড়তে বাধ্য করাই এই ধরনের হুমকির উদ্দেশ্য হতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তবে এই ধরনের হুমকি এই প্রথম নয়। অতীতেও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উদ্দেশে জঙ্গিদের তরফে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। যদিও আগের হুমকিগুলিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা বা বাড়ির নম্বর প্রকাশ করা হয়নি।

উন্নত যাত্রী নিরাপত্তা ও আরও মসৃণ যাত্রা নিশ্চিত করতে অন্ডাল ইয়ার্ডের পরিকাঠামো উন্নত করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, নির্বিঘ্ন ট্রেন চলাচল এবং প্রতিদিনের যাত্রীদের আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে অন্ডাল ইয়ার্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক জংশন, যা 1 in 2.6 Special Diamond নামে পরিচিত, সফলভাবে পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে। এর আগে এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে পুরনো, অ-মানসম্মত ৫২ কেজি ট্র্যাক ব্যবস্থা ছিল, যার জন্য প্রয়োজনীয় মানসম্মত প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ সহজলভ্য ছিল না। ফলে ঘনঘন ম্যানুয়াল রক্ষণাবেক্ষণের প্রযেজন হতো, যার কারণে গতিসীমা আরোপ এবং ট্রেন চলাচলে বিলম্বের সম্ভাবনা থাকত। আরও নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে ইঞ্জিনিয়ারিং দল এই জটিল অংশটি সম্পূর্ণভাবে আধুনিক ও ভারী-ক্ষমতাসম্পন্ন ৬০ কেজি ট্র্যাক কাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের ফলে সংযোগস্থলের অ্যাপ্রোচ লাইনের সমস্ত ৮টি দুর্বল সংযোগস্থল স্থায়ীভাবে দূর হয়েছে, ট্র্যাকের যথাযথ অ্যালাইনমেন্ট পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং চারটি ব্যস্ত ট্রেন লাইন, সিগন্যাল ব্যবস্থা ও ওভারহেড বিদ্যুৎ লাইনের নিচে জমাট বাঁধা নুড়ির বেড পরিষ্কার করা হয়েছে। যাত্রীদের অতিরিক্ত ভোগান্তি ও যাত্রাবিলম্ব এড়াতে আসানসোলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সংগ্রহ মৌর্য দলগুলিকে অভিনব Shadow Block কৌশল ব্যবহারের নির্দেশ দেন। এর মাধ্যমে নির্ধারিত একক ট্র্যাক ব্লকের সময়ই রেলকর্মীরা অতিরিক্ত ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন করেন- এর মধ্যে ৭টি ট্র্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত এবং ১০টি ওভারহেড বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজ। ফলে অতিরিক্ত কোনো ট্রেন থামানোর প্রয়োজন হয়নি। ট্র্যাকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত DTE মেশিন (UDL-PAW লাইন) ব্যবহার করে ৪,৫০০ ট্র্যাক মিটার (Tm)-এ নুড়ি প্যাকিং করা হয়। এছাড়া ৮০০ Tm ট্র্যাক ও নুড়ির বেড সম্পূর্ণ পুনর্নবীকরণ করা হয় (TFR Deep Screening), KJME-UKA লাইনে ৩০০ Tm ট্র্যাক বেড গভীরভাবে পরিষ্কার করা হয় (BCM Deep Screening), UDL-KJME লাইনে ৫০০ Tm ট্র্যাক ফিটিংস প্রতিস্থাপন করা হয়, SKV পদ্ধতিতে ১৪টি রেল জয়েন্ট ওয়েল্ডিং করা হয় (TOP স্টেশন সীমা ও সোনাচারা বাইপাসে), UDL-TOP লাইনে ট্র্যাকের জ্যামিতিক অ্যালাইনমেন্ট পুনরায় ঠিক করা হয় (Points 54A B), UDL-KJME লাইনে ১ সেট এক্সপ্যানশন জয়েন্ট স্থাপন করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি টার্নআউট অংশে মেশিনের সাহায্যে প্যাকিং করা হয় (PCTM Turnout Tamping)। একই সময়ে, ট্রেন চলাচলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ওভারহেড বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাতেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়।

ভারতীয় রেল পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ও ফিল্টার পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ অভিযান শুরু করেছে

কলকাতা, ২৪ আগস্ট ঃ ভারতীয় রেল রেল নেটওয়ার্ক জুড়ে একটি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছে, যার মূল লক্ষ্য হলো রেল স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পানীয় .জলের ট্যাঙ্ক এবং ফিল্টারেশন সিস্টেম পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।এই উদ্যোগটি ভারতীয় রেল জুড়ে পানীয় জলের গুণমান ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার জন্য একটি বৃহত্তর কর্ম পরিকল্পনার অংশ। এই কর্মপরিকল্পনায় শুধুমাত্র পাইপলাইনের শেষ প্রান্তের জলের পরীক্ষার উপর নির্ভর না করে, সমগ্র পানীয় জল ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি উৎসস্থলে এবং ব্যবহারের স্থানেও জলের গুণমান পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।এই অভিযান চলাকালীন, জোনাল রেলওয়ে জলের উৎস, শোধন ও পরিস্রাবণ কেন্দ্র, ভূগর্ভস্থ ও ওভারহেড ট্যাঙ্ক, পিভিসি ট্যাঙ্ক, ওয়াটার বুথ, কল এবং জল বিতরণের স্থানগুলির ব্যাপক পরিদর্শন করবে। সমস্ত পানীয় জলের ট্যাঙ্ক খালি করে, পলি পরিষ্কার করে, ঘষেমেজে এবং জীবাণুমুক্ত করা হবে। পাখি, পশু এবং শৈবাল থেকে ভেন্ট ও ওভারফ্লো পয়েন্টগুলির আঁটসাঁট ঢাকনা এবং যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া. হবে।এই অভিযানের মাধ্যমে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রুটিগুলিও চিহ্নিত করা হবে। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাঙ্ক, পাইপলাইন এবং ফিল্টার মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা হবে এবং একই সাথে এটিও নিশ্চিত করা হবে যে পানীয় ও অপানীয় জলের ব্যবস্থার মধ্যে কোনো ক্রসকানেকশন না থাকে। পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত সমস্ত পাইপলাইনে কোনো ছিদ্র আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হবে এবং জলের অপচয় রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভাঙচুরে চরম শাস্তি, ৩ গুণ সুদে জরিমানা, কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

১-র পাতার পর- সমালোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, অতীতে সিএএ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছিল। রেল স্টেশন, আস্ত ট্রেন এবং একাধিক সরকারি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দিনের পর দিন ধরে কিছু দুষ্কৃতী সেই সমস্ত এলাকাকে নিজেদের 'মুক্তাঞ্চল' বানিয়ে তুলেছিল। একইভাবে হাওড়ার সাঁকরাইলেও বিপুল পরিমানে সরকারি সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূল সরকারের সময়ে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনতির চরম রূপ দেখা গিয়েছিল এবং পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের আত্মরক্ষার্থে টেবিলের নীচে পর্যন্ত লুকিয়ে পড়তে দেখা যায়। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে আশ্বস্ত করেন যে, বিজেপি সরকারের আমলে বাংলায় কোনওভাবেই সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা বরদাস্ত করা হবে না। অরাজকতা ও গুন্ডামির দিন যে শেষ হয়ে এসেছে, নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেই বার্তাই আরও একবার জোরালো ভাষায় পৌঁছে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

'যাদবপুরের ঘটনা সাজানো নাটক!'

১-র পাতার পর- পাশাপাশি, ভাঙা ফলক পুনর্স্থাপনের সময়ে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের পাশে সিপিএম নেতা পার্থপ্রতিম রায়ের উপস্থিতি নিয়েও সরব হন তাঁরা। ভাস্করের কটাক্ষ, ''ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উনি ওখানে উপস্থিত। ২০২৫ সালে যখন ৩ নম্বর গেটের ফলক ভাঙা হয়েছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই আবেগ কোথায় লুকিয়ে ছিল?'' সামাজিক মাধ্যমে ঘোরাফেরা করা ভিডিও ফুটেজ প্রসঙ্গে নেতৃত্বের দাবি, পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের সাহায্য ছাড়া অন্দরের ভিডিও বাইরে যাওয়া অসম্ভব। তাঁদের কাছে খবর রয়েছে, সিপিএমের দুই প্রভাবশালী আধিকারিকের হাতে এই ফুটেজ তুলে দিয়ে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে বদনাম করার চক্রান্ত হয়েছে। নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত ভিসি বুদ্ধদেব সাউ বলেন, ''সে দিন ১ ও ৪ নম্বর গেটে আমি গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু কোনও গেট খুলে দেওয়ার নির্দেশ আমি দিইনি। আমাকে অযথা বলির পাঁঠা করা হচ্ছে।'' এই ঘটনায় প্রশাসনিক গাফিলতি ও চক্রান্তের অভিযোগে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সেলিম বক্সের অবিলম্বে গ্রেফতারি দাবি করেন তিনি। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর আগামী ২৮ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে 'বন্দে মাতরম্' গাইবেন বলে আশা প্রকাশ করেন উপস্থিত নেতৃত্ব। তাঁদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের পরেই হয়তো দীর্ঘদিনের অরাজকতা কাটিয়ে যাদবপুর এক নতুন ও ইতিবাচক পরিবর্তনের দিশা পাবে।

'অধিকাংশের ভাতা বন্ধ, বিজেপি ঠিক

১-র পাতার পর- মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসন ও বিজেপি সরকারের ভূমিকা নিয়ে খোঁচা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''শাসকদল এখন কেবল বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দিতেই ব্যস্ত।'' এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে নানা কেস দায়ের করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে গিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা সাধারণ মহিলারা পাচ্ছেন কি না, সেদিকে নজর দেওয়ার বিন্দুমাত্র সময় নেই সরকারের। ভোটের প্রচারের সময়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, ''নির্বাচনের আগে যখন এই প্রকল্প নিয়ে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তখন কোনও কঠিন শর্তের কথা বলা হয়নি। কিন্তু এখন সুবিধা দেওয়ার নামে জটিল ফর্ম ফিলাপ ও নানা নিয়মকানুন চাপানো হচ্ছে।'' কে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়ার যোগ্য আর কে যোগ্য নন - তা স্থির করার অধিকার বিজেপির নেই বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেছেন, তৃণমূলের লোকেরাই এর ভিতরে রয়েছে এবং উস্কানি দিয়ে গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে। তবে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ যে মন্তব্য করেছেন তাতে ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়তে পারে। তাঁর কথায়, মহিলাদের ঢালাও লক্ষীর ভাণ্ডার দিয়েই তৃণমূল অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছে!

পুতিনের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে জয়শঙ্কর

১-র পাতার পর- প্রধানমন্ত্রী মোদি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এরপর ব্রিকস সম্মেলনের জন্য ভারতে আপনাকে স্বাগত জানাতে আমরা উদগ্রীব। এর বাইরে দুই পক্ষের পারস্পরিক সুবিধা অনুযায়ী যথাসময়ে বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হবে। ফলে আমাদের যৌথ সহযোগিতার এক উজ্জ্বল ও শক্তিশালী চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার রয়েছে।'' উল্লেখ্য, আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে বসতে চলেছে 'ব্রিকস' রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন। সেই সম্মেলনে যোগ দিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের ভারতে আসার কথা রয়েছে। পুতিনের সেই ভারত সফরের ঠিক মুখেই মস্কোয় জয়শঙ্করের এই সফর ও উচ্চপর্যায়ের বৈঠক কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। জয়শঙ্করের সঙ্গে কথোপকথনে পুতিনও স্বীকার করেন যে, এই বছরে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য অনেকাংশে সম্প্রসারিত হয়েছে। পুতিন জানান, ভারত যাতে কৃষিক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ পায়, সে জন্য রাশিয়া ইতিমধ্যেই সার রফতানির পরিমাণ বাড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই সরবরাহ অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিজের আন্তরিক শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, খুব শীঘ্রই সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ বৈঠকের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি আলাপ ও বৈঠক হবে। পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে সোমবার সকালেই রাশিয়ার ফার্স্ট ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার দেনিস মানতুরেভের সঙ্গেও এক বৈঠকে অংশ নেন এস জয়শঙ্কর। দুই দেশের মধ্যে কীভাবে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায়, সেই বিষয়ে তাঁদের বিস্তারিত কথা হয়েছে।

'বিনিয়োগকারীরা ফুটপাথের অবস্থা যানজট দেখলে বিনিয়োগ

১-র পাতার পর- ফুটপাথ না বড়লোকের, না গরিবের। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে এটা সাধারণ মানুষের। তাই ফুটপাথ মানুষের চলাফেরার জন্য ফ্রি রাখতে হবে। মানুষ পরিচ্ছন্ন শহর চায়।'' রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, ''বিরোধীদের অসুবিধা হচ্ছে বেআইনি পার্কিং সরানো নিয়ে, ফুটপাথ নিয়ে অসুবিধা নিয়ে।'' তিনি এও বলেন, ''বিনিয়োগ কর্মসংস্থানের কথা হচ্ছে। প্রথমে দর্শনধারী, বাদমে গুণ বিচারি। বিদেশের ছাড়ুন, দেশের কোনও বিনিয়োগকারী এসে দেখেন যে অবস্থায় ফুটপাথ রাস্তা, ফ্লাইওভার নেই, যানজট, তাহলে আসবে কোনও বিনিয়োগকারী?'' তাঁর সংযোজন, ''মুখ্যমন্ত্রী বলেছে ১০ অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত রাস্তা আমরা ঠিক করে দেব। আজ ড্রেন পরিষ্কার করা হচ্ছে। বিরোধীরা এতদিন কেন কর্মসংস্থান দেননি? এটাই বলার বিশাল জনসমর্থন নিয়ে এসেছি কাজ করবই।''

মহুয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ, নির্দেশ হাইকোর্টের

১-র পাতার পর- মামলায় মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে বিএনএস-এর একাধিক ধারা উল্লেখ করা হয়েছে। ৭৯ ধারা (নারীর শ্লীলতাহানি/মর্যাদাহানির অভিযোগ ১৯৬ ধারা (গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা উস্কে দেওয়ার অভিযোগ) ২৯৯ ধারা (ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ) ৩৫১ ধারা (অপরাধমূলক ভয় দেখানোর অভিযোগ) ৩৫৩(২) ধারা (বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সংক্রান্ত অভিযোগ)। এরপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

NAME CHANGE

I, Sneha Raj, Presently Known as Sneha Khatun, D/O-Mukesh Kumar, date of birth 13/09/2004, Aadhaar No-4554- 0122- 9001, formerly religion Hinduism, Presently Islam, R/O-Banwaripur, Meerpur, Rohta, Dist- Meerut, Uttar Pradesh, PIN 250502, my name Sneha Raj Embracing Islam I am known as Sneha Khatun In place of my former Hindu Name Sneha Raj so, Sneha Raj and Sneha Khatun is the same and one identical person by Notary Affidavit being S.L No. 2793, dated as 20/08/2026 advocate Subhamay Karmakar & Notary Public Abdulla Hil Baqui.

NAME CHANGE

I, Sipu Das (Old Name) W/o Nihar Ranjan Das Residing at Vill - Panchagram, P.o - Badkulla, P.s - Taherpur, Badkulla, Ranaghat, District - Nadia, Pin - 741121, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sipu Das (Old Name) to Sipu Das Sarkar (New Name) and henceforth I shall be known as Sipu Das Sarkar (New Name) in all purpose, vide affidavit no 10 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 21-08-2026. Sipu Das Sarkar (New Name) and Sipu Das (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, GOURAVE MUSKAN RAMAJAN w/o No. 15726813M, Rank-MK name GOURAVE RAMAJAN HASAN, residing at P.O.Surkandi(BK) TA Washim, Dist. Washim,state-Maharashtra, Pin-444505 do hereby solemnly affirm and declare that my actual Name is GOURAVE MUSKAN RAMAJAN instead of GOURAVE MUSAKAN RAMJAN which has been recorded in my previous Asdhar card & GOURAVE MUSKAN RAMJAN in my husband's service book record being unit No. 33, Armd Div Sig Regt.(AREN), Do-II No 0/0388/0001/2018. vide an affidavit notary dated 24.08.2026, GOURAVE MUSKAN RAMAJAN, GOURAVE MUSAKAN RAMJAN & GOURAVE MUSKAN RAMJAN are same and one identical person

Lost of Deed

I, KAMALESH GANGULY, son of Late Tulshi Ganguly, aged about 46 years, by faith Hindu, by nationality-Indian, by occupation -Business, residing at Prantik Apartment, Block C, Flat no-1, Ground floor, 60/67, Barackpore Trunk Road, Kolkata-700002, under Chitpur Police Station, do hereby solemnly affirm and declare That I have lost my two orginal deeds copy vide deed No-00732 & Deed No-03640 along with electric bill the month of July 2026, Tax Bill 2024-25, and Form C in favour of Goutam Paul and Kamalesh Ganguly, from the road above mention 4C, Northern Avenue, Ground Floor, Belgachia, Kolkata-700037, under Chitpur Police Station as on 24th July 2026 ardbmed 11 A.M in the morning. That for the said reason I have field one G.D at Chitpur police station vide G.D No-1539 Dated 20.08.26.

NAME CHANGE

I, Amrita Majumder Basu, W/o Rahul Basu, residing at Vill-Dipalinagar, P.O & P.S.-Balurghat, Dist.-Dakshin Dinajpur, West Bengal, do hereby declare that in my son's Romancha Basu document my name is wrongly written as Amrita Basu, but my actual name is Amrita Majumder Basu. I shall be known as Amrita Majumder Basu in all purpose, vide Affidavit No. 12449 dated 18/08/2026 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Balurghat, Dakshin Dinajpur. Amrita Majumder Basu and Amrita Basu both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nemai Mondal (old name) S/o-Nagendranath Mondal residing at Jhikta, Joypur, Khargram, Dist-Murshidabad, Pin-742157 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NEMAI MONDAL to NIMAI MONDAL and henceforth I shall be known as NIMAI MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Berhampore, Murshidabad dated 20/08/2026. NEMAI MONDAL (old name) and NIMAI MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bulu Rani Saha (old name), D/O Dukari Saha, W/O Biswanath Saha resident of vill: Margram Road, PO + PS : Rampurhat, Birbhum do hereby declare that I have changed my name from Bulu Rani Saha (old name) to Bularani Saha (correct name) in all purpose, vide affidavit No 91 sworn before the notary public at Rampurhat on 24.06.2026 Bularani Saha and Bulu Rani Saha both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SAHIDUL SK, S/O- ISMAIL SEIKH, resident of Satgechhiya, Naopara, P.O.-Satgachia, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713422, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SAHIDUL SEIKH in all purposes, vide affidavit No- 1368, dated 24.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SAHIDUL SK and SAHIDUL SEIKH both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ISMAIL SK, S/O- RABBANI SEIKH, resident of Satgechhiya, Naopara, P.O.-Satgachia, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713422, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ISMAIL SEIKH in all purposes, vide affidavit No- 1369, dated 24.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That ISMAIL SK and ISMAIL SEIKH both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md. Parwez Akhtar(Old name) S/o Md. Wasi residing at 5, Peter Lane, Chittaranjan Avenue, Bowbazar, Kolkata-700073 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Parvez Akhtar(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata dated 11.08.2026. Md. Parwez Akhtar and Md. Parvez Akhtar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rahul Sen S/o Debkumar Sen residing at Kodalia Tarakumar Kabi ratna road, PO-Kodalia, PS-Sonarpur, Kolkata-700146 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Debkumar Sen instead of Debu Sen, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Baruipur, South 24 Pgs. dated 18.08.2026. Debkumar Sen and Debu Sen both are same and one identical person.

জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা জিরিবাম-ইম্ফল নতুন রেললাইন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি পরিদর্শন

মালিগাঁও, ২৪ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার আশীষ বনসাল সম্প্রতি মর্যাদাপূর্ণ জিরিবাম-ইম্ফল নতুন রেললাইন প্রকল্পের অধীনের জিরিবাম-খংসাং, খংসাং-আওয়াংখুল এবং আওয়াংখুল-ইম্ফল

সেকশনগুলোর পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন নির্মাণকাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্টের সাথে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে পরিকাঠামো নির্মাণকাজের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করেন। আশীষ বনসাল খংসাং-আওয়াংখুল সেকশন এবং সেখানকার ইয়ার্ডগুলোও পরিদর্শন করেন এ সময় তিনি বিশেষ করে অক্টোবর ২০২৬ এ পরিকল্পিত সিআরএস পরিদর্শনের প্রস্তুতির বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি আরও ২৮ ও ১২ নম্বর ট্যানেল পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পটিতে ট্যানেল খনন কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন। জিরিবাম-ইম্ফল নতুন রেললাইন প্রকল্পটির মোট দৈর্ঘ্য ১১০.৬২৫ কিলোমিটার এবং এটি উত্তর- পূর্বাঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন অন্যতম চ্যালেঞ্জিং রেল-পরিকাঠামো প্রকল্প। প্রকল্পটি দুর্গম ও পাহাড়ি ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত এবং এতে ব্যাপক হারে ট্যানেল ও ব্রিজ নির্মাণের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের সাথে সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন রেললাইনটি নির্মাণ করা হচ্ছে, যার ফলে রাজ্য ও এই অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। প্রকল্পটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর বিস্তৃত ট্যানেল-নেটওয়ার্ক। এই প্রকল্পটিতে মোট প্রায় ৬৬.৪৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৫৪ টি ট্যানেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দুর্গম ভূতাত্ত্বিক ও পাহাড়ি এলাকার মধ্য দিয়ে এই ট্যানেলগুলোর নির্মাণকাজ ইঞ্জিনিয়ারিং এসিভমেন্টের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য এর জন্য প্রয়োজন উন্নত নির্মাণকৌশল এবং একই সাথে কঠোর সুরক্ষা ও গুণমান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা। এই প্রকল্পের অধীনে ১৫টি মেজর ও ১১৬টি মাইনর ব্রিজও রয়েছে এর মধ্যে নোনেতে নির্মিত সবচেয়ে উঁচু ব্রিজ নং ১৬৪ ও অন্তভুক্ত, যার পিয়ারের উচ্চতা ১৪১ মিটার। রেলওয়ে অ্যালাইনমেন্টের ওপরে ট্রেন এবং রোড যানবাহনের সুরক্ষা ও সুগম চলাচল সহজতর করার লক্ষ্যে এই পরিকাঠামোসমূহ নির্মাণ করা হচ্ছে। জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইনে মোট ১১টি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। স্টেশনগুলো হল জিরিবাম, ভাঙ্গাইচুংপাও, রানি গাইদিনলিউ, কাম্বিরন হল্ট, থিংগাউ, খংসাং, আওয়াংখুল, ননি, টুপুল, হাওচং রোড হল্ট এবং ইম্ফল। এই স্টেশনগুলো পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণের জন্য উন্নত রেল সংযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এই প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জিরিবাম - ভাঙ্গাইচুংপাও সেকশনটি ফেব্রুয়ারি ২০১৭-এ চালু করা হয়েছিল এবং ভাঙ্গাইচুংপাও - খংসাং সেকশনটি সেপ্টেম্বর ২০২২-এ চালু করা হয়েছিল। বাকি অংশগুলোর কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার দিকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। উক্ত পরিদর্শনকালে আশীষ বনসাল সুরক্ষা, নির্মাণ-গুণমান এবং সময়মতো কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার ওপর জোর দেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ফিল্ড কর্মীদের সাথে কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন এবং প্রকল্পের কাজ সূচারুরূপে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে নির্মাণ কার্যসূচী সুগমভাবে পর্যবেক্ষণ ও সমস্যা দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন। জিরিবাম-ইম্ফল নতুন রেললাইনটি মণিপুর এবং দেশের অন্যান্য অংশের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাবে। যাত্রীদের জন্য দ্রুততর ও অধিক নির্ভরযোগ্য পরিবহন সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি, এই রেলপথটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও সামগ্রী পরিবহনে সহায়তা করবে, পরিবহন ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে এবং এই অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। এই পরিদর্শন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রধান রেলওয়ে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলো দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর অব্যাহত প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন যেখানে সুরক্ষা, গুণমান এবং দক্ষ বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এক মাস ধরে জলবন্দী স্কুল, চত্বরে হাঁস-প্রশাসনের নজর কোথায়!

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৪ আগস্ট ঃ প্রায় এক মাস ধরে জলবন্দী বিদ্যালয়। স্কুল ভবন ঘিরে এক হাঁটু জল। সেই জলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে হাঁস। পচা, দুর্গন্ধময় নোংরা জল পেরিয়েই পিঠে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে আসতে হচ্ছে খুদে পড়ুয়াদের। রান্নাঘরও জলমগ্ন। ফলে মিড ডে মিল রান্না হচ্ছে বিদ্যালয়ের বারান্দায়। বার বার জানানো সত্ত্বেও জমা জল নিষ্কাশনে কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ। প্রশাসনের এমন চরম উপেক্ষায় নয়াগ্রামের কেতকীনেশিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কার্যত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেই চলছে পঠনপাঠন। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস ধরে স্কুল চত্বর ও চারপাশে জল জমে রয়েছে। জল পেরিয়েই প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসছে ৩৬ জন পড়ুয়া। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছিল যে, প্রথম দিকে স্থানীয় একটি ক্লাবঘরে অস্থায়ী ভাবে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কিন্তু ওই ক্লাবঘরে মৌমাছির বাসা থাকায় পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফের জলমগ্ন বিদ্যালয়েই ক্লাস শুরু করতে হয়। এখন স্কুলের চারপাশে থইথই জল। তার মধ্যেই চলছে পঠনপাঠন। দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকায় তৈরি হয়েছে পচা গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যালয় চত্বরে জমে থাকা জলের মধ্যে হাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই জল পেরিয়েই ছোট ছোট পড়ুয়াদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। অভিযোগ, গত বছর বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা কংক্রিটের করা হয়। তার পর থেকেই জল নিষ্কাশনের সমস্যা আরও বেড়েছে। রাস্তার জল নেমে বিদ্যালয়ের পাশে জমছে। কিন্তু বের হওয়ার পথ না থাকায় সেই জল দিনের পর দিন জমে থাকছে। বর্ষার সময় প্রতি বছরই এই সমস্যা হয় বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। তবে এ বার পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেকটাই ভয়াবহ। জল জমার জেরে শুধু পঠনপাঠন নয়, মিড ডে মিল রান্নাতেও সমস্যা হচ্ছে। জল ঢুকে

পড়ায় রান্নাঘর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের বারান্দাতেই রান্নার কাজ চলছে। বিদ্যালয়ে রয়েছেন দু'জন শিক্ষক এবং এক জন প্যারা-টিচার। প্রধান শিক্ষক সত্যব্রত মাহাতো বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের চারপাশে জল জমে রয়েছে। বিষয়টি ব্লক প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অভিভাবকদের আশঙ্কা, দীর্ঘদিন ধরে নোংরা জল জমে থাকায় রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। ছোট পড়ুয়াদের ওই জল পেরিয়ে প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াতও ঝুঁকিপূর্ণ। তাঁদের প্রশ্ন, এক মাস ধরে এমন পরিস্থিতি চলার পরেও প্রশাসনের নজর কেন পড়ছে না? পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে দ্রুত বিদ্যালয় চত্বর থেকে জমা জল সরানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

কামাল করলেন অধীর চৌধুরী, কংগ্রেস নেতার হাত ধরে ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যান এলেন কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৪ আগস্ট ঃ আবার একবার মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তি বাড়ালো কংগ্রেস। সম্প্রতি অধীর চৌধুরীর হাত ধরে বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতি দখল করেছে কংগ্রেস। রবিবার বিকালে মালদা দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর উপস্থিতিতে এবং প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান ইনজামামুল ইসলাম রাজা এবং ভাইস চেয়ারম্যান খায়রুল ইসলাম সহ মোট পাঁচজন কাউন্সিলর কংগ্রেসে যোগ দিলেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান একসঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় পুরসভা বর্তমানে কংগ্রেসের দখলে এলো। ২১ আসন বিশিষ্ট ধুলিয়ান পুরসভায় চেয়ারম্যান ইনজামামুল ইসলামের বিরুদ্ধে গত ৪ আগস্ট ১৩ জন কাউন্সিলার অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। যদিও এরপর ১৪ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান অনাস্থা প্রস্তাবের কোনও বৈঠক ডাকেননি। সূত্রের খবর, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব সই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম খাইরুল ইসলাম। ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান সুমিত সাহাকে গত ১০ মাস আগে অপসারণ করার পর ওই পদটি খালি ছিল। ইনজামামুল ইসলাম হঠাৎই সেই পদে খায়রুল ইসলামকে বসিয়ে দেন। আজ অধীর চৌধুরীর হাত ধরে ধুলিয়ান পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামীরা সহ পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান একসঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ধুলিয়ানের মাটিতে এই রাজনৈতিক যোগদান সভায় পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাধিপতি ওবাইদুর রহমান সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতা ইউসুফ হোসেন, সঞ্জয় জৈন, মনিরুল ইসলাম, আনিকুল ইসলাম সহ শতাধিক তৃণমূল নেতা ও কর্মী আজ অধীর চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন। ধুলিয়ান পুরসভায় কংগ্রেস হঠাৎ করেই শক্তি বৃদ্ধি করলেও এখনও হাল ছাড়তে নারাজ বিরোধী শিবির। তাঁদের দাবি চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান একসঙ্গে কংগ্রেসে যোগদান করলেও পুরসভা এখনই কংগ্রেসের হয়ে যাচ্ছে না। ইনজামামুল ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীতে বর্তমানে ১৬ জন কাউন্সিলর রয়েছেন বলে তাঁদের দাবি। চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান এখনও পুরসভায় অনাস্থা ভোটের দিন স্থির না করায় ইতিমধ্যেই বিরোধী গোষ্ঠী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁদের আশা আগামী ২৬ আগস্টের পর গোটা চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে এলাকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল নেতা এবং জনপ্রতিনিধিরা একসঙ্গে কংগ্রেসের যোগদান করায় ধুলিয়ান জুড়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গেছে। ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য নেতাকর্মীদেরকে কংগ্রেসের পতাকা ধরিয়ে দলে বরণ করে অধীর চৌধুরী বলেন, কিছু লোক নিজের ভুল স্বীকার করে কংগ্রেসে এসে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে চাইছে। তাই দলের কর্মী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব নিজের ভুল বুঝতে পেরে যারা ফিরে আসছে এবং সততা ও ন্যায়ের পথে চলতে চাইছে তাঁদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া। তাই আমরা এদের সকলকে সুযোগ দিয়েছি। আজ শয়ে শয়ে মানুষ আমাদের দলে যোগদান করেছেন। অধীর চৌধুরী বলেন, কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য সাধারণ মানুষের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সরকার সেটা রুখে দিতে চাইছে। আমরা সেই অর্থে কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান আমাদের পক্ষে আনার জন্য উৎসাহিত নই। পঞ্চায়েত প্রধান বা পুরসভার চেয়ারম্যান আমাদের দলে যোগদান করছেন কিনা তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথা নেই। তবে আমরা চাই তৃণমূল কর্মীরা নিজেদের ভুল বুঝে আমাদের সঙ্গে আসুক। এই জেলায় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা দরকার।

ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং ডানলপ পাঞ্জাব ইউথ ক্লাবের সহযোগিতায় ডানলপ মোড়ে ট্রাফিক নিয়ম এবং সচেতনতার উপর একটি আলোচনা সভা হয় এবং ফ্রি হেলমেট ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় । উপস্থিত ছিলেন ডি সি পি ট্রাফিক রাজনারায়ণ মুখার্জি এবং বরানগরের বিধায়ক সজল ঘোষ এবং সংস্থার আহ্বায়ক সুরজিত সিং । বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে হেলমেট পড়ে টু হুইলার চালানোর অনুরোধ করেন টু হুইলার যাত্রীদের এবং ট্রাফিক নিয়ম মানার অনুরোধ করেন সকলকে । ছবি- সুবল সাহা।

৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটে ব্যাহত ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৪ আগস্ট ঃ কর্মী-সংখ্যা বৃদ্ধি, শূন্যপদে নিয়োগ-সহ একাধিক দাবিতে সোমবার ও মঙ্গলবার ৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটে সামিল হলেন ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী সমিতির যৌথ সমর্থনে রাজ্য জুড়ে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের দাবি, ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের ১০০ শতাংশ কর্মীই ধর্মঘটে সামিল হওয়ায় আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হবে। বিচারপ্রার্থীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন আন্দোলনকারীরা। কর্মীদের অভিযোগ, ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আদালত থেকে পৃথক হয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত গঠিত হয়। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট নতুন ভবনের উদ্বোধন হলেও পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও কর্মী নিয়োগে প্রশাসনিক উদাসীনতা রয়েছে। এখনও প্রায় ৪০ শতাংশ পদ শূন্য। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতে সেরেস্তাদারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিয়োগে হয়নি বলে দাবি। ২০২৪ সালে চালু হওয়া পারিবারিক আদালতও স্থায়ী ও স্বতন্ত্র কর্মী ছাড়াই চলছে বলে অভিযোগ।

মালদা টাউন হলে জেলা স্তরীয় সেমিনার ও কৃষক সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ আগস্ট ঃ আজ মালদা টাউন হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত জেলা স্তরীয় সেমিনার ও কৃষক সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মন্ডল। এই সেমিনারের মাধ্যমে জেলার কৃষকদের উদ্যানপালন দপ্তরের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষিজ পণ্যের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়। মালদার কৃষি ও উদ্যানপালনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, নতুন উদ্যোগ এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রত্যন্ত এলাকার কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং কৃষিকে আরও লাভজনক করে তোলার মাধ্যমে আত্মনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়াই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **অতুলচন্দ্র রায়**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **মানিক রায়**
ঠিকানাঃ **নাজির পাড়া, পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **অতুলচন্দ্র রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **146** নং বহি **18.11.15** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **1628-11.04.16**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/7147**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- খড়িয়া, সিট নং-27, R.S.দাগ নং- 469 L.R. দাগ 755, L.R. Khatian 1218 জমির পরিমান ১২ ডি
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **অতুলচন্দ্র রায়**
পিতাঃ বীর চিলা রায়
ঠিকানাঃ নাজির পাড়া, পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১৩২

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ প্রিয়াঙ্কা সা, পিতাঃ লক্ষণ সা।
আমমোক্তারনামা দাতা ও দাত্রীঃ
১) শ্রীমতী ইলা ভট্টাচার্য্য, স্বামী- প্রয়াত জীবন ভট্টাচার্য্য।
২) শ্রীমতী সুপ্রিতি সরকার (ভট্টাচার্য্য), স্বামী -শ্রী সাধন সরকার।
৩) শ্রীমতী রীতা ভট্টাচার্য্য, স্বামী -শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য।
৪) শ্রী মৌসুম ভট্টাচার্য্য, পিতা -প্রয়াত জীবন ভট্টাচার্য্য।
৫) শ্রী উৎপল ভট্টাচার্য্য, পিতা -প্রয়াত জীবন ভট্টাচার্য্য
ঠিকানাঃ পশ্চিম সেবাগ্রাম, পোঃ দেবনগর, থানাঃ কোতয়ালী, জেলাঃ জলপাইগুড়ি।
গ্রহীতাঃ শ্রী শুভব্রত চৌধুরী, পিতা- প্রয়াত বরেন চৌধুরী।
ঠিকানাঃ পাহাড়ি পাড়া, ওয়ার্ড নং ৬, পোঃ জলপাইগুড়ি, থানাঃ কোতয়ালী, জেলাঃ জলপাইগুড়ি।
আমমোক্তারনামা নং ও সনঃ 740/2026 (1 নং বহি 0702-2026 নং ভল্যুমের)
আমমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I -1798/2026
নামজারি কেস নংঃ MN/0226/0702/6199
উক্ত আমমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমস্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করনে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ, পরিমাণ খতিয়ান সই ক্রেতা গ্রহীতা ও বিক্রেতা দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ
মৌজা- খরিয়া, সিট নংঃ 27, RS Khatian: 1367, LR Khatian: 4155 R.S দাগ নংঃ 1098, L.R দাগ নংঃ 295, 2 (দুই) কাঠা জমি বা ৩.৩ ডেসিমেল। গ্রহীতা- প্রিয়াঙ্কা সা ঠিকানাঃ রায়কত পাড়া, ওয়ার্ড নং ১, পোঃ জলপাইগুড়ি, থানাঃ কোতয়ালী, জেলাঃ জলপাইগুড়ি। দাতা ১) শ্রীমতী ইলা ভট্টাচার্য্য ২) শ্রীমতী সুপ্রিতি সরকার (ভট্টাচার্য্য), ৩) শ্রীমতী রীতা ভট্টাচার্য্য, ৪) শ্রী মৌসুম ভট্টাচার্য্য, ৫) শ্রী উৎপল ভট্টাচার্য্য, ঠিকানাঃ পশ্চিম সেবাগ্রাম, পোঃ দেবনগর, থানাঃ কোতয়ালী, জেলাঃ জলপাইগুড়ি।
(আদেশ নং- ১০০০-I.S./ ২২ / ২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ প্রিয়াঙ্কা সা
পিতাঃ লক্ষণ সা
ঠিকানাঃ রায়কত পাড়া, ওয়ার্ড নং- ০১, পোঃ জলপাইগুড়ি, থানাঃ কোতয়ালী, জেলাঃ জলপাইগুড়ি।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
সুমিত রায় / অমিত রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ **পিনাকি বিশ্বাস**
ঠিকানাঃ **বোদা পাড়া, মন্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **5571** নং বহি **28.11.23** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **143-08.01.24**
নামজারি কেস নংঃ **MN/ 2026/0702/6880 / 6881**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-বাঁশকুন্ঠিয়া, সিট নং-02, R.S.দাগ নং- 151 L.R. - 247, 246, 305, 306, 281, 282 মোট জমি 145.5
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **সুমিত রায় / অমিত রায়**
পিতাঃ সুবল রায়
ঠিকানাঃ তাঁতী পাড়া, পোঃ মন্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১৩২

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ সিট-বার্থ-আর_২৬-২৮, তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ কমপ্লেক্স, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ডাকঘর ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নোটিস নং. ঃ সিট-বার্থ-আর_২৬-২৮। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে ০২ (দুই) বছরের মেয়াদের জন্য ওয়ার্কস কনট্র্যাক্টের মাধ্যমে ক্যারেজ কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে নন-এসি কনভেনশনাল (সিএন, জিএস, সিজেড) এবং এলএইচবি কোচসমূহ (এলডব্লুএসসিএন, এলডব্লুএস)-র বার্থ/সিট/ব্যাকরেস্ট খোলা, খালাস, পরিবহন, মেরামতি, বোঝাই, ফিট করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৩৩,৯৫,১৮৭.০১ টাকা জিএসটি সমেত। **টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) ঃ** শূন্য। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাবে। **প্রদেয় দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,৬৮,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২ (দুই) বছর। **বিজ্ঞাপনের সময়কাল ঃ** ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **প্রস্তাব দাখিলের সময় ঃ** ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত-র ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে থেকে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতা ঃ** ৬৬ (ছেষট্টি) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** টেন্ডার ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে বা তার পর খোলা হবে। MISC-157/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা -৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৭৬ -২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "ডিইএন /III/শিয়ালদহ-এর অধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ পিডব্লুআই কৃষ্ণনগর সিটি-র অধীনে ৭টি গ্যাংহাট এবং মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর ১-এনজি, ৩ এমবিবি এবং পিডব্লুআই /বেলডাঙা-র অধীনে ৭ এমবিবি, ৮ এমবিবি, ৯ এমবিবি, ১৫ এমবিবি, ১৬ এমবিবি নির্মাণের প্রস্তাব" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৩,১৭,৬০৬.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬৬,৪০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৪৯ -২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "দমদম জংশন স্টেশনে নতুন সাব- স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক কাজ" - সাব-স্টেশন স্থানান্তরের সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩২,৭৫,৩৪৭.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৫,৫০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৭৮ -২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ (তিন) বছরের জন্য শিয়ালদহ স্টেশনের সাউথ বুকিংয়ের নিকটে (মেসার্স জনসন নির্মিত) (০২টি) যাত্রী এসক্যালেটরের বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি ও ব্রেকডাউন-এর চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৭১,৪৭৯.৬৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪৯,৪০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ২৭.০৮.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ১০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোয়। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**।

SDAH-191/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

DECILLION FINANCE LIMITED

Regd. Office: 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata - 700001
Email: info@decillion.co.in; **Website:** www.decillion.co.in
CIN: L65999WB1995PLC067887

Notice of Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Shares

Notice is hereby given that pursuant to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026 ("SEBI Circular"), a Special window is open for a period of one year, from February 05, 2026 to February 04, 2027 to facilitate transfer and dematerialization of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. Investors who have missed the earlier deadline are encouraged to take advantage of this opportunity.

During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Listed Company/RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer- cum-demat requests.

The eligible investors can submit their requests along with requisite documents to the Company: Decillion Finance Limited at 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata-700001, E-mail: info@decillion.co.in. For further details, please refer SEBI Circular available at Company's website www.decillion.co.in.

For Decillion Finance Limited
Sd/-
Date: 25.08.2026 **Yogesh Sharma**
Place: Kolkata **Company Secretary & Compliance Officer**

ফর্ম জি
রিয়েল এস্টেট ও নির্মাণ খাতে কর্মরত সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ অফিস নং ৪২২, লেভেল ৪, ডাইনেস্টি এ উইং, আন্ধেরি-কুর্লা রোড, মুম্বই সিটি, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ভারত, ৪০০ ০৫৯

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া অবস্থা নিরসন প্রক্রিয়া) প্রবিধানমালা, ২০১৬-এর প্রবিধান ৩৬এ-এর উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীনে)

ক্রম.	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	কর্পোরেট দেনাদারের নাম এবং সেই সাথে প্যান ও সিআইএন / এলএলপি নম্বর।	সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড প্যান - AAMCS4495C সিআইএনঃ L70102MH2008PLC184142
২.	নিবন্ধির অফিসের ঠিকানা	অফিস নং ৪২২, লেভেল ৪, ডাইনেস্টি এ উইং, আন্ধেরি-কুর্লা রোড, মুম্বই সিটি, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ভারত, ৪০০০৫৯
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://srdl-cirp.com/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত, সেই স্থানের বিবরণ	কর্পোরেট দেনাদারের কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই।
৫.	প্রধান পণ্যসেবা / সমূহের স্থাপিত সক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়। কর্পোরেট দেনাদারের কোনো কার্যক্রম বর্তমানে চলমান নেই।
৬.	গত অর্থবছরে বিক্রিত প্রধান পণ্যসেবার পরিমাণ ও মূল্য	২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিচালন-জনিত আয় ছিল শূন্য। উক্ত বছরগুলোতে অন্যান্য আয় ছিল যথাক্রমে ৫.০৬৭৫ কোটি টাকা, ২৩.৫৫ লক্ষ টাকা এবং ৪.৯৫ লক্ষ টাকা।
৭.	কর্মচারী / শ্রমিকের সংখ্যা	সিআইআরপি শুরুর তারিখে, কর্পোরেট দেনাদারের কোনো কর্মচারী বা শ্রমিক নেই এবং কোনো চলমান কার্যক্রমও নেই।
৮.	সর্বশেষ উপলব্ধ দুই বছরের আর্থিক বিবরণী (সময়সূচিসহ) এবং পাওনাদারদের তালিকা-সহ আরও বিস্তারিত তথ্য ইউআরএল-এ পাওয়া যাবেঃ	cirpofsunstar@gmail.com-এ ইমেল করে অথবা https://srdl-cirp.com/-এর মাধ্যমে একই তথ্য পাওয়া যেতে পারে।
৯.	কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারার অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতার বিষয়টি এই ইউআরএল-এ পাওয়া যাবেঃ	cirpofsunstar@gmail.com-এ ইমেল করে অথবা https://srdl-cirp.com/-এর মাধ্যমে একই তথ্য পাওয়া যেতে পারে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশের আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	০৯-০৯-২০২৬
১১.	সম্ভাব্য সমাধান আবেদনকারীদের সাময়িক তালিকা প্রকাশের তারিখ	১৯-০৯-২০২৬
১২.	অস্থায়ী তালিকার বিষয়ে আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৪-০৯-২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য সমাধান আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	০৪-১০-২০২৬
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারকলিপি, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন পরিকল্পনার অনুরোধপত্র জারির তারিখ	০৯-১০-২০২৬
১৫.	সমাধান পরিকল্পনা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৮-১১-২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য ইমেইল ঠিকানা	cirpofsunstar@gmail.com
১৭.	এমএসএমই হিসেবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধনের অবস্থার বিবরণ।	কর্পোরেট দেনাদার কোনো এমএসএমই নয়।

শ্রী বিনোদ কুমার চৌরাসিয়া
এর রেজোলিউশন প্রফেশনাল
সানস্টার রিয়েলটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (সিআইআরপি অধীনে)
আইবিবিআই রেজি. নং. IBBI/IPA-001/1P-P00100/2017-18/10200
আইবিবিআই রেজিস্টার্ড ঠিকানাঃ
তারিখঃ ২৫-০৮-২০২৬ এ-৭৫৬, সেক্টর-২, রোহিনী, নয়া দিল্লি-১১০০৮৫
স্থানঃ দিল্লি ইমেলঃ cirpofsunstar@gmail.com

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/WS/ARSM Sq. BPS, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/ARSM/27/2026-27

Name of the Work : **Supply and delivery of carbon brushes and carbon brush holders of H. T. slip ring Motor No. 1 at RSM Sq BPS;** Estimated Amount : **Rs. 1,93,072.00;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of subimssion of bid**: 10.09.2026 up to 2 p.m.;** Tender will be opened on **: 12.09.2026 after 2 p.m.** The bid froms and other details are avaialble on and from **27.08.2026 at 10 a.m.;** For details information please visit **website : https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (WS) / Jadavpur Unit / Br-XII, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-06/1ST CALL

Name of the Work : **Restoration of water supply service pipe line by repairing of leaks and other allied works at Vivekananda Park, 1 No. Mukundapur and its surrounding area in Ward No. 109, Br-XII;** Estimated Amount : **Rs. 2,95,406.19** ; Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-09/1ST CALL

Name of the Work : **Emergency leak repairing of 600 MM dia filtered water pipe line on 2 No. Netaji Nagar Main Road near Drainage Pumping Station by M. S. Jacketing in Ward No. 109, Br-XII;** Estimated Amount : **Rs. 2,50,250.02** ; Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **07 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/109/26-27/M-07/1ST CALL

Name of the Work : **Restore of water supply service pipe line by repairing of leaks and other ancillary works at Survey Park, Bara Khola and its surrounding area in Ward No. 109, Br-XII;** Estimated Amount : **Rs. 2,95,796.37;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/WS/BR-XII/105/26-27/M-3/2ND CALL

Name of the Work : **Maintainance of water supply pipe line by repairing of leak at Service pipe service Main and providing stand post at Haltu School Road, K. P. Roy Lane, Ram Lal Bazar, Ghosh Para and its surrounding area in Ward No. 105, Br-XII;** Estimated Amount : **Rs. 2,98,388.90** ; Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of online subimssion of bid**: 10.09.2026 at 4 p.m.[For Sl. No. 1 to 4];** Tender will be opened on **: 12.09.2026 at 4 p.m.[For Sl. No. 1 to 4];** The bid froms and other details are avaialble on the **website : https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4].** For any addendum or corrigendum, please refer to the **website: https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The **Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-14/26-27

Name of the Work : **Restoration of F.W. supply by repairing of leaks of 100 MM, 150 MM and 250 MM Dia mains near 5, C. N. Roy Road, 36, Topsia Road, 3, Ganesh Ghosh Lane and different spots in Ward No. 66;** Estimated Amount : **Rs. 2,99,847.00** ; Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **14 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-12/26-27

Name of the Work : **Restoration of F.W. supply against contamination at 1) 177 Picnic Garden Road (Plot), 2) 1 to 4B Bedia Danga Masjid Bari Bye Lane with some allied works in Ward No. 67;** Estimated Amount : **Rs. 2,90,814.00** ; Earnest Money: **Rs. 5,820.00;** Period of Completion: **09 days.** Last date and time of receipt/ opening of tender (online)**: 14.09.2026 at 1 p.m./ 16.09.2026 at 1 p.m.[For Sl. No. 1 & 2].;** The bid froms and other details are avaialble from the **website : https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Dy. Chief Engineer/(WS-II), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/ARSM/29/2026-27

Name of the Work : **Replacement of burn out cables and other related damaged electrical accessories of L.T. panel distribution system of different locations at Park Circus BPS ;** Estimated Amount : **Rs. 2,51,034.00;** Earnest Money: **Rs. 5,500.00;** Period of Completion: **15 days.;** Time and last date of receipt of tender(online): **08.09.2026 at 2 p.m.;** Time and date of opening of tender (online): **10.09.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.08.2026 - 10 a.m.**

(2) NIT No. : WS/SBPS/E/2026-27/02

Name of the Work : **Upgradation of soft starter control and protection system of HT Pump-Motor No. 3 and 4 at Sirity BPS ;** Estimated Amount : **Rs. 2,83,444.00;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **15 days.**

(3) NIT No. : WS/CHETLABPS/26-27/05

Name of the Work : **Replacement of defective 400 MM diameter Butterfly Valve with Gear Box and Dismantling joint at Chetla BPS ;** Estimated Amount : **Rs. 2,95,837.00;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **07 days.;**

(4) NIT No. : WS/SPBPS/2026-27/09

Name of the Work : **Repairing of damaged 450 MM Dia Hydraulic NRV of HT pump delivery Unit No. 2 at Senpally BPS ;** Estimated Amount : **Rs. 1,69,474.00;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **25 days.;** Time and last date of receipt of tender(online): **12.09.2026 at 2 p.m.[For Sl. No. 2 to 4];** Time and date of opening of tender (online): **14.09.2026 at 2 p.m.[For Sl. No. 2 to 4];** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2026 - 2 p.m.; [For Sl. No. 2 to 4].** From the **website : https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Zone-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/152/26-27

Name of the Work : **Supply of services for operation and routine up keeping of Street Lighting System from VIP Bazar to Baghajatin ROB at E.M. Bypass under Br- XII;** Estimated Amount : **Rs. 3,99,482.00** ; Earnest Money: **Rs. 8,000.00;** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of completion of bid**: 07.09.2026 up to 3 p.m.;** The bid froms and other details are avaialble on and from **25.08.2026 from 3 p.m.** from the **website : https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Zone-V/BR-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTGV/122R/26-27/LR (2nd Call)

Name of the Work: **Repairing and renovation of existing Street Lighting System at Haridebpur area, Banamali Banerjee Road, Dakshin Para and other different areas in Ward No. 122, KMC;** Estimated Amount : **Rs. 2,48,993.28;** Earnest Money: **Rs.4,980.00;** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTGV/122R/26-27/PC (2nd Call)

Name of the Work: **Safety precaution by installation of insulating materials on the existing Street Light Poles at Arobinda Pally, K. K. Road and surrounding water logging areas in Ward No. 122 under Br- XIII;** Estimated Amount : **Rs. 2,87,396.51;** Earnest Money: **Rs. 5,750.00;** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTGV/122R/26-27/S1 (2nd Call)

Name of the Work: **Supply and delivery of outdoor energy efficient LED Street Light Fittings at different areas in Ward No. 122, KMC;** Estimated Amount : **Rs. 2,99,698.14;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid**: 05.09.2026 - 9 a.m.[For Sl. No. 1 to 3].;** Bid opening date and time for technical proposal: **05.09.2026 (9.30 a.m.)[For Sl. No. 1 to 3];** The bid froms and other details are avaialble on and from **25.08.2026 - 4 p.m.** from the **website : https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

397/26-27

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office: 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata-700001
Email:info@kaushalinvest.com; **Website:** www.kaushalinvest.com
CIN: L65993WB1981PLC033363

Notice of Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Shares

Notice is hereby given that pursuant to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026 ("SEBI Circular"), a Special window is open for a period of one year, from February 05, 2026 to February 04, 2027 to facilitate transfer and dematerialization of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. Investors who have missed the earlier deadline are encouraged to take advantage of this opportunity.

During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Listed Company/RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer- cum-demat requests.

The eligible investors can submit their requests along with requisite documents to the Company: Kaushal Investments Limited at 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata-700001, E-mail: info@kaushalinvest.com. For further details, please refer SEBI Circular available at Company's website www.kaushalinvest.com

For Kaushal Investments Limited
Sd/-
Date: 25.08.2026 **Virendra Gupta**
Place: Kolkata **Company Secretary & Compliance Officer**

VIRAT LEASING LIMITED

Regd. Office: 1, Crooked Lane, 3rd Floor, Room No-324, Kolkata-700 069
Corp. Office: Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, Room No. D-8, Kolkata - 700001
Email: info@vll.co.in; **Website:** www.vll.co.in
CIN: L65910WB1984PLC098684

Notice of Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Shares

Notice is hereby given that pursuant to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026 ("SEBI Circular"), a Special window is open for a period of one year, from February 05, 2026 to February 04, 2027 to facilitate transfer and dematerialization of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. Investors who have missed the earlier deadline are encouraged to take advantage of this opportunity.

During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Listed Company/RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer- cum-demat requests.

The eligible investors can submit their requests along with requisite documents to the Company: Kaushal Investments Limited at Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata-700001, E-mail: info@vll.co.in. For further details, please refer SEBI Circular available at Company's website www.vll.co.in

For Virat Leasing Limited
Sd/-
Date: 25.08.2026 **Manisha Khandelwal**
Place: Kolkata **Company Secretary & Compliance Officer**

রঞ্জিতে ৮২৮ রান করেও ব্রাত্য সনৎ!

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ২৪ আগস্টঃ ঘরোয়া ক্রিকেটে দলবদল নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। রঞ্জি ট্রফিতে রানের পাহাড় গড়ার পরও দলীপ ট্রফির একাদশ থেকে বাদ পড়তে হলো ব্যাটারকে। বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অব এক্সেলেন্সের মাঠে ওয়েস্ট জোনের বিরুদ্ধে দলীপ ট্রফি ২০২৬-এর কোয়ার্টার ফাইনালে নর্থ জোনের প্রথম একাদশ সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। ২০২৫-২৬ মরশুমে রঞ্জি ট্রফিতে ৮২৮ রান তুলে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন দিল্লির ওপেনার সন সাংওয়ান। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁকে বসিয়ে খেলানো হলো লাল বলের পারফর্মার যশ ধুলকে। আর তাতেই ক্রিকেট মহলে শুরু হয়েছে তীব্র ক্ষোভ ও লবি চালানোর অভিযোগ। দিল্লির বিখ্যাত সনেট ক্লাবের বাঁ-হাতি ব্যাটার সনৎ সাংওয়ান গত রঞ্জি মরশুমে ৮২৮ রান করেছিলেন, যেখানে তাঁর আগে ছিলেন কেবল রবিচন্দ্রন স্মরণ (৯৫০) ও আয়ুশ দোসেজা (৯৪৯)। উল্টোদিকে, মূলত মিডল অর্ডার

ব্যাটার প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক যশ ধুলের গত রঞ্জি মরশুম কেটেছিল সাদামাটা, সংগ্রহে ছিল মাত্র ৩৮১ রান। বিশেষজ্ঞ ওপেনারের বদলে ধুলকে নামানো হলেও তিনি সুযোগ কাজে লাগাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হন। মুম্বইয়ের পেস জুটি তুষার দেশপাণ্ডে ও শার্দুল ঠাকুরের সুইংয়ের সামনে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়ে ২৬ বলে মাত্র ৯ রান করে শার্দুলের বলে পৃথ্বী শ-র হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। প্রথম ইনিংসে নর্থ জোন থামে মাত্র ২৫১ রানে। নর্থ জোনের প্রধান কোচ অজয় শর্মা এবং সহকারী কোচ শরণদীপ সিংয়ের এই সিদ্ধান্তে আলোচনা শুরু হয়েছে। ডিডিসিএ চিব অশোক শর্মা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, ''জোনাল ম্যাচে একাদশ চূড়ান্ত করেন দলের কোচরাই। কেন সনকে বাদ দিয়ে যশকে খেলানো হলো, তা আমি এখানে বসে বলতে পারব না।'' ডিডিসিএ-র অন্দরের এক শীর্ষ কর্তার অভিযোগ, 'মিডল অর্ডারে দোসেজা, আয়ুশ বাদোনি, আব্দুল সামাদ ও নিশান্ত সিন্ধুরা পারফর্ম করায় ধুলকে সেখানে জায়গা দেওয়া যাচ্ছিল না। তাই ডিডিসিএ-তে ব্যাকআপ না থাকা সনৎ সাংওয়ানকেই বলির পাঁঠা বানানো হলো।''

ডার্বি জিতে ফেরার পথে সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ আগস্টঃ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডার্বি জিতে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফেরার পথে আক্রান্ত হতে হলো লাল-হলুদ সমর্থকদের। রবিবার রাতে ম্যাচ শেষে স্টেডিয়াম সংলগ্ন ইএম বাইপাসের কাদাপাড়া এলাকা দিয়ে ফেরার সময় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়া এবং শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে। এমনকি বিকাশ ভবনের কাছাকাছি এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জও করতে হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ দাবি করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সোমবার সকালে ক্লাবে প্রথাগত বিজয় উৎসব ও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান শেষে সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দেন লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''এটা বহু দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। এর একটা স্থায়ী সমাপ্তি হওয়া খুব দরকার। সমর্থকরা ওই রাস্তা দিয়ে

ফেরার সময় যে ভাষায় এবং যেভাবে তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়, তার নিন্দার কোনও ভাষা নেই।'' তিনি আরও যোগ করেন, ''বিষয়টি নিয়ে আমি আগেও প্রশাসন ও বিগত সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম। তখন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। আজ বিকেলেই আমরা বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে যাচ্ছি। আমরা জানতে চাইব, কেন বারবার সমর্থকদের ওপর এই ধরনের হামলা হবে? কেনই বা প্রশাসন এর স্থায়ী কোনও সমাধান করতে পারছে না?'' ডুরান্ড কাপ জয়ের পর সোমবার সকালে ক্লাবের ঐতিহ্য মেনে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি মুরারিলাল লোহিয়া, সচিব রূপক সাহা, শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার এবং শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। রাতে দীর্ঘ উদযাপনের কারণে ফুটবলাররা সকালে উপস্থিত থাকতে না পারলেও বহু সমর্থকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান হয়। ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ম্যানেজারও। ক্লাবের পরিবেশ নিয়ে দেবব্রত সরকার স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, ''ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কোনও রাজনীতির জায়গা নেই। আমাদের প্রশাসনে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকেন না। সব সরকারের সঙ্গেই আমাদের সুসম্পর্ক থাকে এবং ক্লাবে কোনও রংবদল হয় না। যতদিন আমি আছি, ততদিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব রাজনীতিমুক্তই থাকবে।'' এদিকে ডুরান্ড জিতে ট্রফির খরা কাটালেও ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী বা মূল স্পনসর সমস্যা এখনও পুরোপুরি মেটেনি। একাধিক ছোট ইনভেস্টর নিয়ে দল গঠন হলেও দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন কর্তারা। সরকারের তরফ থেকেও এ বিষয় ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। সমর্থক ও ক্লাব কর্তাদের এখন একটাই দাবি-সমর্থকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মরশুমের বাকি টুর্নামেন্টগুলোতেও এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

শ্রীলঙ্কায় ভারতের দাপটের দিনে নজির ঋষভ পন্থের

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ২৪ আগস্টঃ শ্রীলঙ্কায় দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও ভারতের দাপট অব্যাহত। প্রথম দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে টিম ইন্ডিয়ার রান ছিল ৩০০। দ্বিতীয় দিনের একটা দীর্ঘ সময় বৃষ্টির জন্য নষ্ট হয়েছে। তাতেও ধ্রুব জুরেল, ঋষভ পন্থদের আটকানো যায়নি। জুরেল সেঞ্চুরি করে 'জয় জওয়ান, জয় কিষান' বার্তা দিলেন। নজির গড়লেন পন্থ। ৫০৩ রান তুলে ডিক্লেয়ার ঘোষণা করেন শুভমান গিল। ব্যাট করতে নেমে শ্রীলঙ্কার রান ২ উইকেট হারিয়ে ৮। প্রথম দিনে সেঞ্চুরি করেছিলেন দেবদত্ত পাড়িক্কল (১১৭)। হাফসেঞ্চুরি করেন শুভমান গিলও। চোট পেয়ে উঠে গেলেও টিম ইন্ডিয়ার তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, পন্থ নামতে পারবেন। হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দ্বিতীয় দিনে ফিরেই তাণ্ডব শুরু করেন। শর্ট বলের পালটা পুল মারেন। তার মধ্যে লাহিরু কুমারার একটি বল ফাইন লেগের দিকে সজোরে পুল করেন। তা কলম্বোর মাঠের ছাদ পেরিয়ে গিয়ে পড়ল স্টেডিয়ামের বাইরে। বল হারিয়েও যায়। শেষ পর্যন্ত ৮৯ বলে ৬৩ রানে আউট হন। পন্থ এদিন তিনটি নজির গড়েন। টেস্টে ছক্কা হাঁকানোর নজিরে ছাপিয়ে যান কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে। ৫২ টেস্টে মেরেছেন ১০২টি ছয়। গিলক্রিস্টের ছয়ের সংখ্যা ১০০। এছাড়া ভারত অধিনায়ক শুভমান

গিলকেও টপকে গিয়েছেন পন্থ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান এখন তারকা উইকেটকিপারের (২৯৪৮)। সেখানে গিলের রান ২৯১৭। এখানেই শেষ নয়। বিদেশের মাটিতে রানের নিরিখে পন্থ ছাপিয়ে গিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। বিদেশে ৩৬ টেস্টে পন্থের রান ২৫৩৪। সেখানে ৪৮ টেস্টে ধোনি করেছিলেন ২৪৯৬। দ্বিতীয় দিনের শেষে সেঞ্চুরি পেলেন ধ্রুব জুরেল। ভারতীয় টেস্ট দলের ৬ নম্বর জায়গাটা সম্ভবত পাকা করে নিলেন ২৫ বছর বয়সি উইকেটকিপার। মাঝে বৃষ্টির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিঙ্গল নিয়ে সেঞ্চুরি করেন। তারপর জার্সি তুলে হাতের পেশি দেখান। যেখানে লেখা ছিল, 'জয় জওয়ান, জয় কিষান।' আসলে জুরেলের বাবা সেনাবাহিনীতে ছিলেন। ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে লড়াই করেছেন। ২০০৮ সালে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নেন। কেরিয়ারে দ্বিতীয় সেঞ্চুরির পর এভাবেই সেলিব্রেট করলেন জুরেল। পরে উইকেটকিপারের দায়িত্বও সামলান। দ্বিতীয় দিনের শেষে ২ উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কার রান ৮। উইকেট তুলেছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও মানব সুথার। পিছিয়ে আছে ৪৯৫ রানে।

৫ গোলের জয়ে লা লিগা শুরু বার্সেলোনার

সংবাদ সংস্থা, এলচে, ২৪ আগস্টঃ এবারের লা লিগা শুরুর আট দিন পর প্রথম মাঠে নামল গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়নরা। প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার কাতালান দলটি জিতল ৫-০ গোলে। দুটি করে গোল করেন রাফিনিয়া ও ফের্মিন লোপেজ। অন্যটি অভিষিক্ত কারিম আডেইয়েমির। আরেক অভিষিক্ত অ্যান্থনি গর্ডন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে করেন দুটি অ্যাসিস্ট। প্রথমার্ধে দুটি গোল করলেও খুব একটা দাপট দেখাতে পারেনি বার্সেলোনা। বিরতির পর চেনা রূপে দেখা যায় তাদের। পুরো ম্যাচের ৫২ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১১টি শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। এলচের সাত শটের দুটি ছিল লক্ষ্যে। সপ্তম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পেয়ে হতাশ করেন লামিন ইয়ামাল। নিজেদের অর্ধ থেকে এরিক গার্সিয়ার উঁচু করে বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি, কিন্তু গোলরক্ষককে একা পেয়ে ছয় গজ বক্সের সামনে থেকে উড়িয়ে মারেন এবারের বিশ্বকাপজয়ী তারকা। গোলের জন্য যদিও বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়নি বার্সেলোনাকে। চতুর্দশ মিনিটে সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন অধিনায়ক রাফিনিয়া। বক্সে তিনি নিজেই ফাউলের শিকার হলে

পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। এলচে প্রথমার্ধে একমাত্র ভালো সুযোগটি পায় ৩৫তম মিনিটে। কিন্তু সতীর্থের ক্রসে বক্সে প্রয়োজনীয় টোকাটুকু দিতে পারেননি আলি হুয়ারি। প্রথমার্ধের চার মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধান বাড়ান আডেইয়েমি। ইয়ামাল খুঁজে নেন রাফিনিয়াকে। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের থ্রু বল বক্সে পেয়ে চমৎকার ফিনিশিংয়ে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ২৪ বছর বয়সী জার্মান উইঙ্গার। বার্সেলোনার হয়ে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচেই জালের দেখা পেলেন তিনি। পরের মিনিটে রাফিনিয়ার দারুণ ফ্রি-কিকে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে ভলি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি মার্ক বের্নাল। প্রথমার্ধে বার্সেলোনা তাদের গোল দুটি ছাড়া চার শটের আর কোনোটি লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। আর এলচের দুটি শটই ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে আরেকটি সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে পারেননি ইয়ামাল। ৬৫তম মিনিটে তাকে ও আডেইয়েমিকে তুলে গর্ডন ও দানি ওলমোকে নামান কোচ। এরপর দ্রুতই দুটি গোল পেয়ে যায় বার্সেলোনা আর দুটিতেই অবদান রাখেন গর্ডন, যিনি গত ১০০ বছরে তৃতীয় ইংলিশ খেলোয়াড় হিসেবে বার্সেলোনার মূল দলে খেলছেন (আগের দুজন গ্যারি লিনেকার ও মার্কাস রাশফোর্ড)। ৬৭তম মিনিটে গর্ডনের পাস বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন রাফিনিয়া। ৭১তম মিনিটে বল ধরে এগিয়ে বক্সে ঢুকে শট নেওয়ার সুযোগ থাকলেও নেননি গর্ডন, তিনি বল দেন পাশে থাকা লোপেজকে, অনায়াসে জালে পাঠান স্প্যানিশ উইঙ্গার। আর ৭৯তম মিনিটে প্রতিপক্ষের কফিনে পঞ্চম পেরেক ঠুকে দেন লোপেস। এস্পার্তের পাস বক্সের বাইরে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ভেতরে ঢুকে জালে পাঠান তিনি। এলচের বিপক্ষে লা লিগায় টানা ১১ ম্যাচ জিতল বার্সেলোনা।

স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের জায়গায় সিএসকে-এর কোচ হতে পারেন দিনেশ কার্তিক? মিলল বড় ইঙ্গিত

সংবাদ সংস্থা চেন্নাই, ২৪ আগস্টঃ চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান কোচের পদ থেকে স্টিফেন ফ্লেমিং সরে যাওয়ার পর কে দায়িত্ব নেবেন, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। সেই আবহেই অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার ম্যাথু হেডেন মনে করছেন, প্রাক্তন ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার দিনেশ কার্তিক এই পদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী হতে পারেন। তাঁর মতে, সিএসকে-এর মতো বড় ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য স্থানীয় ক্রিকেট সংস্কৃতি বোঝেন এমন একজন কোচই বেশি কার্যকর হবেন। বর্তমানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটিং কোচ ও মেন্টর হিসেবে কাজ করছেন দিনেশ কার্তিক। ২০২৪ সালে আইপিএল থেকে অবসর নেওয়ার পরই তিনি কোচিং দলে যোগ দেন। এর পর আরসিবি ২০২৫ সালে প্রথম আইপিএল খেতাব জেতে এবং ২০২৬ সালেও সফল ভাবে সেই শিরোপা ধরে রাখে। এই সাফল্যের পর হেডেনের বিশ্বাস, কার্তিক এখন আরও বড় দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তিনি বলেন, ''অনেক নাম শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে দিনেশ কার্তিক এমন একজন, যিনি এই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমার মনে হয় স্থানীয় কোচ থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দল বিদেশি কোচ বেছে নেয় ঠিকই, কিন্তু সিএসকের মতো বড় দলের প্রধান কোচের মধ্যে স্থানীয় ছোঁয়া থাকা দরকার। সেই কারণেই দিনেশকে আমার সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়।'' স্টিফেন ফ্লেমিং এবং সিএসকে-এর সম্পর্ক ছিল এক দশকেরও বেশি সময়ের। তাঁর কোচিংয়েই দল একাধিক আইপিএল শিরোপা জিতেছে। তবে সাম্প্রতিক

কয়েক বছরে দল আগের মতো ধারাবাহিক সাফল্য পায়নি। সেই কারণেই ২০২৭ সালের আইপিএল-এর আগে ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। এই সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না বলেই মনে করেন হেডেন। তবু তিনি মনে করেন, পরিবর্তনের জন্য এই পদক্ষেপ প্রয়োজন ছিল। তাঁর দাবি, 'ফ্লেমিং এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির জুটি সিএসকের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল। ওদের একসঙ্গে পথচলা অসাধারণ। এত সাফল্য, এত স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি হয়েছে। কিন্তু কখনও কখনও নতুন পথেও হাঁটতে হয়। এটা সাহসী সিদ্ধান্ত এবং ভালো সিদ্ধান্তও। এখন দেখার নতুন দায়িত্ব কে পান।' ধোনির বয়স চল্লিশের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে সিএসকে-এর পুরনো অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। ফ্লেমিংয়ের বিদায়ের পর দল নতুন যুগে প্রবেশ করতে চলেছে। যদিও এখনও নতুন প্রধান কোচের নাম ঘোষণা করেনি সিএসকে। ফ্র্যাঞ্চাইজি সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে। বর্তমানে দলের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়। তবে নেতা হিসেবে তাঁকে এখনও নিজেকে পুরোপুরি প্রমাণ করতে হবে। স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের দীর্ঘ অধ্যায়ের পর সিএসকে এখন নতুন নেতৃত্বের খোঁজে। ম্যাথু হেডেনের মতে, দিনেশ কার্তিক সেই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। শেষ পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি কাকে বেছে নেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

নির্বাচনে জিততে ইনফান্তিনো তাকিয়ে দুর্বল ফেডারেশনগুলোর দিকে

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২৪ আগস্টঃ 'দুর্বল ফেডারেশনগুলোর চ্যাম্পিয়ন', নির্বাচনী ইশতেহারে এটিই জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পরিচয়। পুনর্নির্বাচনে নিজেকে এভাবেই উপস্থাপন করেছেন ফিফা সভাপতি। একই দিনে উয়েফা সভাপতি আলেকজান্দের চেফেরিন জানিয়ে দিয়েছেন, এই নির্বাচনে তিনি লড়ছেন না। তবে এটিও বলে রেখেছেন, ইনফান্তিনোর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে বলে মনে করেন তিনি। ফিফা টুর্নামেন্টের স্বত্বের জন্য একটি বাণিজ্যিক সংস্থা গঠন এবং এটির ২০ শতাংশ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার যে প্রস্তাব ইনফান্তিনো এখন বাতিল করেছেন, তা উত্থাপনের প্রায় এক মাস পরেও বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই খেলার বৈশ্বিক শাসনের ভবিষ্যৎ নিয়ে লড়াই তীব্রভাবে চলছে। ইউরোপীয় ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা, এশিয়া (এএফসি) এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান (কনক্যাকাফ) অঞ্চলের জোটগুলো ফিফা সভাপতির বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থানে আছে এবং চেফেরিন কয়েকবারই বলেছেন যে, ইনফান্তিনোর পদত্যাগ করা উচিত। 'দ্য রেস্ট ইজ পলিটিক্সঃ লিডিং' পডকাস্টকে চেফেরিন বলেন, সামনে তাকিয়ে সম্ভাব্য দুটি চিত্র তিনি দেখতে পাচ্ছেন। ''দুটি বিকল্প আছে। একটি সম্ভাবনা হলো, তিনি উপলব্ধি করবেন যে তার সমর্থন নেই এবং এই সমর্থন শুধু ভোটারদের রাজনৈতিক সমর্থনই নয়, বরং ফুটবল কমিউনিটির রাজনৈতিক সমর্থন, ভক্তদের রাজনৈতিক সমর্থন, ফুটবলার, প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচদের রাজনৈতিক সমর্থনও বটে। এবং দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হলো, তিনি মার্চের নির্বাচনে যাবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়, তার বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী থাকবেন। যদিও আমি এখনও জানি না, সেই প্রার্থী কে।'' চেফেরিনের এই মন্তব্য নিয়ে ইনফান্তিনো ও ফিফার মন্তব্য জানার চেষ্টা করছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সূত্রগুলো গত সপ্তাহে রয়টার্সকে জানায় যে, তৃতীয় একটি বিকল্প বিবেচনা করছে উয়েফা, এএফসি এবং কনক্যাকাফ- আগামী বছরের মার্চে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আগে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট। চেফেরিনের দাবির, বিতর্ক শুরু হওয়ার পর থেকে ইনফান্তিনোর

সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ হয়নি। স্লোভেনিয়ান এই ফুটবল প্রশাসকের বিশ্বাস, ইনফান্তিনোর উত্তরসূরি হওয়ার প্রতি অনাগ্রহের কারণে বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে গেছে। চেফেরিন বলেন, ইউরোপিয়ান সুপার লিগ পরিকল্পনার চেয়েও ফুটবলের জন্য বড় হুমকি ইনফান্তিনোর ওই পরিকল্পনা। ২০২১ সালে সুপার লিগের বিরুদ্ধে উয়েফা সফলভাবে লড়াই করেছিল। তিনি আরও বলেন, এই বিরোধিতা শুধু ইউরোপের বড় দেশগুলো থেকেই আসছে না। ''একদিকে ছিল ইংল্যান্ড, জার্মানি, যারা এটা চায় না, কারণ এই অর্থ তাদের জন্য খুব বড় নয়। কিন্তু অন্যদিকে ছিল সান মারিনো, সাইপ্রাস, লিখটেনস্টাইন... তারাও বলেছে, 'আমরা বিক্রির জন্য নই।''' ২০১৬ সাল থেকে সভাপতি পদে থাকা ইনফান্তিনো সরে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাননি এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ২০৩১ সাল পর্যন্ত পুনর্নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনগুলোয় তার জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করছেন। সম্প্রতি ডমিনিকান রিপাবলিকে ক্যারিবিয়ান ফুটবল ইউনিয়ন (সিএফইউ)-এর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফিফা প্রকাশিত একটি ভিডিও সাক্ষাৎকারে ইনফান্তিনো বলেন, ধনী ও দরিদ্র ফুটবল ফেডারেশনগুলোর ব্যবধান কমানো ফিফার কাজ। ''আমরা বিশ্বের আমাদের ২১১টি দেশের প্রতিটিতে ফুটবলের প্রসার ঘটাতে চাই। বাকি সবার জন্য বিনিয়োগ খুঁজে বের করতে হবে আমাদের... বাকি সবার জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য হলো, বিশ্ব ফুটবলের জন্য সুযোগ, প্রবেশাধিকার এবং সম্পদ খুঁজে বের করা ও প্রদান করা। দুর্ভাগ্যবশত, অন্যদের উন্নতির প্রয়োজন নেই কিছু দেশের এবং তারা তা চায়ও না, কিন্তু আমাদের এই বড় বড় দেশগুলো এবং বাকি সবার মধ্যেকার ব্যবধান কমাতে হবে। গত ১০ বছর ধরে এবং গত ১০ সপ্তাহ ধরেও আমরা এটাই করার চেষ্টা করে আসছি এবং আগামী বছরগুলোতেও আমরা এটাই করতে থাকব।'' তবে দরিদ্র ফুটবল দেশগুলোকে সাহায্য করার প্রচেষ্টায় বাধা দিচ্ছে ইউরোপ, এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন চেফেরিন। বরং উয়েফাকে একটি সুবিধাভোগী অভিজাত গোষ্ঠী হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টার সমালোচনা করেন তিনি ওই পডকাস্টে। ''আমি যা শুনি তা হলো, তারা এমন ভাব দেখায় যে, 'অহংকারী ইউরোপ আমাদের বিরুদ্ধে।' কিন্তু আমার মনে হয়, তাকে (ইনফান্তিনোকে) কারও মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে, তিনি একজন ইউরোপীয় এবং তার প্রতি উয়েফার সমর্থন ছিল, যা তিনি ভুলে গেছেন।'' এসবের মধ্যে ফিফার ছয়টি নর্ডিক সদস্য দেশ-ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং ফ্যারো আইল্যান্ডস রবিবার হেলসিঙ্কিতে মিলিত হয়ে ইনফান্তিনোর পদত্যাগের আহ্বানের সমর্থনে একটি যৌথ বিবৃতি জারি করে। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার আঞ্চলিক জোটগুলোর সমর্থনপুষ্ট ইনফান্তিনো এই সঙ্কটের সময়ে কনফেডারেশনগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে সরাসরি সদস্য দেশগুলোর কাছে আবেদন জানানোর চেষ্টা করেছেন। সিএফইউ কনক্যাকাফের একটি অংশ এবং ইনফান্তিনো বলেছেন, ডমিনিকান রিপাবলিকে একটি অনূর্ধ্ব-১৪ টুর্নামেন্টের জন্য গিয়ে তিনি যেভাবে অভ্যর্থনা পেয়েছেন, তাতে তিনি খুব খুশি। কনক্যাকাফ সভাপতি যদিও চেয়েছিলেন ইনফান্তিনোকে টুর্নামেন্ট থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন, কারণ তার উপস্থিতি ফুটবলকে ম্লান করে দেবে বলে মনে করা হয়েছিল। তবে ইনফান্তিনো বলেন, ফিফার উন্নয়ন তহবিল থেকে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টটি ছিল তার নেতৃত্বে ফিফার কাজের একটি বড় উদাহরণ।

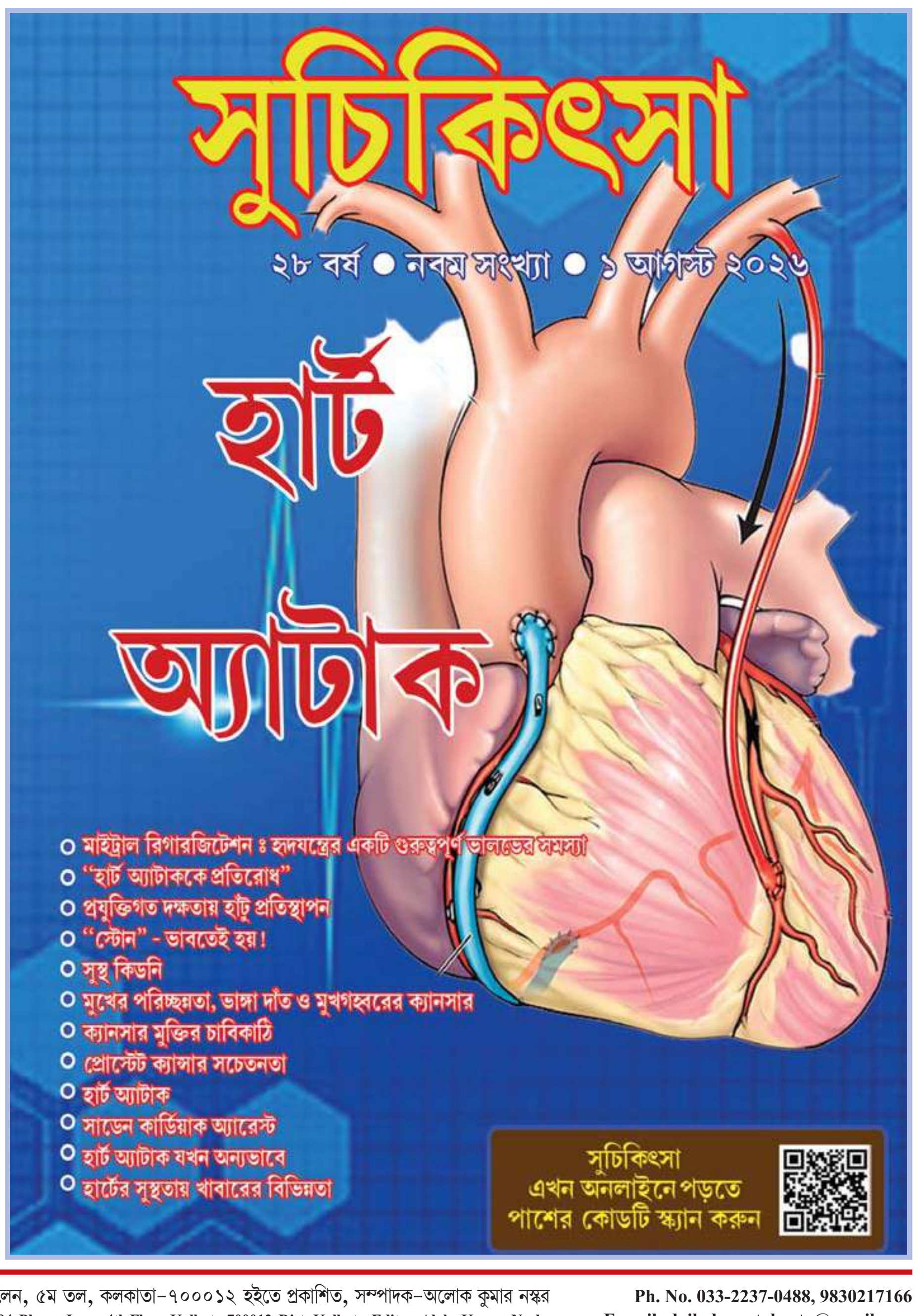

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com